অভিমানিনী

শ্রীযদুনাথ খাস্তগীর

মণিপুর রাজ্যের
ইতিহাস লইয়া
গ্রথিত - - -
মানব মনের বিচিত্র
আলেখ্য - - -
নাট্যাকারে সংবদ্ধ
রাজকাহিনী - - -

প্রথম অভিনয় : শুক্রবার ৫ই মাঘ, ১৩৪০

অধিনায়ক ও প্রযোজক :
শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী এম, এ
ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "নাট্যমন্দির" সম্প্রদায়।

প্রকাশক : শ্রীভুবনমোহন মজুমদার,
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ, ১৩৪১

মূল্য একটাকা]

প্রিন্টার—শ্রীপরমানন্দ সিংহরায়
শ্রীকালী প্রেস
২১ রাজা লেন, কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

স্বাধীন মণিপুরের রাজপরিবারের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আমি এই নাটকের রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহের রাজত্বকালে মণিপুরের উপর দিয়া যে একটি অন্তর্বিপ্লব বহিয়া গিয়াছিল, সেইটুকুই এই নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি। এই নাটকের মূল উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা নয়। ইহার প্রধান উপাদান, মানব মনের প্রত্যক্ষ বিপ্লব ও দ্বন্দ্ব।

প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্রদ্ধাস্পদ মাতুল জমিদার শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধে সবাক্ ছায়াচিত্র এবং নাট্যমঞ্চে অভিনীত হইবার উপযোগী করিয়া নূতন প্রণালীতে 'ব্যথার মুকুট' নাম দিয়া নাটকখানি রচনা করি।

পরে নটকুল-রবি শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের সহানুভূতি ও আশ্বাস পাইয়া নাটকখানিকে আমূল পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া নাট্যমঞ্চোপযোগী করিয়া পুনরায় গ্রথিত করি। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারের ঔদার্য্য, অকৃত্রিম সহৃদয়তা, নিরপেক্ষ প্রীতি ও প্রকৃতি রসজ্ঞের রসসৃষ্টির অনুপ্রেরণাই এ নাটকখানি লোকচক্ষুর সম্মুখে অভিনীত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। আমি তাঁহার একান্ত অপরিচিত হইলেও তিনি যেভাবে আমার নাটকখানিকে অভিনন্দন দিয়াছেন তাহা শ্রদ্ধেয় শিশিরকুমারের শিল্পি-প্রাণের মহানুভবতার পরিচয়। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেই তিনি "ব্যথার মুকুটকে" স্নেহগুণে "অভিমানিনী" নামাকরণ করিয়া ইহার

প্রযোজনা আরম্ভ করেন। তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য এবং তাঁহার অধিনায়কত্বের প্রতিভার ছায়াতলে আমার প্রথম প্রচেষ্টার 'অভিমানিনী'ও ধন্য হইয়াছে। নাটকে উল্লিখিত গানগুলিও শিশিরকুমারের নিজের রচনা। ইহার জন্যও আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধায় আমার অগ্রজপ্রতিম 'দীনেশদা'—সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত, 'কল্লোলের' প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ মহাশয়কে স্মরণ করি। এই নাটকটির সম্যক্ পরিবর্ত্তন, পরিশোধন প্রভৃতি সমস্ত কাজেই তাঁহার সাহায্য পাইয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তিনি আমার জন্য যে কষ্ট ও শ্রমস্বীকার করিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া আমার কৃতজ্ঞহৃদয়কে প্রবঞ্চনা করিতে চাই না। তবে মনে মনে এই প্রার্থনা করি, যদি সাহিত্যক্ষেত্রে আরও সাধনা করিবার অবসর ঘটে তবে যেন তাঁহার অপার স্নেহ ও শ্রমশীলতার কথা আমার স্মরণ থাকে।

বইখানি বড় তাড়াতাড়ি করিয়া ছাপাইতে হইল ; সেজন্য ভাল প্রুফ দেখিতে না পারায় লেখার মধ্যে কয়েক জায়গায় ভুল থাকিয়া গেল। আশা করি সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা অনুগ্রহপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শ্রীযদুনাথ খাস্তগীর

ফতেয়াবাদ, চট্টগ্রাম

বৈশাখ, ১৩৪১

উৎসর্গ

মা,

তোমারই উৎসাহবাক্য, তোমারই সস্নেহ পক্ষপুটের আশ্রয় পাইয়া সাহিত্য-সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলাম। কত আশা তুমি হৃদয়ে পোষণ করিতে। আজ তোমার অবর্ত্তমানে আমার নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হইল এবং সুধিবর্গের অভিনন্দন লাভ করিতেছে। তোমার অভাব আজ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না।

তুমি জীবিত থাকিলে তোমারই আনন্দ হইত আজ সব চাইতে বেশী। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় কি জানি না। তুমি বাঁচিয়া থাকিতে নাটকখানি মঞ্চস্থ হইতে পারিল না। তবু বিশ্বাস করি, তোমার আশীর্ব্বাদ নিয়ত আমার উপর বর্ষিত হইতেছে এবং আমার ক্ষুদ্র সাধনার এই সিদ্ধিতে তুমি এখনও আনন্দ লাভ করিতেছ।

কিছুই তোমাকে দিতে পারি নাই। আজ তোমারই স্নেহ সলিলসিক্ত 'অভিমানিনী'-কে তোমারই পায়ের তলায় আনিয়া দিলাম, অকিঞ্চিৎকর হইলেও স্নেহগুণে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে এই আশায়।

তোমার স্নেহভিখারী

যদু

চরিত্র

দেবেন্দ্রসিংহ	মণিপুরাধিপতি
ভুবনসিংহ	মন্ত্রী
ভৈরবজিৎ	পর-রাষ্ট্রসচিব
নবীনসিংহ	সেনাপতি
সেতুসিংহ দীপচাঁদসিংহ	সেনানীদ্বয়
চন্দ্রকীর্ত্তি	ভূতপূর্ব্ব মহারাজ গম্ভীরসিংহের পুত্র
ইন্দ্রজিৎ	প্রধান শ্রেষ্ঠী
রাণী	মণিপুর মহিষী
ইরা	ঐ সহচরী
বালা	মণিপুর তরুণী (ইরার বাল্যসখী)

প্রজাগণ, রক্ষিগণ, সৈন্যগণ, বালার মাতা, নর্ত্তকী, পরিচারিকা, রূপসিগণ ইত্যাদি।

অভিমানিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণ।

[সৌন্দর্য্য প্রতিযোগীতা উপলক্ষ্যে ইম্ফাল প্রাসাদ অভ্যন্তরে রূপের হাট বসিয়াছে। পশ্চাতে প্রাসাদ সীমার প্রাচীর। একপার্শ্বে প্রাসাদের দিকে সোপান শ্রেণী উঠিয়া গিয়াছে। মণিপুরের যুবক-যুবতীগণ প্রাসাদ সোপান বাহিয়া ভিতরে চলিয়াছে।

একদল রূপসী সারি বাঁধিয়া নৃত্য-গীত করিতে-করিতে প্রাসাদ অভ্যন্তরে চলিয়া গেল।]

গান

চল্ চল্ সই রূপের হাটে রূপ যাচাতে যাই।
যেথায় রূপের আদর রূপের কদর সেথায় মোরা যাই।
সেথায় রূপ যাচাতে যাই।

১মা রূপসী—"তোর রূপের বড়াই দেখে লাজে মরে যাই
ওই তো লম্বা ঢং!"

২য়া রূপসী—"ওলো, বলছিস্ কারে
কিযে গায়ের রং!"

ওয়া রূপসী—"কেন ঝগড়া করিস্ মিছি মিছি
চল্ না লো সই রূপ যাচাতে যাই।"
যাচ্ছি তো তাই রূপ যাচাতে চাই।
চল্ চল্ সই রূপের হাটে—
[সকলের রূপের হাটে প্রস্থান

[সৈনিক দীপচাঁদ সিংহ প্রাসাদের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সোপান বাহিয়া নামিয়া আসিল। কোষে অসি। ঠিক সেই সময় সেতুসিংহও সোপান নিম্নে উপস্থিত হইল]

সেতু। দীপ! তোমার উত্তর?

দীপ। (দাঁড়াইয়া) বিদ্রোহ করতে আমি প্রস্তুত নই।

সেতু। এ বিদ্রোহ নয়, যুদ্ধ। ন্যায্য অধিকারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

দীপ। আমরা রাজসৈনিক।

সেতু। সত্য। সৈনিক হ'তে পারি কিন্তু আমরা কি মানুষ নই?

দীপ। তাহ'লেও এ রাজার বিরুদ্ধে অভিযান—এ বিদ্রোহ।

সেতু। (ক্ষিপ্ত হইয়া অথচ অবরুদ্ধ কণ্ঠে) রাজার বিরুদ্ধে? দীপচাঁদ এখনো বল্‌বে রাজা? ভাইয়ের বক্ষে কুঠারাঘাত করে, ভ্রাতুষ্পুত্রকে নির্ব্বাসিত করে যে বিশ্বাসঘাতক রাজ্যময় ব্যভিচারের স্রোত, অন্যায় অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা জাগিয়ে তুলেছে, যার সমস্ত কুকার্য্যের প্রধান সহায় হয়েছে ঐ নরপশু নবীনসিংহ, তার বিরুদ্ধে মণিপুরী যদি একবার উঠে দাঁড়াতে চায়, তাহ'লে তাকে তুমি অপরাধ বল? বিদ্রোহ বল? কি না সয়েছে এই মণিপুর?—স্বামীর চোখের সাম্‌নে স্ত্রীর, মার সাম্‌নে

সন্তানের, পুত্রের সাম্‌নে তার জননীর উপর অমানুষিক অত্যাচার—দীপচাঁদ, আর কত সইতে বল তাদের?

দীপ। সেতু! বারুদের ঘরে আগুন জ্বালাতে চেষ্টা করছ। রাজা, রাজা। তাঁর বিচার তোমার হাতেও নয়, আমার হাতেও নয়।

সেতু। দীপচাঁদ, আজ তোমাকে বন্ধু বা সহকর্ম্মী বল্‌তে লজ্জা করছে। আজ যে এই রূপের হাট, এ তোমাদের মহারাজের কোন্ শুভকীর্ত্তি? (ব্যঙ্গের সুরে) মহারাজের দেহরক্ষী দীপচাঁদ! এই রূপের হাটে হয়ত তোমারই বালা মহারাজের বিলাস সঙ্গিনী বলে তার দেহকে উত্তপ্ত করবার জন্যে মনোনীত হয়েছে।

দীপ। সেতু! জান বালা আমার—

সেতু। জানি বলেই বল্‌ছি। (হাসিয়া) তোমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছি। বালা,—তোমার বালা আজ রাজ-অন্তঃপুরে। নারী, দীপচাঁদ, নারী—বিস্মিত হয়ো না।

[দীপচাঁদ সরোষে অসি উত্তোলন করিতে সেতু প্রায় নিশ্চিন্তভাবে দীপচাঁদকে লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র ভূমিতলে পিস্তলের গুলি নিক্ষেপ করিয়া দেখাইল যে সে কিভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।

দীপচাঁদ পুনরায় আঘাতের চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই সেতু অদৃশ্য হইল।

[দীপচাঁদ আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সেতুসিংহকে অনুসরণ করিল। এবং সেই সঙ্গে দ্বাররক্ষীও অন্যান্য সৈন্যগণ যে যে অবস্থায় ছিল, কেবলমাত্র বন্দুক ও তরবারি লইয়া পিস্তলের শব্দ লক্ষ্য করিয়া উক্তস্থানে সমবেত হইল। কিন্তু কেহই কিছু ঠিক করিতে পারিতেছিল না। এমতাবস্থায়

নবীনসিংহ দ্রুত সোপান অবতরণ করিয়া সমবেত সৈন্যদের লক্ষ্য করিয়া আদেশ করিল]

নবীন। সৈন্যগণ, রাজপুরীতে শত্রু প্রবেশ করেছে, অনুসরণ কর। সমস্ত নগর অন্বেষণ করবে। জীবিত বা মৃত কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তাকে এখানে উপস্থিত করা চাই।

[সৈন্যদের প্রস্থান। সোপানোপরি ভৈরবজিৎ ও প্রধান মন্ত্রী ভুবনসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।]

ভুবন। (চীৎকার করিয়া) সেনাপতি নবীনসিংহ!

নবীন। (নীচে হইতে) আদেশ করুন প্রধান মন্ত্রী।

ভুবন। সৈন্যদের আদেশ করবার পূর্ব্বে আমাকে তোমার—

নবীন। আপনাকে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু সেনাপতির দায়ীত্ব প্রধান মন্ত্রীর চাইতে কিছু কম নয় বলেই আপনার কাছে উপস্থিত হবার সময় নষ্ট না করে' আমি সৈন্যদের আমার বিবেচনা মতে আদেশ করেছি।

ভুবন। সৈন্যদের ফেরাও নবীনসিংহ।

নবীন। দায়িত্ব তা'হলে আপনার। কিন্তু আমি সন্দেহ করছি, নির্ব্বাসিত কুমার চন্দ্রকীর্ত্তি বা তার কোন সহচর নগরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

ভুবন। সেনাপতি নবীনসিংহ! আমি তোমার সন্দেহের কারণ জানতে চাই।

নবীন। যদি প্রয়োজন হয় আপনাকে সে কারণ মহারাজের সম্মুখেই বলবো।

ভুবন। নবীনসিংহ !

(নবীন না শুনিয়াই চলিয়া গেল)

ভৈরব। (ভুবনের পিঠে হাত দিয়া) ভুবন! প্রধান মন্ত্রীর সম্মান নিজে নষ্ট করো না। তুমি জান, নবীনসিংহ শুধু সেনাপতি নয়—সে আজ—তোমার, আমার—সমস্ত মণিপুরের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা !

ভুবন। (ফিরিয়া) কিন্তু আপনি কি বল্‌তে চান—

ভৈরব। বল্‌তে কিছু চাই না ভুবন ! যদি বলি, তবে বল্‌বো এর চাইতে আমাদের মৃত্যু ভাল। চল ভেতরে।

(বলিয়া প্রায় একরকম টানিয়াই ভুবনকে প্রাসাদের ভিতরে প্রবেশ করাইলেন। সুরাপানোন্মত্ত শেঠ ইন্দ্রজিৎ ইতিমধ্যেই প্রাসাদাভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া অতি সাবধানে সোপান অবতরণ করিতেছিল। নীচে আসিয়া ডাকিল)

ইন্দ্র। নবীনসিংহ !—আমার পাল্কী ভেতরে আন্‌তে বল।—নবীন-সিংহ !

(হঠাৎ বালা সোপান অবতরণ করিয়া নীচে নামিতেই)

—ওঃ !

(ভাল করিয়া বালাকে দেখিয়া লইয়া নিজকে খুব বীরপুরুষের মতো প্রতিপন্ন করিবার জন্য যতদূর সম্ভব খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল)

বালা। (ইন্দ্রজিতের পোষাকের দিকে চাহিয়া) আপনি কি মণিপুরী ?

ইন্দ্র। (যথা সম্ভব সংযতভাবে) তা—মণিপুরী বই কি!—কিন্তু কেন বলতো ?

বালা। আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে—আমাকে বাড়ী পৌছে দেবেন।

ইন্দ্র। নিশ্চয় যাবো।—আমিও তাই ভাবছিলাম, এই গোলমালের মধ্যে তুমি একলা যুবতী—রূপসী কোথায় চলেছ ?

বালা। একলা আমি যেতে পারি। কিন্তু ইরা বলে দিলে কারুকে সঙ্গে নিতে যেতে।

ইন্দ্র। ইরা ?

বালা। মহারাণীর সহচরী ইরাবতী। আমার বাল্যবন্ধু সে।

ইন্দ্র। ওঃ বুঝেছি।

বালা। চলুন আমার সঙ্গে।

ইন্দ্র। যাচ্ছি চল—কিন্তু—সঙ্গে আমার কোন অস্ত্র নেই—তাই ভাবছি—

বালা। অস্ত্র লাগবে না—যদি আক্রমণ করেই কেউ, সে আমি নিজে বুঝবো।

ইন্দ্র। তবে—কি—আমি শোভা মাত্র ?

বালা। (না হাসিয়া পারিল না) মনে করুন তাই—পোষাক পরিচ্ছদ আপনার তাই বলছে।

ইন্দ্র। (নারীর মুখে এই বিদ্রূপ শুনিয়া যেন হর্ষান্বিত হইল) হে, হে, হে—আমি রাজ অমাত্য কিনা, তা ছাড়া শ্রেষ্ঠী বণিক্—পোষাক আমাদের—

বালা। (ধমক্ দিয়া) চলুন এখন তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র। (ভয়ানক ব্যস্ততার সহিত) এই—এই—যাচ্ছি—তোমার—

(বালা ও ইন্দ্রজিত প্রায় এক সঙ্গেই হাসিয়া উঠিল ও এমন সময় অন্যদিকদিয়া দীপচাঁদ সিংহের দ্রুত প্রবেশ। বালাকে দেখিয়া দীপচাঁদ থম্‌কিয়া দাঁড়াইল)

দীপ। বালা! (অগ্রসর হইয়া) এতরাত্রে এখানে তুমি কি করছ?

বালা। (হাসিতে হাসিতে) একটু আমোদ করছিলাম চাঁদ। (দীপচাঁদের কাছে গিয়া) আমাকে একটু পৌঁছে দেবে চল।

দীপ। (গম্ভীর ভাবে) এখানে আস্‌বার সময় কি আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলে?

বালা। তোমাকে পাই কোথায়? তুমি থাক নিজের কাজ নিয়ে বিভোর হয়ে!

দীপ। দরকার হলে পাওনি কখনো, এমন হয়েছে কোনদিন!

বালা। না চাঁদ, হঠাৎ চলে এসেছি। তখন তুমি ছিলে না।

দীপ। আমি ছিলুম না বলে সেই-সুযোগে তুমি রূপের হাটে রূপ যাচাই করতে গিয়েছিলে?

বালা। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) রূপের হাটে আমি যাইনি দীপচাঁদ।

দীপ। যাওনি?

বালা। না।

দীপ। কোথায় গিয়েছিলে তা হলে?

বালা। প্রসাদে—ইরার কাছে।

দীপ। আজ্‌কের দিনেই তোমার ইরার কাছে যাবার প্রয়োজন হোল ?

বালা। আমার প্রয়োজনে যাইনি,—ইরা খবর দিয়েছিল তাই গিয়েছিলাম। প্রয়োজন ছিল ইরার।

দীপ। আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা।

বালা। কর না তো ? বেশ, যদি গিয়েই থাকি কি অপরাধ হয়েছে তাতে ? আজ মণিপুরের কোন্ যুবক, কোন্ যুবতী ঘরে বসে আছে ? কে আসেনি এখানে ! তোমরা কি করছ ? এই রূপের হাটই পাহাড়া দিচ্ছ তো ? সুন্দরী নারীরা তোমাদের চোখের সাম্‌নে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তোমরা কি চোখবুজে পাহাড়া দিচ্ছ ? দোষ কেবল আমার ?

দীপ। (সারোষে) বালা !

বালা। (উদ্ধতভাবে) কি ? কি বল্‌তে চাও তুমি ?

দীপ। প্রসাদে তুমি যাও এ যে আমি পছন্দ করি না, তাতো তুমি জান ?

বালা। তুমি পছন্দ করনা বলে কি আমাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতে হবে ?

দীপ। ওঃ, প্রাসাদে না গেলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তোমার ? এতদূর হয়েছে তাহলে ? সংবাদ শুভ সন্দেহ নাই।

বালা। চাঁদ, পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে তোমার লজ্জা না হ'তে পারে, কিন্তু এসব বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে আমি ঘৃণা করি ! রা'ত হয়ে গেছে, আমাকে নিয়ে চল।

দীপ। আমি! আমার সঙ্গে গিয়ে তোমার কি লাভ হবে? যারা আমোদ দিতে জানে তাদের সঙ্গেই যাও।

বালা। (হঠাৎ ঘুরিয়া) শেঠ্‌জী, পাল্কী আছে আপনার সঙ্গে?

ইন্দ্র। তা আর নেই? প্রকাণ্ড পাল্কী!

বালা। বেশ হবে—দুজনে এক পাল্কীতেই যেতে পার্‌বো।—চলুন।

(বালা ও ইন্দ্রজিৎ অগ্রসর হইল)

দীপ। বালা! ঔদ্ধত্যের একটা সীমা আছে জেনো।

বালা। অধিকারেরও একটা সীমা আছে দীপ।—চলুন শেঠ্‌জী।

[বালা ও ইন্দ্রজিতের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ইরার কক্ষ

(ইরা গাহিতেছিল)

প্রাণ মন দিয়ে চেয়েছি তোমারে
করেছি তোমার সেবা
তুমি ছাড়া বল কে আছে আমার
তুমি বিনা মোরে চাহিবে কেবা?

দেবতা আমার, দয়িত আমার,
নিঠুর আমার, নিয়তি আমার ;
হে মোর প্রাণের দেব !
আমি যে তোমার চরণের দাসী,
জাননা কি নাথ কত ভালবাসি।
পরাণ প্রসূন রয়েছে বিকশি
দেখিবারে শুধু তোমার মুখের হাসি।

[গান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—এমন সময় মহারাজ দেবেন্দ্র সিংহ ইরার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। ইরা গান থামাইয়া মহারাজকে অভিবাদন করিল।]

দেবেন্দ্র। চমৎকার ইরা! চমৎকার! কিন্তু আমার কাছে তুমি কোনদিন একটা গান গাইলে না।

ইরা। গাইতে আমি জানি না মহারাজ।

দেবেন্দ্র। (নিজেই একখানি আসন সংগ্রহ করিয়া উপবেশন করিলেন এবং নিশ্চিন্ত ভাবে বলিলেন) ইরা! তোমার সমস্ত দেহ সঙ্গীতময়। আমি দেখি আর ভাবি আমি যদি মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ না হ'তাম তা'হলে আজ তুমি মণিপুরের মহারাণীর কেবল মাত্র সহচরী না হয়ে হয়তো একটা সাধারণ মানুষের জীবন মরণের সঙ্গিনী হ'তে পারতে।

ইরা। মহারাজ কি মহারাণীকে খুঁজছিলেন? তিনি—

দেবেন্দ্র। মহারাণী কে ইরা? সকলে বলে আমি মহারাজ

দেবেন্দ্রসিংহ—কিন্তু—আমি যখন চেয়ে দেখি তখন দেখি—আমার পাশে মহারাণী নাই, আছে—শীতল একটা পাথরের মূর্ত্তি। আমিও বলি তাকে মহারাণী—লোকেও বলে তাকে মহারাণী! কিন্তু—

ইরা। আমি ডেকে আনি তাঁকে—

দেবেন্দ্র। ইরা! ব্যস্ত হয়োনা। তোমাকে এতকাল তোষামোদ করেছি কিন্তু আজ্‌কে তোমার চাইতে প্রখরা, তোমার চাইতে তেজোময়ী, তোমার চাইতে চলচ্চঞ্চলা এক নারীর সন্ধান পেয়েছি।—কে সে ইরা?

ইরা। কে সে মহারাজ?

দেবেন্দ্র। ইরা!

ইরা। বলুন মহারাজ!

দেবেন্দ্র। কে ঐ বালিকা?

ইরা। কোন্ বালিকা মহারাজ?

দেবেন্দ্র। যে তোমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে রূপের হাট অগ্রাহ্য করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল?

ইরা। বালা।

দেবেন্দ্র। নাম নয়—নাম চাই না ইরা—চাই তার পরিচয়। কে সেই বালিকা? বিবাহিতা না কুমারী? মণিপুরী না বিদেশী?

ইরা। কুমারী, মণিপুরী—কিন্তু—

দেবেন্দ্র। কিন্তু কি?

ইরা। বাগ্‌দত্তা।

(দেবেন্দ্র বিকট ভাবে হাসিয়া উঠিলেন)

দেবেন্দ্র। খুব চমৎকার! আমি শুনে সুখী হ'লাম। বাগ্‌দত্তা, কুমারী, পরপ্রণয়িনী নারীকে যদি করায়ত্ত করতে না পারি, তা হলে কিসের জন্য এ প্রতিষ্ঠা? আর কিসের জন্য আমাব এই রাজ্যাধিকার? আমি চাই এমন নারী যে তার সর্ব্বস্ব অকাতরে ত্যাগ করে আমারই পশুত্ব অথবা মনুষ্যত্ব—যা বল তাকে, তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বিষের পাত্র আমার হাত থেকে নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে গ্রহণ করে পান করতে পারে। ইরা, তুমি যদি আজ মহারাণীর সহচরী না হ'তে তা'হলে—

(মহারাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ কি আমাকে খুঁজ্‌তে গিয়েছিলেন?

দেবেন্দ্র। এসো মহারাণী। ঠিক খোঁজ নয়, দেখে আস্‌ছিলাম তুমি কোথায় আছ; এ খোঁজ খোঁজার জন্য নয়। তুমি এখন যেতে পার মহারাণী, দরকার হ'লে ডাক্‌বো।

রাণী। (মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া) ডাক্‌লে হয়তো পাবেন না। আমি একবার ভৈরব কাকার কাছে যাচ্ছি।

দেবেন্দ্র। কিন্তু ভৈরবজিৎ এখানেই আস্‌ছেন। আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি।

রাণী। আমি কি এখানেই অপেক্ষা করবো তা'হলে?

দেবেন্দ্র। (ইরার কাঁধের ওপর হাত রাখিয়া) প্রয়োজন মনে করলে থাক্‌তে পার।

(রাণী একবার মহারাজের দিকে চাহিলেন, তারপর নতমস্তকে বলিলেন)।

রাণী। আমি আমার কক্ষেই যাই মহারাজ। (তারপর ইরার দিকে

চাহিয়া) ইরা ! ভৈরব কাকা এলে আমার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলিস্।

(মহারাজ একটু হাসিলেন, তারপর বলিলেন)

দেবেন্দ্র। এখানেও থাক্‌তে পার। আমি তোমাকে নিষেধ করছি না। তবে ভৈরবজিতের সঙ্গে যদি তোমার কোন গুপ্ত মন্ত্রণা থাকে, তাহ'লে অবশ্য অন্যত্র যাওয়া তোমার দরকার।

রাণী। গুপ্তমন্ত্রণা আমি কর্‌বো ? কার সম্বন্ধে, কার বিরুদ্ধে মহারাজ ?

দেবেন্দ্র। যার বিরুদ্ধে সকলে কর্‌ছে।—ষড়যন্ত্র কর্‌ছে শত্রুর দল, কর্‌ছে আমার অমাত্যেরা, কর্‌ছে আমার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীমণ্ডলী। আর হয়তো আমার অন্তঃপুরেও সে কলুষিত বাতাস প্রবেশ করেছে।

রাণী। মহারাজ কি তাহ'লে আমাকেও সন্দেহ কর্‌ছেন ?

দেবেন্দ্র। ইরা! তুমি যাওতো, বল গিয়ে ভৈরবজিৎ এলে যেন এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

[ইরার প্রস্থান

কি বল্‌ছিলে মহারাণী ? সন্দেহ আমি মনগড়া ভাবে কারুকে করি না। তোমার পক্ষে আমার বিরুদ্ধে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদি তাও না গিয়ে থাক, তাহ'লে বুঝ্‌বো আমার ধারণা সত্য। বুঝ্‌বো তোমার মধ্যে সত্যই নারী নাই। প্রবৃত্তিহীন, স্পৃহাহীন, মাংসপিণ্ড তুমি !

রাণী। কিন্তু আমি যে স্ত্রী, দাসী মাত্র—

দেবেন্দ্র। (বিরক্ত হইয়া) না মহারাণী, ওসব কথা নয়। আমি

জানি, আমার এই রাজ্যাধিকার, আমার এই প্রতিষ্ঠার ওপর এতটুকু সহানুভূতি কারুর নেই। আমি জানি, একদিন আসবে, যেদিন আমার পাশে একটি লোকও থাকবেনা। জানি মহারাণী সব। তাই চাই, যে আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে এই রাজত্ব,—এই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছি, সে আত্মশক্তির উপাসনা করেই একলা জয়ী হতে। অনুকম্পা, দয়া আমি কারুর চাইনা। কিন্তু চাই শুধু একটি কথা জানতে—শত্রু আমার কে কে ?

রাণী। আপনি বিচক্ষণ, শক্তিমান, আপনি কি জানেন না আপনার শত্রু কে ? প্রজারা জানে, আপনার অমাত্যরা জানে—আর আপনি বুঝতে পারেন না আজ কে আপনাকে ধীরে ধীরে অতলের তলে নামিয়ে নিয়ে চলেছে ?

দেবেন্দ্র। মহারাণী ! (ধমকদিয়া, তারপর আবার সংযতভাবে) না, কথা বলতে আজ সকলকে অবকাশ দেব। তবে এটা জেনো, না জেনে আমি কিছু করিনা। ক্ষমতার অপব্যবহার যদি কেউ করে সেও আমার জ্ঞাতসারে। এ আমার বিপুল ঔদাসীন্য !

রাণী। কিন্তু আপনার এ ঔদাসিন্যে যে মণিপুর জর্জ্জরিত, কলঙ্কের মসীলেপ প্রজার অন্তরকে কালি করে দিয়েছে !

দেবেন্দ্র। মহারাণী ! শুনেছ বোধহয় যে মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য চুরি করে, দস্যুবৃত্তি করে, নিজ প্রিয়জনের কণ্ঠে ছুরি বসায়। সেই মানুষই আবার রিক্ততার ক্ষোভে নিজ ললাটে লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত করে। এ উদাসীনতা আমার নিজের সৃষ্টি নয়, এ আমার অদৃষ্টের পরিহাস।

রাণী। কিন্তু সকলেই বলে, আপনার উদাসীনতা, আপনার এ অন্যায় প্রশ্রয় দান, আপনারই স্বার্থের জন্য। প্রশ্রয় আপনি না দিয়ে পারেন না তাই দেন।

দেবেন্দ্র। তোমার ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। নবীন সিংহকে আমি প্রশ্রয় দিই, যেহেতু সে আমার দুষ্টাকাঙ্ক্ষার ইন্ধন যোগায়—না? হয়তো যোগায়। একদিকে রাজ্য—আর এক দিকে আমার জীবনের গুরুভার। অতৃপ্তির আগুন বহুদিন ধরে জ্বলছে, তাকে ইন্ধন দিয়ে শান্ত করতে না পারলে নিজের আগুনে নিজে ছাই হয়ে যাবো। আহুতি চাই তার! এই বিরাটত্ব আমার, তাকে বুক পেতে নিতে পারে তেম্‌নি নারীও একজন চাই।—মহারাণী, ঘর যার প্রবাস প্রান্তরই তার নিঃশ্বাস ফেলবার স্থান।

রাণী। কিন্তু মহারাজ লোকের দীর্ঘশ্বাস, অভিশাপ—

দেবেন্দ্র। ভয় করি না। অভিশাপ, আর্ত্তনাদ, অশ্রুজল, কিছুকে ভয় করি না মহারাণী। ভয় যদি করি তবে নিজেকে করি ভয়, ভয় করি যদি কোনদিন নিজের মন অথবা দেহের শক্তি হারিয়ে ফেলি। নইলে চোখের জল আর পূজার ফুলও আমার কাছে যেমন, বায়ুস্তরের ঝড়ের উদ্বেগ, অথবা মণিপুরবাসীর রক্তচক্ষুর আস্ফালনও আমার কাছে তেম্‌নি।

রাণী। তা' জানি মহারাজ।

দেবেন্দ্র। জান? কিন্তু ভেবে দেখেছ কি কোনদিন তোমাকে দিয়ে এর কোনও উপায় হতে পারে কিনা?

রাণী। শুধু ভাবিনি মহারাজ! বধূরূপে প্রথম যেদিন আপনার

আশ্রয় পেয়েছিলাম, অবগুণ্ঠনের আড়ালে এই শুধু প্রার্থনা করেছি, যেন আপনার সেবায় দেহ ও মন বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু হয়নি তা।—

দেবেন্দ্র। হয়নি! হয়নি! কিন্তু কেন? কেন?—কে? ভৈরব, এসো।

(ভৈরবজিতের প্রবেশ)

ভৈরব। ভুবন সিংহ আসতে পারলেন না মহারাজ, তিনি দুর্গে গিয়েছেন।—এই যে মাও এখানে।

দেবেন্দ্র। ভুবন দুর্গে কি করছে?

ভৈরব। আজকের ঘটনার পর নগরের চারিদিকে ভাল প্রহরার—

দেবেন্দ্র। থাক্, আর বল্‌তে হবে না। আমি তোমাদের কৃতিত্বের কথা জানি। এও জানি যে, তুমি এবং ভুবন এ রাজ্য শাসন করবার উপযুক্ত নও। কারণ, তোমরা মনে কর—তোমরা ধর্ম্মপরায়ণ তোমরা সমদর্শী, তোমরা সাধু, সৎ। তোমরা সৎ হও তাতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমি শুধু এটুকু জানতে চাই,—তোমাদের কাছে যে এত সৈন্য, এতগুলি উচ্চ বেতনভোগী প্রখরবুদ্ধি কর্ম্মচারী থাকতে সেতু-সিংহের মত একটা সামান্য লোক প্রাসাদসোপানে দাঁড়িয়ে পিস্তলের ঘোঁড়া টেপে কোন্ সাহসে?

ভৈরব। সেতুসিংহ বোঝাতে চায় যে—

দেবেন্দ্র। চুপ্ কর ভৈরব। নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার আর এভাবে পরিচয় দিও না। আমি জানি সেতুসিংহ মণিপুরবাসীকে বিদ্রোহ করতে উত্তেজিত করছে এবং খাড়া করেছে তাদের মন ভোলাবার জন্য তোমাদের প্রভুপুত্র বিতাড়িত চন্দ্রকীর্ত্তিকে। সে বোঝাতে চায় প্রজাদের যে, মণিপুর অরক্ষিত এবং চন্দ্রকীর্ত্তিই এ রাজ্যের ন্যায্য

অধিকারী।—আর তোমরা আছ নির্লজ্জের মত সে সংবাদ আমার কাছে বহন করে নিযে আস্‌তে—তার কোন ব্যবস্থা করতে পার না!

ভৈরব। মহারাজ কি সত্যই বলতে চান যে আমরা রাজ্যশাসন করতে অপারগ?

দেবেন্দ্র। অপারগ নও, অনিচ্ছুক।

ভৈরব। মহারাজ বৃথা অপবাদ দিচ্ছেন।

দেবেন্দ্র। না ভৈরব, বৃথা নয়। আমি দীর্ঘকাল ধরে তোমাদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করছি—তারপর ঐ পশু নবীন সিংহের ওপর এতখানি ছেড়ে দিয়েছি। তা নইলে আমি এত নির্ব্বোধ নই যে তোমাদের মত অমাত্য ও পারিষদ থাকৃতে আমি নবীনকে ছেড়ে দিই মণিপুর ধ্বংস করতে! কত দুঃখে তা জান?

ভৈরব। কিন্তু তা যদি না করতেন—

দেবেন্দ্র। ভৈরব! যদি নিয়ে রাজ্য চলে না। নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যের ওপর খড়্গ তুলে রাজ্য কেড়ে নিয়েছি, অন্যায়ের ওপর এর প্রতিষ্ঠা, অন্যায় দিয়েই একে রক্ষা করতে হবে। তোমরা তাতে প্রস্তুত নও। কিন্তু আমার চলে না। অত্যাচার চাই, কঠিন শাসন চাই, নির্ম্মম শাস্তি চাই—তবে যদি মণিপুর থাকে আর আমি থাকি।

ভৈরব। আপনাকে কেউ দোষ দেয়না মহারাজ, শুধু বলে, আপনার প্রশ্রয় পেয়েই নবীন—

দেবেন্দ্র। থাম ভৈরব। অনধিকার চর্চ্চা করো না। রাজ্য আমার, আমি জানি তাকে রক্ষা করতে হয় কেমন করে। ক'টা নির্জ্জীব, নিরাশক্ত ক্ষীণজীবিকে দিয়ে রাজ্যশাসন চলে না।

ভৈরব। কিন্তু ভুলে যাবেন না মহারাজ, মহারাজ নরসিংহের প্রেতাত্মা আজো হয়তো আপনার সিংহাসনের ওপর তার হাত ছুঁয়ে আছে।

দেবেন্দ্র। প্রেতাত্মা! দুর্ব্বলের বিভীষিকা!—আজ্‌কে মহারাণীর সাম্‌নেই বল্‌ছি—নরসিংহকে হত্যা করেছিলাম আমার প্রয়োজন ছিল বলে। আমার রাজ্য পাওয়ার পথে সে-ই ছিল একমাত্র বিঘ্ন। মহারাজ গম্ভীরসিংহ মৃত্যু কালে তাকেই তাঁর নাবালক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তির অভিভাবক করে রাজ্য ভার দিয়ে যান।—নরসিংহকে হত্যা করেছি, চন্দ্রকীর্ত্তিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছি এ সবই প্রয়োজনের খাতিরে। আজ যদি প্রয়োজন হয়—যে কেউ, তুমি—মহারাণী—চন্দ্রকীর্ত্তি—যে কেউ—আমার প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত ঘটাতে কণামাত্রও চেষ্টা করবে, তাকেও হত্যা করতে আমি আজ দ্বিধা করবো না।

রাণী। মহারাজ!

দেবেন্দ্র। মহারাণী, শঙ্কিত হয়ো না। এই আমি, এই মহারাজ দেবেন্দ্র সিংহ—হিংসা আর ষড়যন্ত্রের কণ্টক উদ্ধার করে পলে পলে নিজকে আমার রক্ষা করতে হয়।

রাণী। ষড়যন্ত্র কে কর্‌ছে আপনার বিরুদ্ধে মহারাজ? এ আপনার অনর্থক মনের ভয়।

দেবেন্দ্র। মহারাণী! কে করছে? কে করছে না? তুমি করছ না?

রাণী। আমি!—মহারাজ আপনার বিরুদ্ধে?

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ। তুমি, ভৈরবজিৎ সকলে এক হয়ে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ। সে খবর আমি পেয়েছি। তোমরা নিজেরা জাননা

তা ; কিন্তু আমি জানি, তোমাদের প্রত্যেকের মনের গতি আমার বিরুদ্ধে।

ভৈরব। আজ আপনি মহারাণীকেও একথা বল্ছেন মহারাজ ?

দেবেন্দ্র। বল্ছি অকারণে নয়। কেন ? মহারাণী কি জানেন না যে পলাতক চন্দ্রকীর্ত্তি মহারাণীর উদ্যানে গোপনে আসে, ইরার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে চলে যায় ? বলুন তিনি জানেন না !

রাণী। কিন্তু মহারাজ—

দেবেন্দ্র। কিন্তু আমি জানি। আমি জানি চন্দ্রকীর্ত্তি ইরাকে ভালবাসে এবং ইরার সঙ্গে দেখা করতে আসে ;—এটুকু মাত্র অবসর তুমি তাকে দাও। কিন্তু মহারাণী তুমি কি কখনো কীর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি ?

রাণী। আমি স্বীকার করছি মহারাজ—আমি তার সঙ্গে দেখা করেছি ! রাজপুত্র সে, আজ সে ভাগ্যের দোষে অরণ্যবাসী—তরুণ অরুণ স্বর্ণাভ তার কৈশোরের দীপ্তি এত কৃচ্ছ্রতায়ও মলিন হয়নি ! কুমার—রাজবংশেরই সন্তান সে !

দেবেন্দ্র। ভৈরব !—একে কি বল ? বিদ্রোহ না ষড়যন্ত্র ?

রাণী। মহারাজ, বিশ্বাস করুন—বহুকাল তার কাছ থেকে দূরে থেকেছি—তাকে দেখা দিইনি। কিন্তু একদিন আর পারিনি, যেদিন সে মা বলে এসে প্রাণের ভয়—এত বিপদ বিসর্জ্জন দিয়েও সাম্নে এসে দাঁড়াল। মহারাজ—বুঝতে পারবেন না—সন্তানহীনা নারীর বক্ষ কি করে মা ডাকে ফেটে পড়ে। অন্যায় হয়ে থাকে শাস্তি দিন মহারাজ। পুত্র স্নেহে আমি তার মস্তক চুম্বন করে দীর্ঘজীবি হবার আশীর্ব্বাদ করেছি।

ভৈরব। মা—মহারাণী !

দেবেন্দ্র। ভৈরব, স্তব্ধ হও। সাধারণ মানুষ হলে আমিও তোমার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম। কিন্তু আমি রাজা—মায়া, মমতা, স্নেহ আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই আমার অস্তিত্বের একমাত্র উপায়—। সে উপায় আমাকে সাধন করতে হয় ভৈরব।

ভৈরব। কিন্তু এই কি মহারাণীর ষড়যন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ ?

দেবেন্দ্র। প্রকৃষ্ট কিনা তখনই প্রমাণ হয়, যখন তার ফল ফলে। আমি জানি, আমার চাইতে মহারাণীর কীর্ত্তির দিকেই টান বেশী। জেনেও আমি কিছু বলি না এই জন্য যে, প্রয়োজন হলে এক মুহূর্ত্তে আমি এর প্রতিরোধ করতে পারব। কিন্তু, তুমি ? ভৈরব তুমি ? তুমি কীর্ত্তিকে সাহায্য করছ না ? কীর্ত্তিকে তুমি আশ্রয় দাওনি ?

রাণী। হয়তো দিয়েছেন। রাজ্যের কল্যাণের কথা ভেবে হয়তো আশ্রয় দিয়ে থাকবেন কোনদিন।

দেবেন্দ্র। চুপ কর, মহারাণী। যা জাননা, তার মধ্যে কথা বলতে এসো না। আজও চন্দ্রকীর্ত্তি ভৈরবের আশ্রয়ে। বল ভৈরব সত্য কিনা ?

ভৈরব। সত্য মহারাজ।

দেবেন্দ্র। সত্য হলেও আমি তার জন্য চিন্তিত নই।

ভৈরব। কিন্তু মহারাজ, এ রাজ্যে চিন্তার কারণ যথেষ্ট ঘনিয়ে উঠ্ছে।

দেবেন্দ্র। ভৈরব! রাজ্য ? রাজ্য নিয়েই যে আমি একেবারে তন্ময় হয়ে আছি তা মনে করো না। তবে এটা ঠিক, যতক্ষণ আছি, রাজ্য নিয়ে আমি সংগ্রাম করবই। প্রতিষ্ঠায় আমার সে রুচি আর নেই। শুধু মনকে জড়িয়ে রাখবার জন্য রাজ্য নিয়ে খেলায় মেতে আছি।

রাণী। তাহলে এ অভিশপ্ত রাজ্য ছেড়ে দিন মহারাজ।

দেবেন্দ্র। কিন্তু কিসের লোভে মহারাণী, কোন্ আশায় ?

(মহারাণী চুপ করিয়া রহিলেন)

বৃথা বৃথা মহারাণী। আমি জানি যা হয়নি এতদিনে, আজ একদিনেই তা হতে পারে না। আমার মাথায় খড়্গ ঝুল্‌ছে—তবু চরণ আমার শঙ্কাহীন!—কিন্তু থাক্ সে সব। আমার আর ভাল লাগ্‌ছেনা। যাও ভৈরব—যাও মহারাণী। আমি এখন বিশ্রাম করব।

(মহারাণী ও ভৈরব দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন)

হ্যাঁ ভৈরব—

(ভৈরব ও মহারাণী ফিরিলেন)

নবীন সিংহকে বলো, আমি বিলাস কক্ষে—বিলাসিনীদের মধ্যে—তারই অপেক্ষা করছি। কাল রূপের হাটে এক আশ্চর্য্য রমণীকে দেখ্‌তে পেয়েছি। তার সন্ধান নিতে তাকে আদেশ দেবো।

[প্রস্থান

রাণী। কি হবে ভৈরব কাকা ?

ভৈরব। চল মা। দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে ? এ মণিপুরের উপর বিধাতার অভিশাপ !

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ইন্দ্রজিতের কক্ষ

[মুল্যবান আসবাবে সুবৃহৎ কক্ষটী সুসজ্জিত। পশ্চাতেই কক্ষান্তরে যাইবার দ্বার। একখানি আসনে ইন্দ্রজিৎ আড় হইয়া বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। সম্মুখেই পাত্রাদি অবস্থিত]

(বালার প্রবেশ)

বালা। নমস্কার।

ইন্দ্র। এসে পড়েছ? আমিই যাচ্ছিলাম এগিয়ে আনতে। বোস, বোস।

বালা। বস্‌বো ত বটেই। কিন্তু যিনি নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তিনি কই?

ইন্দ্র। তিনি?—ওঃ আমার স্ত্রী! তা তিনি আছেন বই কি! কিন্তু আমি ভাবছিলাম তুমি বোধ হয় এলেই না!

বালা। না এসে পারি? মণিপুরের শ্রেষ্ঠ শেঠজীর স্ত্রী নিমন্ত্রণ করে পাঠালে আমার মত সামান্যা নারী না এসে পারে?

ইন্দ্র। আচ্ছা বোস তুমি।

(এদিকে ওদিকে চাহিয়া বালা একটা আসনে বসিল)

ইন্দ্র। কাল্‌কের কথা তোমার কিছু মনে আছে বালা?

বালা। কালকের? কোন কথা বলুন ত?

ইন্দ্র। আমি আমার স্ত্রীকেও সে কথা এসে বলেছি। তোমার সাহস আর তোমার তেজ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

বালা। সাহস? তেজ—?

ইন্দ্র। কালকের রাত্রের সেই ঘটনা গো, রূপের হাট ভেঙ্গে যাওয়ার পর তুমি চলে আস্‌ছিলে—

(বালা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল)

বালা। ওঃ—নিজের বীরত্বের কথা খুব বুঝি এসে স্ত্রীর কাছে গল্প করেছেন?—কিন্তু সত্যি বলছি, শেঠজী! আমার একটুও মনে ছিল না।

ইন্দ্র। তোমার মনে না থাক্‌তে পারে, কিন্তু কালকের রাত্রির কথা আমার পক্ষে জীবনে ভোলা অসম্ভব।

বালা। কাল আপনি ত ছিলেন সুরাপানে বিভোর, তবু আপনার সঙ্গে এসেছিলাম কি সাহসে তা জানেন? কাল আপনি বলেছিলেন যে আপনি শোভা মাত্র, তাই শোভা সঙ্গে করে এসেছিলাম।

ইন্দ্র। হঁ্যা, বালা, ও লোকটার ব্যবহারে আমার ভয়ানক রাগ হয়েছিল, ইচ্ছে কর্‌ছিল—

বালা। ইচ্ছে করলেও কিছু করেন নি, কর্‌বার আপনার শক্তি ছিল না।

ইন্দ্র। কে সে লোকটা বলতো?

বালা। আপনাদেরই একজন সৈনিক!

ইন্দ্র। সৈনিক! মণিপুরের সৈনিক!

বালা। এই দেখুন, মণিপুরের মেয়েদের কি অবস্থা! আপনারা

থাকেন সুরাপানে বিভোর আর আপনাদেরই চোখের সাম্‌নে সৈনিক করে নারীর অপমান। আপনারা দাঁড়িয়ে তাই দেখেন।

ইন্দ্র। বালা! তা নয়! সুরায় আমার কিছু করে না। বহুকাল ধরেই ত পান করছি—কত যে খেয়েছি মদ তার হিসেব হয়না। কিন্তু জ্ঞান কখনো হারিয়েছি তা তো মনে পড়ে না। এইত আজও—

বালা। তা আমি এসেই বুঝ্‌তে পেরেছি; জ্ঞান আজও আপনার নেই। তাহলে আমি চল্লাম।

(বালা উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইল)

ইন্দ্র। ওঁর সঙ্গে দেখা করে যাও।—

বালা। থাকুন উনি। ধনীর গৃহিণী বলে, নিমন্ত্রণ করে একজন মেয়ের সঙ্গে যিনি এতক্ষন এসে দেখা কর্‌তে পারলেন না—তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার আর আমি প্রয়োজন মনে কর্‌ছি না।

ইন্দ্র। দোষ তাঁর নেই। আমিই বলেছিলাম। তুমি হয়তো নাও আস্‌তে পার। কারণ তোমার মত সুন্দরী যুবতী আমাদের মত বুড়ো বুড়ীর নিমন্ত্রন নাও রাখ্‌তে পার।

বালা। গরীব হ'লেও এত অভদ্র আমরা নই।

ইন্দ্র। আ হা হা। কথাটা শেষ করতে দাও। তিনি—আমার স্ত্রী, তাই একটা কাজ সেরে আস্‌তে একটু বেরিয়ে গেছেন।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। সেনাপতি নবীনসিংহ এসেছেন।

(বালা চকিত দৃষ্টিতে ইন্দ্রজিতের দিকে তাকাইল)

ইন্দ্র। (রাগতঃভাবে) কে তাকে আস্‌তে দিলে?

প্রহরী। বাধা তিনি শোনেন নি, জোর করে এসেছেন।

ইন্দ্র। তাড়িয়ে দাও। বলগে দেখা হবে না।

(প্রহরী প্রস্থান করিতেছিল)

না, দেখ, বলগে, আমি ভয়ানক অসুস্থ।

প্রহরী। কিন্তু দ্বারে তিনি।

ইন্দ্র। (স্বর চাপিয়া) দ্বারে তিনি! যাও—বাধা দাও।

(প্রহরী তবু দাঁড়াইয়া রহিল)

বালা। শেঠজী!

ইন্দ্র। চুপ কর বালা।—যাও প্রহরী—বাধা দাও—না শোনে—

নবীন। (দূর হইতে নেপথ্যে) শেঠজী!

বালা। শেঠজী!

ইন্দ্র। (ব্যস্তভাবে) দু'মুহূর্ত্ত—ঐ ঘরে যাও বালা।

বালা। (গম্ভীরভাবে) প্রহরী! আমার পাল্কী আন্‌তে বল।

ইন্দ্র। (নিতান্ত অসহায়ভাবে) বালা, আমি নিজে তোমাকে পাল্কী দিয়ে পাঠিয়ে দেবো। শুধু দু'মুহূর্ত্ত—ঐ ঘরে।

বালা। আমি শুনবো না আর আপনার কথা।—প্রহরী—!

ইন্দ্র। (প্রহরীর প্রতি) যাও।

[প্রহরীর প্রস্থান

—বালা, নিন্দে হবে তোমার—বৃথা নিন্দে হবে। নবীন তোমাকে আমার বাড়ীতে দেখলে মণিপুরে আর তুমি মুখ দেখাতে পারবে না। তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি।

বালা। কি বল্‌ছেন শেঠজী! —না—না—আমি শুন্‌বো না, হোক্ নিন্দে।

ইন্দ্র। শুধু দু'মুহূর্ত্ত বালা। নিন্দুকের হাত থেকে নিজকে রক্ষা করতে চাই।—আমার স্ত্রীর সম্মান, তাঁর স্বামীর সম্মান—তোমার ওপর নির্ভর করছে!

বালা। কিন্তু দু'মুহূর্ত্ত!

[বালার কক্ষান্তরে প্রস্থান

(ইন্দ্রজিৎ দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া যেন অত্যন্ত অসুস্থ এইভাবে মুখ করিয়া বসিল)

নবীন। (প্রবেশ করিয়া) এই যে শেঠ্‌জী!

ইন্দ্র। শেঠজীর অসুখও সেই, অসুস্থতাও নেই

নবীন। বস্‌তে বলাও বারণ? (নিজেই একখানি আসন গ্রহণ করিল)

ইন্দ্র। বারণের অপেক্ষা রাখে কে?

নবীন। প্রহরী বলেছিল বটে, কিন্তু একই কথা এতবার শুনেছি যে বিশ্বাস হয় নি।

ইন্দ্র। বল। আমি মুহূর্ত্ত দুই মাত্র বস্‌তে পারবো।

নবীন। ব্যাপার কি? প্লীহা, যকৃৎ—দুইই কি বিগ্‌ড়ে দাঁড়িয়েছে? মদ আন খাই, তারপর তো কাজের কথা বল্‌তে পারবো। মাথা তা নইলে খুল্‌বে কেন!

ইন্দ্র। (নিতান্ত অপাবগভাবে) এই নাও—শিগ্‌গীর—

নবীন। তাই বল দেবতা! রসদ প্রস্তুত! (পান করিয়া) আঃ,

দেখ শেঠ্জী—সমস্ত মণিপুরে তোমার মত একটা দিল্দরিয়া লোক দেখ্লাম না।

ইন্দ্র। নবীন! দেখ, আমি—আজকে সেই হৃদ্পিণ্ডের যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছি! আজ পারছি না।

নবীন। পারছি কি আমিই? না পেরেই তো তোমার কাছে এসেছি। মহারাজ তোমার বন্ধু; একটু বুঝিয়ে বল্তে পার না তাঁকে যে তিনি যা চান, তা' মর্ত্ত্যধামে মেলে না। সে সব অপ্সরী, গন্ধর্বকন্যা পেতে হলে তাঁকে পটলতুলে অন্যত্র যেতে হবে তবে যদি পান।

(কথা শেষ করিয়া নবীন পুনরায় মদ্যপান করিল)

ইন্দ্র। (বুকে হাত দিয়া) নবীন, আর যে বস্তে পারছি না ভাই। মনে হচ্ছে আজই হয়ত আমার শেষরাত্রি।

নবীন। (পানপাত্র ইন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া) যে রাজ্যে আমরা বাস করি শেষরাত্রি আমাদের প্রতিদিনই। কাজেই—গলায় ঢেলে দাও—শেষরাত্রি শেষ করে রাখাই ভাল।

(ইন্দ্রজিৎ নবীনকে যেন এড়াইতে না পারিয়া পান করিল)

নবীন। দেখ, শেঠ্জী তোমাদের লীলা বোঝা ভার! তোমার বন্ধু, আমাদের মহারাজটী ইদানীং একটা নূতন আদেশ দিয়েছেন আমার ওপর। সেদিন রূপের হাটে মণিপুরের এতগুলো বাছা-বাছা মেয়ে এলো—তাদের দিকে চোখ পড়লো না, পড়লো তাঁর দৃষ্টি কে একটা বালা বলে মেয়ের ওপর! এখন বালারই ধ্যানে মহারাজ মশ্গুল।

ইন্দ্র। (হঠাৎ বুকে হাত দিয়া) ওঃ—হোঃ—হোঃ। আজ আমার মরণ নিশ্চিত! বলে ফেল তোমার আসল কথা কি।

নবীন। আসল কথা কি জান ? এ রাজ্যে তোমাকেও কেউ পছন্দ করে না। আমাকেও কেউ পছন্দ করে না। সকলের ধারণা যত কিছু আপদের সৃষ্টি আমরাই করি। বলত, এখন বালাকে আমি পাই কোথায় ? হ্যাঁ, অমাত্যটমাত্যর মেয়ে হতো তা' না হয়,—সহজেই হদিস্ পেতাম। কে কোথাকার একটা বাজে মেয়ে—গাঁ না ছাঁক্‌লে ত তার সন্ধান পাওয়া মুস্কিল ! অথচ ও সব কোরতে গেলেই লোকে বল্‌বে—নবীনসিংহটাই পাজি ! এখন বল শেঠ্‌জী করি কি ?

ইন্দ্র। কর্‌বে আর কি ? যাকে পাও বালা বলে নিয়ে গিয়ে হাজির কর।

নবীন। হ্যাঁ ! সেই মানুষ কিনা !—ভৈরবজিৎ যা বলে আমি দেখছি অনেকটা তা ঠিক্। ভগবানকে খুসী করা যায় কিন্তু মানুষের মন বোঝা অসম্ভব।

(ইন্দ্রের নেশা এখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে)

ইন্দ্র। ভগবান আর মানুষ,—নবীন, একই। হাত পা থাক্‌লেই মানুষ, হাত পা না থাক্‌লেই ভগবান !

নবীন। তা বৈ কি শেঠজী। পৃথিবীতে থাক্‌লে ইন্দ্রজিৎ—আর স্বর্গে থাক্‌লেই—ইন্দ্র ! কিন্তু কথাটা হচ্ছে—

ইন্দ্র। দাও তো নবীন আর একটু—হে-হে-হে—পৃথিবীতে থাক্‌লে ইন্দ্রজিৎ—আর স্বর্গে থাক্‌লেই ইন্দ্র। চমৎকার বলেছ নবীন। এমন না হলে বন্ধু আমার, তোমার ওপর রাজত্ব ছেড়ে দেয় !

নবীন। সাধে দেয় না শেঠজী। গুণ আছে বলেই দেয়। কিন্তু এদিকে যে ছেড়ে দিয়ে আবার তেড়ে ধরে !—প্রধান মন্ত্রী ভুবনসিংহকে

ডিঙিয়ে রাজস্ব আদায়ের ভার পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু শেঠজী— অর্দ্ধেক রাজস্বও আদায় হয় নি। চেষ্টার ত্রুটী করি নি আমি। প্রজার ঘরদোর পুড়িয়ে, তাদের গরু মহিষ বাজেয়াপ্ত করে পর্য্যন্ত পুরো রাজস্ব আদায় করতে পারলাম না! জ্বালা হয়েছে ঐ আর একটা। ভুবনসিংহকে যদি বা বোঝানো যায়, কিন্তু ঐ বেটা ধর্ম্মের ধ্বজা ভৈরবকে বোঝানো ভদ্রলোকের কাজ নয়। রাজার কাছে এত্তেলা গেছে—এখন কি হুকুম হয় কে জানে! হয়তো তোমার শেষরাত্রির বদলে আমারই শেষরাত্রি হবে কাল!

ইন্দ্র। দূর! দূর! ঘুষের বন্দোবস্ত যেখানে আছে সেখানে আবার ভয়!

নবীন। (ইন্দ্রের হাতে পাত্র দিয়া) বল, বল, দাদা একটা উপায় বলে দাও।

ইন্দ্র। (পানপাত্র শেষ করিয়া) বালাকে নিয়ে গিয়ে হাজির কর, তাহলেই সব অপরাধ মাপ হয়ে যাবে।

নবীন। কোথায় পাই যে হাজির করবো!

ইন্দ্র। পাবে আর কোথায়! (নিজের বুক ঠুকিয়া) সকল মণির খনি যেখানে সেখানেই পাবে!

(পাশের ঘরে বালা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করতঃ হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল। বিরক্তির সুরে ইন্দ্রজিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিল)

বালা। আপনার স্ত্রী ত এলেন না এখনো? এবার আমাকে যেতে দিন্।

নবীন। (সবিস্ময়ে ইন্দ্রজিতকে) তোমার স্ত্রী! তোমার আবার স্ত্রী কবে হোল ?

(ইন্দ্রজিৎ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার নবীন ও একবার বালার দিকে চাহিল)

বালা। (একেবারে নির্ব্বাক, স্তব্ধ। তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আকুলকণ্ঠে)

ছি, ছি, কি করলেন আপনি আমার! আপনি এমন মিথ্যা করে আমার সর্ব্বনাশ করতে এখানে আনিয়েছেন তা বুঝি নি। জানেন না আপনি আমার কি করলেন!

নবীন। (ইন্দ্রজিতকে নিস্তব্ধ দেখিয়া) কি দাদা? দম্ আট্‌কে গেল যে? এত লজ্জা কিসের আমার কাছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। খুব হাত যশ কিন্তু তোমার! (বালার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া) বেড়ে মেয়েটা তো!

ইন্দ্র। (বালার প্রতি অনুনয়ের সুরে) তুমি আর একটু অপেক্ষা কর বালা, এখানে দাঁড়িয়ে নিজের অমর্য্যাদা করো না।—আমি এখনই তোমার যাবার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

বালা। আমি আর আপনার কোন কথা শুনতে চাই না।

(বালা পলায়নপর হইলে ইন্দ্রজিৎ ছুটিয়া তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া পার্শ্বের কক্ষে লইয়া গেল। ঠিক এই সময়ে অন্য দিক দিয়া সবেগে দীপচাঁদসিংহের প্রবেশ)

দীপ। (প্রবেশ করিতেই সম্মুখে নবীনসিংহকে দেখিয়া) নবীনসিংহ ! বালা কোথায় ?

(নবীনসিংহ মদ্যপানে রত। দীপচাঁদের কথা শুনিয়া উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দীপচাঁদ নেপথ্যের দিকে অগ্রসর হইতেছিল)

বালা। (আলুলায়িতবেশে ছুটিতে-ছুটিতে) চাঁদ—চাঁদ—আমাকে রক্ষা কর।

(বলিয়াই বাহির হইয়া আসিল। পশ্চাতে মত্তাবস্থায় ইন্দ্রজিৎ তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিতেছে। দীপচাঁদ বালাকে অতিক্রম করিয়া গিয়া উন্মুক্ত অসিদ্বারা ইন্দ্রজিতকে আঘাত করিল। অসি ইন্দ্রজিতের বক্ষ বিদ্ধ করিল। বালা মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই নবীনসিংহ তাহাকে কোলে লইয়া পলায়ন করিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের বিশ্রাম কক্ষ

(মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ ও ভৈরবজিৎ আসীন। পার্শ্বে নবীনসিংহ মহারাজের মুখের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দণ্ডায়মান। বিশেষ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। ভৈরব চিন্তিত)

দেবেন্দ্র। মণিপুর সন্ধি করবে চন্দ্রকীর্ত্তির সঙ্গে এ-কল্পনা তোমার ঔদ্ধত্যকেও ছাপিয়ে গেছে ভৈরব।—আমি তাকে বন্দী করব।

ভৈরব। তাকে পাবেন না মহারাজ। মণিপুরের সমস্ত প্রজা তার পক্ষে, তারা তাকে প্রাণ থাকতে আপনার হাতে সমর্পণ করবে না।

দেবেন্দ্র। যদি প্রয়োজন হয় অগ্নিদাহে লক্ষ নরনারীর হত্যায় এ রাজ্য নিরঙ্কুশ করব।—নূতন প্রজা, নূতন অমাত্যবর্গ নিয়ে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব। বুঝলে ভৈরবজিৎ?—রাজ্য আমার জন্য আমি রাজ্যের জন্য নই।

ভৈরব। আমার প্রস্তাব তাহলে মহারাজ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন্?

দেবেন্দ্র। প্রস্তুত যে নই সে কথা তোমাকে আগেই স্পষ্ট বলেছি। এবং তুমি যে আমার সামনে এ-রকম প্রস্তাব করবে তার জন্যও আমি প্রস্তুত ছিলাম না ভৈরবজিৎ

ভৈরব। (চিন্তিতভাবে) তাহলে দেখছি মণিপুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বল্‌বেই !

দেবেন্দ্র। ভৈরব ! প্রাচীন কর্ম্মচারী বলে তোমাদের সম্মান ক'রে এসেছি সত্য, কিন্তু তা বলে আজ আমি বল্‌তে কুণ্ঠিত হব না যে বিদ্রোহের আগুন তোমরাই জ্বালাচ্ছ !

ভৈরব। সত্য কথা তা নয় মহারাজ। বিদ্রোহের সৃষ্টি যদি কেউ করে থাকে তাহলে সে আপনি স্বয়ং এবং আপনার পার্শ্বচর অমাত্য নবীনসিংহ !

নবীন। নবীনসিংহ ! মহারাজ—!

(দেবেন্দ্র নবীনকে স্তব্ধ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন)

ভৈরব। মহারাজ, ভেবে দেখেছেন কি একবার—কোনও এক নির্জ্জন মুহূর্ত্তে, কোনও এক দুঃখের দিনে, দীনের মত দরিদ্র হৃদয় নিয়ে, কে আপনি ? আপনি মণিপুরের আশ্রয়, সহায়, অভিভাবক। সোণার মণিপুরের সমস্ত কল্যাণ ও উন্নতির ভার আপনার উপর !—ঐ অনাদৃত, অবহেলিত পূর্ব্বপুরুষের আরাধ্য দেবতা রাধামাধবজীউর চোখের দিকে চেয়ে দেখুন। দেখুন মহারাজ দেবতার চোখে জলধারা !

দেবেন্দ্র। কাঁদুন দেবতা। তাতে আমার কি ভৈরব ?

ভৈরব। আপনার অপরিমিত শক্তির অহঙ্কারে আপনি বুঝতে পারছেন না মহারাজ, দেবতা একবার মুখ ফেরালে আপনি শুষ্ক তৃণের মতো কোথায় উড়ে যাবেন তার খোঁজ পাওয়া যাবে না। বিদ্রোহের বাত্যায় আপনি যাবেন,—মণিপুর যাবে—চন্দ্রকীর্ত্তি যাবে—একটা সোণার রাজ্য ছারখার হয়ে উড়ে যাবে।—চোখ ফেরান মহারাজ—

আমাকে হত্যা করুন—রাধামাধবজীউকে শাস্তি দিন—তবু মণিপুরকে বাঁচান—সন্ধি করুন !

(দেবেন্দ্রের হাত ধরিলেন)

দেবেন্দ্র। (উত্তেজিতস্বরে) ভৈরবজিৎ !

ভৈরব। দিন্ শাস্তি, দিন্ দণ্ড, মহারাজ ভালবাসি আপনাকে, তাই না বলে পারি না। দেবেন্দ্রসিংহ ! তুমি বীর—জাগ্রত হও কেশরী—রক্ষা কর মণিপুর—হিংসা, স্বার্থ, ক্ষুদ্র রাজ্যলোভ নয়—প্রেম দিয়ে মানুষকে বাঁধ—প্রেম দিয়ে নিজেকে ধরা দাও—(শিশুর মত সরল অনুনয়ে) একবার, একবার শুধু তুমি নিজের দিকে তাকাও—আমাদের কুলদেবতা নির্ব্বাক্ বেদনাহত-রাধামাধবজীউর পানে তাকাও—দেখবে সে মুখে সমগ্র মণিপুরের বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে বিচারের আশায় তোমার পানে চেয়ে আছে। মহারাজ, তুমি নিপীড়ক নও, অত্যাচারী নও, তুমি ধর্ম্মাশ্রয়ী, সত্যবান্, প্রজাপালক !

দেবেন্দ্র। ভৈরব, বিধাতা আমাকে রাজ্য দেননি, রাজ্য আমি নিজে অর্জ্জন করেছি। সত্য, ধর্ম্ম, ন্যায় আমাকে একবিন্দু সাহায্য করেনি ; —শুনে যাও ভৈরব, সন্ধি আমি কারুর সঙ্গে করবো না। যারা চায় তারা বিদ্রোহ করুক—এবং আজ থেকে আমিও প্রস্তুত।

[ভৈরব প্রস্থানোদ্যত হইয়াও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে দেবেন্দ্রসিংহের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন তারপর ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন]

নবীন। আমি বলতে চাই, এ ভৈরবজিতের অনধিকারচর্চ্চা, তার দুরন্ত স্পর্দ্ধা।

দেবেন্দ্র। ভৈরবজিৎ মণিপুরের কল্যাণকামী জানতুম, কিন্তু সে যে আমার মুখের ওপর কথা বল্‌বে এ কথা আমি ভাবি নি।

নবীন। সে মহারাজের দক্ষিণ হস্ত!—দুঃসাহস তার মহারাজ নিজেই বাড়িয়ে দিয়েছেন। তা নইলে আপনার সম্মুখে দাবী করে—চন্দ্রকীর্ত্তিকে যৌবরাজ্য দিতে হবে? আমি তো মনে করি চন্দ্রকীর্ত্তি বা তার পক্ষপাতিদের চাইতে ভৈরবজিতই বড় রাজদ্রোহী।

দেবেন্দ্র। (চিন্তিতভাবে) আমাকে ভয় দেখিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করা তার পক্ষে ঔদ্ধত্য।

নবীন। মহারাজ! অধীন সাহস করে নি এতদিন বল্‌তে, ভৈরবজিৎ এ রাজ্যের কণ্টক! এবং মহারাজ (দেবেন্দ্রের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া নিম্নস্বরে) কণ্টক বিনাশই এ রাজ্যের কল্যাণ।

দেবেন্দ্র। (হঠাৎ যেন সচকিত হইয়া) নবীন, ভৈরবজিতের কাছ থেকে চন্দ্রকীর্ত্তি এখন কোথায় আছে তার খোঁজ আন্‌তে পার?

নবীন। পারি মহারাজ।

দেবেন্দ্র। যদি পার, তোমার আবেদনপত্রে এখনই স্বাক্ষর করে দিচ্ছি—তোমার আদায় করা অর্দ্ধেক রাজস্বই গ্রহণ করা হ'বে, এবং ভবিষ্যতে সেনাপতির পদ ছাড়া রাজস্ব সচিবের পদও তোমার।—যেমন করে পার তিনদিনের মধ্যে চন্দ্রকীর্ত্তির অরণ্যাবাসের সন্ধান চাই। না পার—

নবীন। যে শাস্তি দেবেন মহারাজ, তাই গ্রহণ করবো।

দেবেন্দ্র। (আসন পরিত্যাগ করিয়া) এ ব্যবস্থা খুব গোপনে থাক্‌বে, বুঝলে? ভৈরব দেশপ্রিয়, তার ওপর কোন অত্যাচার হলে যে আগুন লাগবে তা নেবানো সহজ হবে না!

(মহারাজ যাইতেছিলেন)

নবীন। নিবেদন ছিল মহারাজ।

দেবেন্দ্র। (ব্যস্ততা ও বিরক্তির সহিত) কাল হবে—সে সব কাল হবে।

নবীন। বল্‌ছিলাম, আমি তার সন্ধান পেয়েছি।

দেবেন্দ্র। (হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া) সন্ধান পেয়েছো তো এতক্ষণ বলনি কেন? কেন সমস্ত সৈন্য পাঠিয়ে সেই অরণ্য সমতল করে দাওনি? সমস্ত কাজ কি আমার আদেশের অপেক্ষায় পণ্ড করবে তোমরা? সন্ধান পেয়ে থাক্‌লে তাকে বন্দী করনি কেন?

নবীন। কুমার চন্দ্রকীর্ত্তির নয় মহারাজ, বালার—সেই বালিকার!

দেবেন্দ্র। (যেন বুঝিতে বিলম্ব হইল—তারপর) বালা? বালা?

নবীন। রূপের হাটের দিন যাকে ইরার কক্ষ থেকে যেতে দেখেছিলেন।

দেবেন্দ্র। কোথায় সে?

নবীন। তাকে সঙ্গে করে এনেছি।

দেবেন্দ্র। এত সহজে এল?—

নবীন। মহারাজ,—তার আবেদন আছে।

দেবেন্দ্র। নিয়ে এস তাকে।

(নবীনসিংহ প্রস্থান করিলে দেবেন্দ্র পুনরায় আসন পরিগ্রহ করিলেন।)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। প্রধান মন্ত্রী।

দেবেন্দ্র। ভুবনসিংহ ?—একটু অপেক্ষা করতে বল্।

[প্রহরীর প্রস্থান

(বিপরীত দিক হইতে বালাকে লইয়া নবীনসিংহের পুনঃ প্রবেশ ও বালার অভিবাদন)

দেবেন্দ্র। (বালার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার নাম বালা ?

বালা। হাঁ মহারাজ।

দেবেন্দ্র। সুন্দর নাম, তোমার রূপেরই উপযুক্ত।

বালা। আমার একটি প্রার্থনা আছে মহারাজ !

দেবেন্দ্র। প্রার্থনা আছে শুনেছি। কি প্রার্থনা তোমার ?

বালা। সৈনিক দীপচাঁদ নির্দ্দোষ, তার বিচার প্রার্থনা করি।

দেবেন্দ্র। নজর এনেছ ?

বালা। কিছু নাই আমার--কি দিতে হয় তাও জানি না।

দেবেন্দ্র। (নবীন ও পরে বালার দিকে চাহিয়া) নবীন, তোমার বলে দেওয়া উচিত ছিল যে বিচারের আবেদনের সঙ্গে নজর দিতে হয়।—তুমি কি বিচারই চাও ? না দীপচাঁদের মুক্তি চাও ?

বালা। (আকুলস্বরে) দীপচাঁদের মুক্তি। আমি জানি সে নির্দ্দোষ।

দেবেন্দ্র। (হাসিয়া ফেলিয়া) তুমি জান সে নির্দ্দোষ ?

বালা। (মাথা নাড়িয়া) জানি মহারাজ।

দেবেন্দ্র। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করবো কেন ?

বালা। বিশ্বাস করুন মহারাজ, আমি মিথ্যা কথা বল্‌ছি না।—কখনো বলিনি।

দেবেন্দ্র। আচ্ছা সুন্দরী, তুমি যখন বলছ দীপচাঁদ নির্দ্দোষ, তখন তাকে মুক্তি দিচ্ছি।—আর কিছু প্রার্থনা আছে তোমার ?

বালা। আর কোন প্রার্থনা নাই আমার।

দেবেন্দ্র। নবীন বুঝি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল আমার কাছে এসে সৈনিকের প্রাণভিক্ষা চাইতে ?

বালা। (নবীনের দিকে একবার চাহিয়া) হ্যাঁ, তাই বলেছিলেন।

দেবেন্দ্র। তুমি তার কথায় নির্ভর করলে কিসে ?

বালা। একটা ভয়ানক অপমান থেকে উনি সেদিন আমাকে বাঁচিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে আপনার কাছে আসা আমার হোত না।

দেবেন্দ্র। তুমি তাহ'লে এ ক'দিন নবীনসিংহের বাড়ীতেই রয়েছ ?

বালা। হ্যাঁ।

দেবেন্দ্র। তোমার বাড়ী নেই, বাড়ীতে আর কেউ নেই ?

বালা। আছে—আছে সব।

দেবেন্দ্র। তা'হলে—বাড়ীতে না গিয়ে—

বালা। যেতে আর পারিনি! দীপচাঁদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ এঁরই কাছে প্রথম শুনি, এবং ইনিই প্রথম আমাকে আপনার কাছে নিয়ে আসার প্রস্তাব করেন, সে সুযোগ আমি হারাতে সাহস করিনি।

দেবেন্দ্র। মাঝে মাঝে বাড়ীতে না যাওয়া তোমার তাহলে অভ্যাস আছে ?

বালা। (অশ্রু আপ্লুত চোখে মহারাজের দিকে চাহিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টা করিল, তারপর অনেক কষ্টে তাহার মুখে শুধু ফুটিল) না—না—মহারাজ !

দেবেন্দ্র। নবীন, তুমি ভুবনকে আরেকটু অপেক্ষা করতে বলগে।

[নবীন মহারাজের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া প্রস্থান করিল।

দেবেন্দ্র। (বালার খুব কাছে যাইয়া) তোমাকে আঘাত করতে চাইনি বালা, তবু তোমার চোখের জল আমাকে দেখ্তে হল। কিন্তু তবু তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

(বালা বড় বড় চোখ করিয়া মহারাজের দিকে চাহিল)

বালা। আমি যাবো মহারাজ !

দেবেন্দ্র। কিন্তু আমি যে এ জীবনে আর তোমাকে যেতে দিতে পারব না বালা।

বালা। (সভয়ে দুই পা পিছাইয়া গিয়া) আপনি না আমাদের মহারাজ ?

দেবেন্দ্র। (দুঃখের হাসি হাসিলেন) তোমার কাছে মহারাজ নই—তোমার কাছে প্রেমিক, ভিক্ষুক, দীন, অনুগ্রহপ্রার্থী।

বালা। দীপচাঁদের মুক্তি আমি চাই না—আমাকে যেতে দিন্ আপনি।

দেবেন্দ্র। বলেছি ত, আর আমি তোমাকে এ চোখের দৃষ্টি থেকে হারাতে পারব না !

বালা। (মহারাজের দিকে অগ্রসর হইয়া, উন্নতমস্তকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া) ভিক্ষার পরিবর্ত্তে দান চান মহারাজ ? দীপচাঁদের প্রাণভিক্ষা দিয়ে আপনি চান আমার দেহ ?—আপনি এত নীচ !—নবীনসিংহকে আপনি ডাকুন—আমি যেতে চাই।

দেবেন্দ্র। যাবে—কিন্তু পরে। এখন নয়। বালা, এটা রাজপ্রাসাদ, গৃহস্থের নিবিড় নির্জ্জন কক্ষতল নয় ! একটু অপেক্ষা তোমাকে করতে হবে। রাজকার্য্য মন্ত্রীর আকার ধরে দ্বারে এসে অপেক্ষা করছে, তার মীমাংসা করতে হবে আগে। বোস, দেখে যাও তোমাদের মহারাজ কি সুখে বাস করে। ভুবনসিংহ !

(ভুবন ও নবীন প্রবেশ করিল)

ভুবন। নবীনসিংহের কাছে শুনলাম আপনি একটী বালিকার আবেদন শুনছিলেন।

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ ভুবন, এই সেই বালিকা, দীপচাঁদের প্রাণভিক্ষা চায় এ।

ভুবন। (বালার দিকে না চাহিয়াই) আমিও এসেছিলাম মহারাজের কাছে দীপচাঁদের প্রাণদণ্ডের আদেশের উপর স্বাক্ষরের জন্য।

দেবেন্দ্র। তার জন্ত তোমাকে এখান পর্য্যন্ত ছুটে আসতে হোল ভুবন ?

ভুবন। (একটু অপ্রস্তুতভাবে) কাল প্রত্যুষেই দণ্ডাদেশ পালিত হবে, তাই ভেবে—

দেবেন্দ্র। কাল প্রত্যুষের পূর্ব্বে দণ্ডাদেশের পরিবর্ত্তন হতে পারে এ কথাও তো ভাবতে পারতে ?—একটা সামান্ত সৈনিকের প্রাণদণ্ড নিয়ে

অনিদ্র হয়ে আছ, আর চন্দ্রকীর্ত্তি আসছে প্রাসাদে, চন্দ্রকীর্ত্তি যাচ্ছে ভৈরবজিতের বাড়ীতে, ভ্রমণ করে বেড়ায় নগরে, গ্রামে, নগরবাসীর ঘরে ঘরে, দৃষ্টি তোমাদের সেদিকে নেই !

ভুবন। আমি কি তাহলে ফিরে যাবো মহারাজ ?

দেবেন্দ্র। (ভুবনের প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রায় নিজের মনে) তোমাদের ওপর আমার অগাধ বিশ্বাসের প্রতিদান এই সব যথেচ্ছাচার ! সত্য, ন্যায়, বিচার, ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তোমরা আমাকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছ। ভুবনসিংহ ! প্রধান মন্ত্রীত্ব করা শুধু ক'টা আদেশ পালন করা নয়।—রাজস্ব আদায়ের কি বন্দোবস্ত হয়েছে ?

ভুবন। (গম্ভীরভাবে) নবীনসিংহ আবেদন পত্রে জানিয়েছেন যে সমস্ত রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয় নি।

দেবেন্দ্র। কি আদেশ দিয়েছ সে আবেদন পত্রের ওপর ?

ভুবন। (নবীনের দিকে একবার চাহিয়া) মহারাজ নিজেই আদেশ দিলে ভাল হয়।

দেবেন্দ্র। (কটাক্ষে ভুবনের মনোভাব বিচার করিয়া) তাই দিয়েছি। তোমার মন্ত্রণার অপেক্ষায় থাকি নি। সে যা রাজস্ব আদায় করেছে তাই গ্রহণ করা হবে এবং—থাক, সে কথা পরে শুনবে।

ভুবন। (বিচলিত অথচ সংযতভাবে) তাই যদি মহারাজের আদেশ হয় তাহলে বাকী রাজস্ব আদায়ের কি ব্যবস্থা করা যাবে তার আদেশও মহারাজ নিজে করুন।

দেবেন্দ্র। অর্থাৎ তুমি জানাতে চাও যে তোমার দ্বারা এ বিষয়ে আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না ?—মনে রেখো ভুবন, রাজস্ব ভোগ

করে রাজা, আর তা আদায় করার ভার রাজার বেতন ভোগী কর্ম্মচারীদের ওপর—আমি বড় দুঃখিত—কিন্তু আমি আদেশ করতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রধান মন্ত্রীরূপে তোমাকেই সমুদয় রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।—আর কিছু বল্‌বার আছে ?

ভুবন। প্রধান মন্ত্রীর সম্মানে আমার আর প্রয়োজন নেই মহারাজ। এ ভারও আপনি অপরকে দিতে পারেন।

দেবেন্দ্র। (বজ্রকণ্ঠে) ভুবন সিংহ !

ভুবন। জানি মহারাজ—আপনি ইচ্ছা করলে আপনার রাজ্য উড়িয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে এই দণ্ডে আমার মন্ত্রীত্ব কেন, আমার জীবন পর্য্যন্ত গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভেবে দেখ্‌বেন মহারাজ—এই ভুবনসিংহ—আপনার প্রধান অমাত্য, এতকাল শুধু পদগৌরব নিয়েই বসে থাকেনি—আপনারই পাশে আপনার সকল দুশ্চিন্তার সঙ্গী হয়ে বহু বিনিদ্ররজনী যাপন করেছে।

দেবেন্দ্র। তুমি কি ভাব্‌ছ আজ প্রয়োজন হলে দেবেন্দ্রসিংহ একা এরাজ্য শাসন ও রক্ষা করতে পারে না ?—তা' পারে, জেনো ভুবনসিংহ। তুমি, ভৈরবজিৎ, যে কেউ আছো, সকলে যদি বিদ্রোহ কর, তবু—দেবেন্দ্রসিংহ—দেবেন্দ্রসিংহ !

ভুবন। না মহারাজ, আপনি ভুল বুঝেছেন। এ রাজ্যের যেমন দীন সেবক ছিলাম তাই থাক্‌বো—শুধু এই অসার মন্ত্রীত্ব চাই না।

দেবেন্দ্র। ভার যদি হয়ে থাকে এই দণ্ডেই মন্ত্রীত্ব তুমি নবীনসিংহকে বুঝিয়ে দিতে পার।—আর কিছু ?

ভুবন। (নির্ব্বিকার ভাবে একখানি পরোয়ানা প্রসারিত করিয়া) দীপচাঁদসিংহের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞায় মহারাজের স্বাক্ষর—

(বালা এই সময়ে ভয়ানক বিচলিত হইয়া পড়িল, করুণনেত্রে একবার নবীনসিংহের দিকে চাহিয়া অনন্যোপায় ভাবে মহারাজকে)

বালা। মহারাজ!

দেবেন্দ্র। (পরোয়ানা লইয়া) নবীনসিংহ, এই নাও, দীপচাঁদ সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশপত্র। (নবীনের হাতে পরোয়ানা দিলেন)।

বালা। (আকুল ভাবে নবীনসিংহের নিকট ছুটিয়া গিয়া) না—না—(আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল)।

দেবেন্দ্র। দীপচাঁদ কে তোমার ?

বালা। আমার—আমার—(নবীনের দিকে ব্যাকুল ভাবে চাহিল)।

নবীন। ওর ভাই মহারাজ!

দেবেন্দ্র। তোমার ভাই ?

বালা। (কাঁদিতে কাঁদিতে অথচ নিরুপায় ভাবে বিশ্বাস করাইবার জন্য) হ্যাঁ।

দেবেন্দ্র। (নবীনের প্রতি) প্রাণদণ্ড রহিত হল। কাল থেকে সমস্ত রাজকার্য্য আমি নিজে দেখ্‌ব—কর্ম্মচারীদের বলে দিয়ো। (ভুবন ক্রুদ্ধ পাদবিক্ষেপে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে) চলে যাচ্ছ ভুবন ?—এত বুড়ো

হয়ে গেছ যে এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী একটি মেয়ে তোমার চোখেই পড়্‌লনা ?

(ভুবন ফিরিয়া মহারাজের দিকে চাহিল)

দেবেন্দ্র। না যাও ভুবন। ভেবেছিলাম তোমাকে বল্‌ব যে এ মেয়েটিকে আমি সত্যই ভালবেসেছি।

ভুবন। মহারাজের ভাগ্য ভাল যে মেয়েটী আপনার মুখ থেকে একথা আরও অনেক মেয়েকে বলতে শোনেনি।

দেবেন্দ্র। (অনাবিল হাস্যে) চমৎকার—চমৎকার ভুবন। সেই আগেকার মত তোমার তীক্ষ্ণ উপহাস অনেককাল পরে শুনলাম ভুবন!—মেয়েটী ভারী সুন্দর দেখতে না ?

ভুবন। আজকের সুন্দর—কাল বিশ্রী হয়ে যেতে কতক্ষণ।

দেবেন্দ্র। ভুবন, আমারই কথা দিয়ে আমাকে আঘাত করলে? পুরাতন কর্ম্মচারী তোমরা—আমার বন্ধুর মত। তোমাদের কথায় যখন রাগও করি তখন সত্যি সত্যিই রাগ করতে পারি না।

নবীন। আমি কি তা'হলে এখন যাব ?

দেবেন্দ্র। না—না—নবীন, তুমি যাবে কোথায় ? তুমি যা' করতে পার ভুবনসিংকে দিয়ে কি তা' হয় ?

ভুবন। এতক্ষণ আমার এখানে থাকাই অনধিকার হয়েছে।

[সরোষে প্রস্থান।

দেবেন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—।

বালা। আমিও যাই মহারাজ ?

দেবেন্দ্র। যাবে ? কোথায় ?—বন্দিনী—বন্দিনী তুমি !

বালা। বন্দিনী—আমি! কেন মহারাজ? কোন অপরাধে?

দেবেন্দ্র। নবীন! কোন অপরাধে বালা বন্দিনী?

নবীন। (ইঙ্গিত বুঝিয়া) আজ্ঞে আমি বল্‌ব তাকে?

দেবেন্দ্র (হটাৎ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া) নবীন! (যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।)

[নবীনসিংহের প্রস্থান

বালা। (আর্ত্তনাদ করিয়া) আমি কি তা' হলে সত্যিই বন্দিনী মহারাজ?

দেবেন্দ্র। (উচ্চকণ্ঠে) ইরা!

(ইরার প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। আজ থেকে বালা বন্দিনী।

ইরা। মহারাজ—?

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ, বালা বন্দিনী।—কারাগারে নয়, দেবেন্দ্রসিংহের হৃদয়ে!—নিয়ে যাও তাকে।

[একদিকে মহারাজ ও অপরদিকে বালা ও ইরার প্রস্থান

———

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাধামাধবজীউর মন্দির-প্রাঙ্গন

(মন্দিরে আরতির আয়োজন হইতেছে। বাহিরে মন্দির-প্রাঙ্গনে মণিপুর অধিবাসীর জনতা)।

(ভৈরবজিৎ ও কয়েকজন নাগরিকের প্রবেশ)

ভৈরব। দ্বার বন্ধ বলছ কি তোমরা? মহারাণী নিজে আদেশ করলেন রাধামাধবজীউর মন্দির দ্বার আর বন্ধ থাকবে না আর সে আদেশ পালিত হোল না?

১ম না। ঠাকুর, বলতে ভয় করি না আর—মণিপুরে আজ মহারাণী কে? কে তাঁর আদেশ পালন করবে? মণিপুর? আজ মনে হয় মণিপুর পুড়ে যাক—মণিপুর এমন করে ধ্বংস হয়ে যাক যে তার জন্যে কোন মায়াই আমাদের না থাকে। ঠাকুর, একে আপনাদের শাসন বলেন? একে আপনাদের বিচার বলেন? আপনারা থাকতে নবীন সিংহ এই নিষ্ঠুর অত্যাচার করে? গ্রামে গ্রামে শিশুটি পর্য্যন্ত নবীন সিংহের নামে কেঁপে ওঠে! মহারাজ মত্ত একটা পাহাড়ী মেয়ে নিয়ে, রাজত্ব চালাচ্ছে নবীনসিংহ! আর আপনি বলছেন, মহারাণীর আদেশ পালিত হোল না কেন? মহারাণী!

ভৈরব। এমন কথা বোল না।

১ম না। বল্‌ব না? ঘর গিয়েছে, বাড়ী গিয়েছে, স্ত্রী গিয়েছে, যোয়ান ছেলে সে গারদে পচ্‌ছে—আর আমি বলব না? ঠাকুর, নেহাৎ

তোমাকে দেবতার মত দেখি নইলে প্রাণের যে জ্বালা তাতে তোমার প্রতিও মায়া থাকতে চায় না।

ভৈরব। ওসব কথা ভুলে যাও আজ তোমরা। আজ বহু শত বৎসরের প্রাচীন প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে মহারাণী নিজে মন্দিরের দ্বার খুলে দিচ্ছেন, অধীর হয়ো না ভাই।

২য়। (জনতার ভিতর হইতে) মণিপুরের এ শ্মশানে আছি ত তোমার আর আমাদের দয়াময়ী মহারাণীর মুখ চেয়ে, নইলে—

ভৈরব। থাক্ ও কথা। আমি বলছি, আমার কথা শোন তোমরা।

(ঝণাৎ করিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিয়া গেল। মহারাণী নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রজারা "জয় রাধামাধবজীউর জয়" "জয় মহারাণীর জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।)

রাণী। এদের মন্দিরে যেতে বলুন ভৈরব কাকা।

ভৈরব। (আনন্দে) ওরে তোরা যা যা। মহারাণী নিজে দ্বার খুলে দিয়েছেন। আজ বুঝি সত্যি সত্যি রাধামাধবজীউ মুক্তি পেলেন। যা—যা।

(সকলে আনন্দভরে মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিল)

গায়ক দল গাহিল—

গান

কানু সে বিনোদ রায়, বিনোদ চূড়ায়,
বিনোদ বরিহা, পরিছে বিনোদ রায়।

বিনোদ কপালে, বিনোদ তিলক,
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ অধরে, বিনোদ মুরলী,
বিনোদ বিনোদ বাজে।
বিনোদ গলায়, বিনোদ মালা
বিনোদ বিনোদ দোলে।
কোন্ বিনোদিনী, বিনোদ গাঁথনী
গেঁথেছে বিনোদ দোলে॥
বিনোদ কটীতে, বিনোদ ধটী,
বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর
বিনোদ বিনোদ বাজে॥
কহে শ্যামানন্দ, কানু সে বিনোদ,
বিনোদ কদম্ব তলে।
বিনোদ হেরিয়া কত বিনোদিনী,
কলসী ভাসালে জলে॥

[গাইতে গাইতে গায়কেরা মন্দিরাভ্যন্তরে চলিয়া গেল।

(দেবেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। মহারাণী!—ও ভৈরবজিৎও আছ দেখছি। মন্দিরের দ্বার খোলা হয়েছে কার আদেশে?

রাণী। আদেশ কারো নিইনি মহারাজ, আমি নিজে খুলে দিয়েছি।

দেবেন্দ্র। জান রাণী, তুমি মণিপুরের প্রজামাত্র? এর বিধি-নিয়ম তোমাকেও পালন করতে হবে? না করলে শাস্তি হতে পারে?

রাণী। যদি অপরাধ হয়ে থাকে শাস্তি দিন্।

দেবেন্দ্র। খেলা নয় মহারাণী। যদি মন্ত্রী-সভা এই নিয়মভঙ্গের জন্য আমার কাছে অভিযোগ করে তা'হলে—

রাণী। মন্ত্রীসভার নামে আপনার নিজের রোষকে কেন ঢাকতে চাইছেন? আপনাব হাতে শাস্তি পাব এতো আমার সৌভাগ্য মহারাজ।

দেবেন্দ্র। ভৈরবজিৎ, তুমিও কি বুঝতে পারছ না যে সে আমার পক্ষে কত কঠিন হবে?

রাণী। মহারাজ কাতর হচ্ছেন? যে দণ্ডের আদেশ মুখে উচ্চারণ করতে হয় সেইটেই বড় দণ্ড?—জিজ্ঞাসা করছি আমি মহারাজ মন্ত্রীসভার নাম করলেন বলে। কিন্তু আমি জানি—আমার এই কাজ অন্যায় না হলেও আপনার আত্ম-অহঙ্কারে ঘা দিয়েছে এবং তার জন্য যে শাস্তি আছে তা আমি জান্তাম।

দেবেন্দ্র। ভৈরবজিৎ।

ভৈরব। আদেশ করুন মহারাজ।

দেবেন্দ্র। মন্ত্রীসভার অনুমতি না নিয়ে, চিরপ্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করে মন্দির দ্বার খুলে দেওয়া—একি অন্যায় হয়নি?

ভৈরব। অন্যায় হয় এমন কাজ মহারাণী করতে পারেন না।

দেবেন্দ্র। ভৈরবজিৎ, তুমি যদি মহারাণীকে এ কার্য্যে সাহায্য করে থাক তা'হলে দণ্ড তোমারও প্রাপ্য।

ভৈরব। দুঃখের বিষয় মহারাণীকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার আমি অবসরই পাইনি। তবু যদি মহারাজ মনে করেন—

রাণী। কাকা! মহারাজ বিচার করতে চান, তা তিনি তাঁর সিংহাসনে বসে করবেন। তার জন্য পথে দাঁড়িয়ে মন্দিরের আরতির সময় নষ্ট করবার কোন হেতু নাই।

দেবেন্দ্র। অনধিকার আচরণের পাপ করে আবার মন্দিরে আরতি করতে যাবার কথা বলতে লজ্জা হওয়া উচিত মহারাণী।

রাণী। কথা আমি বলতে চাইনি মহারাজ, আপনিই কথা বলিয়েছেন। লজ্জা আমার আছে বলেই আজও বালার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ নিয়ে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিনি।

দেবেন্দ্র। এতবড় দুঃসাহস তোমার হয়েছে যে আজ আমার সামনে যে কোন কথা উচ্চারণ করতে তোমার বাধে না?

রাণী। দুঃসাহস নয় মহারাজ। আমি আপনার স্ত্রী, আমি এ রাজ্যের মহারাণী, কিন্তু আমারই বুকের ওপর, আমারই চোখের সামনে যত দুঃসাহসের কাজ আপনি করে এসেছেন—

দেবেন্দ্র। আজ কি আমার কাজের বিচার তুমি করবে?

রাণী। আপনার কাজের বিচার? না মহারাজ, আপনার কাজের বিচার একদিন যে হবে একথা যখন মুহূর্ত্তের জন্যও আমার অনিচ্ছায় মনে জাগে তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে ওঠে—বালার কথা আমি তুলেছি শুধু আপনি আমাকে অনর্থক আঘাত করলেন বলে। প্রতিদিন কত বালার কথা প্রাসাদে বসে শুনি, তাতে কোন কথা বলতে যাইনি কোনদিন, আজও বলবার কোন প্রয়োজন ছিলনা আমার। এত নীচ

আমি আজও হইনি মহারাজ যে আপনার ভোগের সামগ্রীর দিকে আমি লোভীর মত চেয়ে থাকবো। আমি আর কিছু না হই অন্ততঃ নারী।

দেবেন্দ্র। নারী? তুমি নারী? প্রেম, সহানুভূতি, প্রেরণা কোথাও আছে তোমার মধ্যে?

রাণী। নাই—কিছু নাই আমার। ওসব কথা তোলবার কোন প্রয়োজন নাই এখানে। যে কথায় আপনাকে এত বিচলিত করেছে সে কথাই বলুন। মন্দির দ্বার আমি খুলে দিয়েছি, অপরাধ হয়ে থাকে সে আমার। এর দণ্ড দিতে হয় আমাকে দিন। কিন্তু অনর্থক আমাদের নিজেদের মধ্যেকার সম্বন্ধকে রাজ্যের প্রকাশ্য দিবালোকে টেনে এনে তাকে প্রজার আলোচনার বস্তু করে তুল্‌বেন না।

দেবেন্দ্র। লজ্জা?

রাণী। হ্যাঁ, লজ্জা আমারও, আপনারও।

দেবেন্দ্র। তুমি ভাবছ, তুমি মহারাণী বলে তোমার এত ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করব?

রাণী। করবেন না, করবেন না মহারাজ। আমি অনুমতি দিচ্ছি, যে দণ্ড, যে শাস্তি আপনার দিতে হয় আপনি রাজ্যের সকলের সমক্ষে দেবেন, আমি এতটুকু প্রতিবাদ করব না। কিন্তু আমার পূজার ব্যাঘাত করবেন না।

দেবেন্দ্র। তোমার অনুমতি? ভৈরবজিৎ!

ভৈরব। বলুন।

দেবেন্দ্র। (ভয়ানক উত্তেজিত) না, তোমাকে দিয়ে হবে না। নবীনসিংহকে চাই, তাকেই আদেশ দেব—

রাণী। (বাধা দিয়া) আর যে কোন আদেশ দেবেন মহারাজ; মন্দিরের বিষয়ে কোন আদেশ দেবেন না আপনি। দ্বার আমি খুলে দিয়েছি, দ্বার খোলাই থাকবে।

দেবেন্দ্র। (কর্কশস্বরে) এ বিদ্রোহীতার শাস্তি?

রাণী। দিন্ মহারাজ।

দেবেন্দ্র। মৃত্যুদণ্ড?

রাণী। অনায়াসে।

দেবেন্দ্র। তবে তাই হোক।

ভৈরব। কি করছেন মহারাজ?

রাণী। ভৈরব কাকা, কি হবে তাতে? আজ আমার আর মৃত্যুর ভয় নেই, বহুদিনের একমাত্র কামনা আমার পূর্ণ হয়েছে। রাধামাধবজীউর মন্দির দ্বার মুক্ত—রাজভাণ্ডারের অনুগ্রহের পূজা আর তাঁকে নীরবে সহ্য করতে হবে না। দেবতা আজ মানুষের—প্রজার—সাধারণের!—দীন প্রজার সকাতর আগ্রহের পূজায় দেবতার বেদীতল পবিত্র হয়ে উঠবে। শাস্তি দিন মহারাজ—নিজের হাতে কিছু আমাকে দেননি কোনদিন—দিন—দিন মৃত্যুদণ্ড—আমি মাথা পেতে নেব।

দেবেন্দ্র। (বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টিতে মহারাণীর নির্ভয় চোখের পানে চাহিয়া) তোমার কি সত্যই মনে হচ্ছে যে আমি তা পারি?—বুঝতে পারছি, দীর্ঘ বৎসরের অন্ধকার পথ দিয়ে তুমি আমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছ। কিন্তু তবু—তবু পারি না মহারাণী!

রাণী। এ আবার কি নূতন খেলা মহারাজ? পলে পলে, তিলে

তিলে যাকে মৃত্যুর বিষ আপনি নিজ হাতে তুলে দিয়েছেন তাকে দণ্ড দিতে আজ আপনার এ কি অস্বাভাবিক সঙ্কোচ!

দেবেন্দ্র। হৃদয়ের দ্বিধাকে—মমতাকে তুমি সঙ্কোচ বলছ মহারাণী?

রাণী। বৃথা ছলনার স্নধায় ঢেকে আর আমাকে অপমান করবেন না মহারাজ। আপনার বহু কাজ, আমার একটি কাজ—আমার পূজা। প্রজারা অপেক্ষা করছে—আমি চল্‌লাম।

(হঠাৎ নবীনসিংহ কতিপয় প্রহরী লইয়া
ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল।)

(মহারাণী উন্নত মস্তকে সোপানোপরি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন)

দেবেন্দ্র। এত সৈন্য নিয়ে এখানে নবীনসিংহ?

নবীন। প্রাসাদে যেতে শুন্‌লাম রাজাদেশ অমান্য করে মন্দির দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে—তাই—

দেবেন্দ্র। তাই এত সৈন্য নিয়ে তার প্রতিরোধ করতে এসেছ? কার আদেশ নিয়েছিলে?

নবীন। মহারাজ ছিলেন না—তাই—

দেবেন্দ্র। মূর্খ! সৈন্যদের ফিরে যেতে বল, (নবীনের ইঙ্গিতে সৈন্যগণ প্রস্থান করিল।) আর তুমি মন্দির প্রাঙ্গণে প্রহরায় থাক—যেন কেউ তোমার মত সৈন্য নিয়ে এসে আরতির ব্যাঘাত না করে।

[দেবেন্দ্রসিংহের প্রস্থান।

মহারাণী ও ভৈরবজিৎ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং নবীনসিংহ
সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল)

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নবীনের কক্ষ

নবীন। একদিকে মহারাণীকে এত অবিশ্বাস, সারা মণিপুর খুঁজে নূতন রাণী যোগাড় কর্‌বার আদেশ আমার ওপর—অপরদিকে মহারাণীরই সাম্‌নে আমার প্রতি অকারণ এই রুক্ষ ব্যবহার! হতে পারেন তিনি মহারাজা, কিন্তু নবীনসিংহ এত স্বেচ্ছাচার নীরবে সহ্য করবে না। যদি তিনি মনে করেন রাজ্যের যত ঘৃণ্য কাজ নবীনসিংহকে দিয়ে করিয়ে নেবেন—আবার নবীনসিংহেরই ওপর চোখ রাঙাবেন—তা'হলে এ তাঁর ভয়ানক ভুল। আর—নবীনসিংহ এ ভুল ভেঙ্গে দিতে একটুও দয়া করবে না।

(রুক্ষবেশ ও অতিশয় ব্যস্ততার সহিত দীপচাঁদের প্রবেশ)

দীপ। সচিব নবীনসিংহ!

নবীন। কি হয়েছে দীপচাঁদ? এত অশান্ত দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?

দীপ। বালা কোথায় সচিব?

নবীন। বালা? সে তো প্রাসাদে—

দীপ। কেন তাকে আপনি প্রাসাদে পাঠিয়ে দিলেন? সেদিন এত বড় বিপদের মাঝখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সব জেনে শুনে

শেষকালে আপনি তাকে রাজপ্রাসাদে মহারাজের চোখের সামনে রেখে এলেন ?

নবীন। (মৃদু হাসিয়া) স্থির হও দীপচাঁদ। সব কথা তুমি জান না। সব শুনে তার পর তুমি আমাকে যা ইচ্ছে বলো। সেদিন ইন্দ্রজিতের বাড়ী থেকে বালাকে উদ্ধার করে এনেছিলাম সত্য, ভেবেছিলাম পরের দিনই তার খোঁজে তুমি এলে তাকে তোমার হাতেই ফিরিয়ে দেবো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হলো। দীপচাঁদ, বালা তোমার দণ্ডাদেশ শুনে এমন আকুল হয়ে পড়ল, তাকে মহারাজেব কাছে উপস্থিত না করে আমি আর পারলাম না।

দীপ। আমারও তাই বিশ্বাস ছিল কিন্তু শুনলাম আপনিই তাকে ইচ্ছা করে মহারাজের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

নবীন। (হাসিয়া) নবীনসিংহকে তার শত্রুরা এমনি চোখেই দেখে তা আমি জানি। সে যাক্—

দীপ। সচিব, তারপর ?

নবীন। বাস্তবিক তোমার উৎকণ্ঠার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।—মহারাজের কাছে তাকে উপস্থিত করলাম—জান বোধ হয় মহারাজ আমাদের একটু সুন্দরী নারীর পক্ষপাতী—বালা তোমার প্রাণভিক্ষা চাইতেই মহারাজ তোমার দণ্ডাদেশ রহিত করে দিলেন।

দীপ। আমার প্রাণ।—আমার প্রাণ।—কি হোত আমার প্রাণ গেলেও ? এ অপমান সহ্য করার চাইতে—

নবীন। স্থির হও দীপচাঁদ। কান্নায়, অনুশোচনায় তাকে উদ্ধার করতে পারবে না। স্থির বুদ্ধিতে একটা কিছু উপায় চিন্তা কর।

দীপ। আপনি বলুন, সচিব আপনি বলুন। আমি বুঝেছি মহারাজ স্তোকবাক্যের ছলনায় বালাকে বন্দী করে রেখেছেন।

নবীন। দীপচাঁদ, তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে আশ্চর্য্য হচ্চি। সত্যি তাই। তোমার মুক্তির আদেশের পর মহারাজ তাকে জোর করে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। তবে বালা যদি—

দীপ। (বাধা দিয়ে উন্মাদের মত) বুঝেছি সচিব, বালার নির্ব্বুদ্ধিতা, বালার ঔদ্ধত্য—তার নিজের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস তাকে এই দারুণ অবস্থায় এনে ফেলেছে। কিন্তু—কিন্তু—আপনি—শুনেছি আপনি শঠ্—চতুর—কৌশলী—

নবীন। ভুলে যাচ্ছ দীপচাঁদ—তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছ।

দীপ। না সচিব, ভুলে যাইনি। ভুলে যাইনি বলেই আপনার কাছে এসেছি—আজ সমস্ত মণিপুরের ভাগ্যচক্র যাঁর অঙ্গুলিহেলনে ঘুরছে তাঁরই কাছে এসেছি—একটি সামান্য বালিকার উদ্ধারের আশায়।

নবীন। দীপচাঁদ, তুমি বীর। সত্যই যদি মনে কর বালা অবিশ্বাসিনী নয় তা হলে তুমিই ত পার তাকে উদ্ধার করতে। সোজা গিয়ে মহারাজের সাম্‌নে দাঁড়াও—তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চাও—কোন অপরাধে তিনি বালাকে বন্দিনী করে রেখেছেন।

দীপ। পারি, পারি সচিব কিন্তু সংশয়—সচিব, সংশয় আজ আমাকে বিহ্বল করে ফেলেছে। যদি বালা তার সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলে থাকে—তা'হলে ঐ প্রত্যক্ষ সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে হাহাকারে আমার সমস্ত গৌরব মাথা নত করে দাঁড়াবে, এ আমি সইতে পারবো না। শক্তি হারিয়েছি দ্বিধায়—সন্দেহে—!

নবীন। এ সন্দেহ তোমার মনে আসা অবশ্য কিছু অস্বাভাবিক নয়। প্রাসাদের বিলাসকক্ষে সুন্দরী যুবতী একবার প্রবেশ করলে তার পরিণাম কি তা তো আমি জানি। বোধ হয় তুমিও কিছু শুনে থাকবে।

দীপ। আপনি কি বলতে চান সচিব, মণিপুরের রমণী এতই প্রাণের মায়া করে যে তারা নিজকে রক্ষা করবার জন্যে অত্যাচারীর বক্ষে একটা আঘাতও করতে পারে না?

নবীন। (মৃদু হাসিয়া) করতে পারে না নয়—করে না। আমি ত মহারাজের বিলাস কক্ষেও গিয়ে থাকি—কি দেখেছি, কি শুনেছি তোমার মনে হয়? আজ তোমার কাছে বলতে আমার শরীর এখনও রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!—যে রূপসী গর্ব্বিতা নারীর আর্ত্তক্রন্দনে একদিন প্রাসাদের পাষাণ প্রাচীর পর্য্যন্ত কেঁপে উঠত, শেষে দেখেছি সেই নারীই পরম আনন্দে হীরার কণ্ঠহার গলায় প'রে মহারাজের বাম পার্শ্বে বসে নিজের সৌভাগ্যকে বন্দনা করছে। এ কি বিশ্বাস হয় তোমার?

দীপ। আপনি কি বলছেন সচিব?—তবে কি বালাও গিয়েছে ভেসে ঐশ্বর্য্যের জোয়ারের টানে?

নবীন। (তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দীপচাঁদের দিকে চাহিয়া) না, তা যে হবেই তার কোন মানে নেই। প্রলোভন জয় করতে পারে এমন নারীও ত আছে—তবে খুব কমই আছে—আর বালা তো বালিকা।

দীপ। সচিব নবীনসিংহ—আপনি আমার হৃদয়কে বিষে বিষে জর্জ্জরিত করে তুল্‌ছেন। সোজা কথায় বলুন, আপনি বালাকে এই

দুর্ভাগ্যের গ্রহচক্রে নিক্ষেপ করেছেন কিনা। যদি করে থাকেন, আজ মণিপুরের একজন তুচ্ছ সৈনিকের কাছে তার জবাব দিন।

(অসিতে হাত দিল)

নবীন। (স্থিরভাবে) বালক, বুদ্ধি হারিও না। প্রধান মন্ত্রী নবীনসিংহকে বহু ধৈর্য্যে, বহু সংযমে এ রাজ্য শাসন করতে হয় বটে—তা বলে বালক এবং উন্মাদকে প্রশ্রয় দিলে তার কাজ চলে না।—দীপচাঁদসিংহ—তুমি বিদ্রোহী।

দীপ। বিদ্রোহী আমি—আজ শাসনতন্ত্রের সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমি অসি তুল্‌ছি।—প্রধান মন্ত্রী নিজকে রক্ষা করুন—

(দীপচাঁদ অস্ত্রাঘাত করিল, নবীন নিমেষে সে আঘাত প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল)

নবীন। দীপচাঁদসিংহ! সৈনিকের ঔদ্ধত্যের শাস্তি গ্রহণ কর।—অস্ত্র ত্যাগ কর।

(দ্রুত একজন সৈন্যাধ্যক্ষ প্রবেশ করিল)

সৈন্যাধ্যক্ষ। (নবীন এবং পরে দীপচাঁদকে অভিবাদন করিয়া) মহারাজের আদেশপত্র সেনাপতি!—

(সৈন্যাধ্যক্ষের কথা শুনিয়া দীপচাঁদ হতবুদ্ধির মত প্রথমে সৈন্যাধ্যক্ষ তারপর নবীন ও পরে আবার সৈন্যাধ্যক্ষের দিকে চাহিল। সৈন্যাধ্যক্ষ তাহার হাতে আদেশপত্র দিলে দীপচাঁদ পত্র গ্রহণ করিয়া দ্বিধার সহিত তাহা পাঠ করিল)

দীপ। (চিন্তিতভাবে) সে-না-প-তি!

নবীন। কে সেনাপতি?—তুমি? ও বুঝেছি। তোমার গর্ব্ব হওয়া উচিত দীপচাঁদ! বালার মত নারীর প্রণয়ী হওয়া তোমার সার্থক! (সাড়ম্বরে) প্রধান সেনাপতি দীপচাঁদসিংহ! প্রধান মন্ত্রীর অভিবাদন গ্রহণ কর।—

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভৈরবজিতের কক্ষ

(চন্দ্রকীর্ত্তি ও ভৈরব কথোপকথন করিতেছিলেন)

ভৈরব। কীর্ত্তি, আমার কথা? আমার অনুরোধ? তাও রাখবি না? ভেবে দ্যাখ্ এ যুদ্ধে তোরও কলঙ্ক, দেবেন্দ্রসিংহেরও কলঙ্ক।—আর আমি, তোদের তিন পুরুষের বেতনভোগী কর্ম্মচারী, এ জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বয়সে কলঙ্ক আমারও।

চন্দ্র। আপনার এ অনুরোধ যদি আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু হোত, আমি খুসী হয়ে আপনার অনুরোধ আদেশ বলে' পালন করতাম। আপনারই আদেশে, আপনারই পরামর্শে ভৈরবদা, এত কাল বনের পশুর সঙ্গে রাত্রিদিন যাপন করেছি তবু মণিপুরের দিকে ফিরে তাকাইনি।

ভৈরব। সত্য কীর্ত্তি, সত্য। মহারাজ তোমাকে বঞ্চিতই করেছেন,

কিন্তু আমি তোমাকে তার চাইতেও কঠিন দুঃখ দিয়েছি। আমারই কথায় তুমি আজও পর্য্যন্ত মণিপুর আক্রমণ করনি, করলে হয় ত তোমার রাজ্য তুমি ফিরেও পেতে পারতে।

চন্দ্র। না, ভৈরবদা, আর না। স্নেহের, মমতার, শান্তির দোহাই দিয়ে আর পথ ভোলাতে চেষ্টা করবেন না। মণিপুর আমি চাই না। মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহের প্রতিও আমার কোন বিদ্বেষ নাই। আজ যে এই সংগ্রাম এ মহারাজের বিরুদ্ধে নয়, আমার রাজ্য পাওয়ার লোভে নয়। এ যুদ্ধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মণিপুরকে এ লজ্জা, এ অপমান থেকে বাঁচাতে হবে।

ভৈরব। অপর পক্ষে কে জান ? কে তোমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ?

চন্দ্র। জানি। জানি ঐ নৃশংস, নিষ্ঠুর, ঘৃণিত কুক্কুর নবীনসিংহ। কিন্তু তাকে আপনারা এত ভয় করেন ?

ভৈরব। তার শৌর্য্য বীর্য্যকে ভয় করি না। ভয় করি তার ক্রূর নিষ্ঠুর বুদ্ধিকে আর তার হৃদয়হীন অত্যাচারকে। আজ, আজ কীর্ত্তি, ওই নবীনসিংহই চালাচ্ছে মণিপুর—চালাচ্ছে মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহকে।

চন্দ্র। তবু বল্‌ছেন ভৈরবদা, ওদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করতে ?

ভৈরব। কীর্ত্তি, বল্‌ছি, বল্‌ছি শোন্। জানি যুদ্ধ একদিন হবেই, ক'দিন আর আমি হাত চাপা দিয়ে এ আগুন থামিয়ে রাখব। কিন্তু বুঝিস্ ত কীর্ত্তি—তোরা আমার রক্তমাংসের সন্তানের মত। পারি কি দেখতে যে তোরা একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিয়ে ছুটেছিস্? আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের সামনে দেখব খুড়ো ভাই-পোতে যুদ্ধ হচ্ছে এ কি আমি পারি ?

চন্দ্র। (বিরক্তিরস্থরে) আপনিত কিছুই পারেন না ভৈরবদাদা।

ভৈরব। পারি না, পারি না ভাই। পারলে কবে তোদের ছেড়ে কোন্ বনে পালিয়ে বাঁচতাম! দেবেন্দ্র, আহা, বালক সে, এই যে সেদিনও সে কানের কাছে এসে বলত, মহারাণী তার সামনে ঘোমটা খোলেনি—হায় কীর্ত্তি, সেই দেবেন্দ্র, আজ মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ আমার বক্ষে জেনে শুনে আঘাত করছে। একবার ফিরে দেখছে না, আঘাত সইবার মত আমার সে শক্তি আছে কিনা। কীর্ত্তি পারি না—সত্যি পারি না—এ মায়া জাল ছিঁড়তে!

চন্দ্র। কিসের মায়া, কার জন্য মায়া দাদু? যে তোমার মান রাখে না তার মান তুমি কেন রাখতে যাবে?

ভৈরব। পারিস্—রাজপুত্র চন্দ্রকীর্ত্তি পারিস্ তুই এ কথা বল্‌তে। আমি জানি, আর তা জানি বলেই তোকে আমাব এত ভয়। তুই যে প্রকৃতির কোলের ছেলে, তোর রক্তে চলেছে এক ন্যায়নিষ্ঠ সাধুপুরুষের রক্তের স্রোত। কিন্তু আমি পারি না। কে আমার আর আছে কীর্ত্তি! আছিস্ তুই, আছেন মহারাণী, মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ আর সবার চেয়ে বড় আমার হতভাগ্য মণিপুরের প্রজারা—

চন্দ্র। কিন্তু কি আমাকে করতে বলেন আপনি? কি চান আপনি ভৈরবদা?

ভৈরব। আমি চাই শান্তি, শান্তি। রাজ্যে শুধু হাসি আর হরিনাম। কারও মুখ বেজার নয়? কারও চোখ হিংসায় জ্বলে না, কারও হাত পরের গায়ে ওঠে না! তাই, তাই কীর্ত্তি—আজ—ওঃ কি বলব কীর্ত্তি, আমার আদরের মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ রাজ্য শাসন ছেড়ে দিয়েছে

নবীনসিংহের ওপর—আর সে নিজে অলস বিলাসে একটা মেয়েকে নিয়ে মত্ত—এও দেখছি কিন্তু তবু কথা বলতে চাই না—কথা বুক ঠেলে উঠে আসে, নিজের ঘরের অন্ধকারে ছুটে গিয়ে নিজের গলা চেপে ধরি। অশান্তি চাই না কীর্ত্তি। অশান্তির ওপর এ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—অশান্তি এর দুষ্ট গ্রহ। যুদ্ধ করিস্ না কীর্ত্তি।

চন্দ্র। আপনার কথা আমি শুনব না ভৈরবদা।

ভৈরব। পারবি না কীর্ত্তি—আমি বেঁচে থাকতে পারবি না তোরা কেউ যুদ্ধ করতে।

চন্দ্র। যুদ্ধ করব আমি রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনবার জন্য।

ভৈরব। যুদ্ধ যুদ্ধই।—রক্তপাত হাহাকার আর সইতে পারবে না মণিপুর—ওকে একটু নিঃশ্বাস ফেলতে দে।

চন্দ্র। আপনার মত তাহলে এই ?

ভৈরব। এই—এই ভাই। আজও যা—চিরকাল তাই থাকবে।

চন্দ্র। তাহলে আমার অপরাধ নেবেন না।

ভৈরব। তার আগে একটা হত্যা দিয়ে এই বিরাট হত্যার সূচনা কর্। আমাকে আগে তোর ওই কোমল হাতে আঘাত কর্। আমি নাম জপ্ করতে করতে তোদের আশীর্ব্বাদ করে চলে যাই।

নবীন। (নেপথ্যে) সচিব ভৈরবজিৎ !

ভৈরব। কে—কে নবীন—নবীনসিংহ এসেছে ! পালা—পালা কীর্ত্তি।

চন্দ্র। আমি যাব না ভৈরবদা—আগে আমাকে অনুমতি দিন্।

ভৈরব। (ব্যাকুলভাবে) দোব—দোব ভাই—এখন নয়—যা যা।

নবীনসিংহ তোকে আমার চোখের সামনে হত্যা করবে সে আমি সইতে পারব না,—যা—যা।

চন্দ্র। (একটু চিন্তা করিয়া) তাই যাচ্ছি ভৈরবদা।—হ্যাঁ আমি যাব। জীবন রক্ষার আমার প্রয়োজন আছে। আমাকে বাঁচতে হবে। আমার জন্য নয়, মণিপুরের জন্য।

(চন্দ্রকীর্ত্তির পলায়ন ও বিপরীত দিক হইতে নবীনসিংহের প্রবেশ)

নবীন। কে ছিল আপনার কক্ষে ?

ভৈরব। যে ছিল সে চলে গেছে। এতক্ষণে তার ঘোড়া মণিপুরের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।

নবীন। চন্দ্রকীর্ত্তির সঙ্গেই আপনি কথা বলেছিলেন ?

ভৈরব। বলছিলাম।

নবীন। আপনি বিদ্রোহী।

ভৈরব। তারপর ?

নবীন। আপনি বন্দী।

ভৈরব। কে আমাকে বন্দী করছে ?

নবীন। আমি।

ভৈরব। এ ক্ষমতাও তোমাকে মহারাজ দিয়েছেন !

নবীন। কীর্ত্তি কোথায় থাকে ?

ভৈরব। বলব না।

নবীন। মহারাজের আদেশ যতক্ষণ না তুমি—

ভৈরব। নবীনসিংহ! অমাত্যের সম্মান রেখে কথা বলতে ভুলে যেও না।

নবীন। সৈন্যগণ নিয়ে চল।—গুপ্ত কারাগৃহে আপনার সম্মানের ব্যবস্থা হয়েছে।

[সৈন্যেরা ভৈরবকে টানিয়া লইয়া চলিল।

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের কক্ষে বালা ও ইরা

ইরা গাহিতেছিল——

গান

আমার মন মানে না মানা।
মন যে আমার ব্যথায় আকুল,
অশ্রু সাগর বশ মানে না
কোথায় কোন নদীর ধারে,
কোথায় কোন পাহাড় পারে,
ঘুরছে সে যে আকুল হয়ে
নাই কো ঠিকানা।
(সখি) নিভে আসে আশার আলো,
মিলায় জলের আল্পনা।

বালা। ইরা, বলতে পারিস্ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এখানে এই ভাবেই কি আমাকে কাটাতে হবে ?

ইরা। বালা, ভাবছিস্ কেন ? ওরে আজই সকালে দীপচাঁদদাদার কাছে আমি খবর পাঠিয়েছিলুম—শুনলুম, তিনি নেই। মহারাজের আদেশ পেয়ে প্রত্যূষেই তাঁকে রাজস্ব আদায়ের জন্য চলে যেতে হয়েছে।

বালা। কেন মিথ্যে খবর পাঠিয়েছিলি ? এখানে থাকলেও সে আস্তো না। আমি চিনি তাকে—সে বড় অভিমানী।

ইরা। তোরও তো অভিমান কম নয়। তুইও তো সেদিন অভিমান করেই সেই মাতালটার সঙ্গে গিয়ে তার আস্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছিলি।

বালা। (প্রায় স্বগতঃ) আমি খুব অভিমানী, আমি উদ্ধত। চাঁদও বলে আমি উদ্ধত, আমি স্বেচ্ছাচারী। (হঠাৎ ইরাকে সম্বোধন করিয়া) কিন্তু হব না ?

ইরা। হয়ে ত এই ফল!

বালা। এ কি আমার ঔদ্ধত্যের ফল ? চাঁদের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করতে সেদিন যদি অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে প্রাসাদে পা বাড়িয়ে থাকি সে কি আমার ঔদ্ধত্য ?—একেও তোরা স্বেচ্ছাচার বলিস্ ?

ইরা। কিন্তু এর জন্য যদি দীপেদার প্রাণে আঘাত লেগে থাকে তাকেও তো তুই অন্যায় বল্তে পারিস্ না।

বালা। নিশ্চয় বলবো। কেন আঘাত লাগবে তার ? সে যদি সত্যিই আমাকে ভালবাসে তাহলে এতটুকু বিশ্বাস সে আমাকে করতে পারে না ?

ইরা। তার ওপর রাগ করিস্‌নে বালা, দূরদেশে সে একা। না জানি কত কষ্টই হচ্ছে তার প্রাণে তোর কথা ভেবে।

বালা। না ইরা, কষ্ট সে পাচ্ছে না। দূরে গিয়ে সে বেঁচে গেছে। আজ সে তার মনকে বোঝাতে পারছে যে সে দূরে, তার পক্ষে আমার উদ্ধারের চেষ্টা করা কঠিন, প্রায় অসম্ভব।

ইরা। আমি হার মানলাম বালা।

বালা। জানিস্ ইরা আমার কষ্ট কোথায়? কেন?

ইরা। কেন?

বালা। শুধু এই কথা ভেবে যে আমার এই বন্দী অবস্থা তাকে কতখানি অসহায়, কতখানি জর্জ্জরিত করে তুলেছে! আমি জানি —আজ সে তার মৃত্যু কামনা করছে। কিন্তু আমিও অক্ষম, গিয়ে তাকে বলতে পারছি না কিসের জন্য আমার এ কারাবাস।

ইরা। (বালার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া) না বালা, মুক্তি পাবি তুই। আমি কীর্ত্তিকেও খবর পাঠিয়েছি।

বালা। কে কীর্ত্তি?

ইরা। কীর্ত্তি মণিপুরেরই রাজপুত্র, নিজ রাজ্য হ'তে বিতাড়িত, —মণিপুর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ চন্দ্রকীর্ত্তি।

বালা। সেই দস্যু চন্দ্রকীর্ত্তি?

ইরা। হ্যাঁ, সেই দস্যু। যে আজ মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহের অত্যাচারে নিরাশ্রয় কুকুরের মতো বন থেকে বনে, পাহাড় থেকে পাহাড়ে আপন অদৃষ্টের বোঝা মাথায় করে উন্মত্তের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে দস্যু নয় বালা, এ-রাজ্য তার—সে-ই এ-রাজ্যের ন্যায্য অধিকারী।

বালা। কিন্তু লোকে ত বলে: চন্দ্রকীর্ত্তি দস্যু।

ইরা। বলে কারা? বলেন মহারাজ, আর তাঁর সেনাপতি নবীনসিংহ। লোকে?—লোকে তাকে ভালবাসে, পূজা করে, তার চরণে অর্ঘ্য দেয়।

বালা। এই রাজপুরীতে বাস করে তুই সেই চন্দ্রকীর্ত্তির কথা এমন করে বলছিস্?

ইরা। কি করবো? আমার অদৃষ্ট! এই রাজপুরীতে আজ আমি মহারাণীর দাসী—সহচরী, কিন্তু হতে পারতো হয়ত যে এই কক্ষ, এই বৈভব, প্রতিষ্ঠা—জানিস্ বালা, দীপচাঁদদাদাও তার পক্ষে?

বালা। কার? কীর্ত্তির? চাঁ—দ বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

ইরা। বিদ্রোহ কোথায়? এ বিদ্রোহ ত নয়, প্রজা চায় তাদের যুবরাজকে সিংহাসনে বসাতে। কিন্তু বিনা রক্তপাতে তা হওয়া সম্ভব নয়, তাই—

বালা। (বাধা দিয়া) কিন্তু তুই ঠিক জানিস্ চাঁদ এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে?

ইরা। ঠিক জানি কিনা? আজ কীর্ত্তি আসবে এখানে, তখন সবই জানা যাবে।

বালা। (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি দুঃসাহস তোর! বিদ্রোহীকে নিয়ে আসছিস রাজ-অন্তঃপুরে?

(ইরা একবার একটু মাথা নত করিল তারপর চোখ তুলিয়া
প্রেম উদ্ভাসিত ভারাক্রান্ত নয়নে হাসিয়া বলিল—)

ইরা। বিদ্রোহী—সত্যি সে বিদ্রোহী বালা। সমস্ত মণিপুর জানে

সে বিদ্রোহী, আমিও বলি সে বিদ্রোহী। এতকাল কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারলাম না! বিদ্রোহী তার ছন্নছাড়া ছিন্নবাস নিয়ে উল্কার মতো ঘুরে বেড়ায়। ধরা দেয় না। পাহাড়ের গুহায়ই না হয় সে ঘর বাঁধতো, কিন্তু বাঁধে না সে।

বালা। বন্দিনী তুইও তাহলে ইরা!

ইরা। স্বেচ্ছায়—স্বেচ্ছায় এই অগ্নিকুণ্ডে নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচে আছি। পলাতক দস্যুকে যদি পাই একদিন হয়তো এখানেই পাবো এই আশায়।

বালা। ইরা—তুই তবু সুখী।

(এবার ইরা হাসিয়া ফেলিল। বলিল—)

ইরা। হ্যাঁ বালা আমি সুখী। কারণ বর্ত্তমানকে আমি ডিঙিয়ে চলি ভবিষ্যতের মন্দিরপ্রবেশের দিনের অপেক্ষায়। মাহেন্দ্রক্ষণ আমার জীবনে আসুক এরই তপস্যা করি। (হঠাৎ উন্মনা হইয়া) কিন্তু আমি যাই বালা। এতক্ষণ সে হয়তো এসে দাঁড়িয়ে আছে।

বালা। যা ইরা। তাঁকে বলিস্ আমার কথা। বলিস্ বালারও আছে সব। কিন্তু—না থাক, কিছু বলিস্ না তাঁকে। বলিস্—বন্দিনী বালা অভিবাদন জানাচ্ছে তাঁকে।

(দেবেন্দ্রসিংহের প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। বন্দিনী বালা কাকে অভিবাদন জানাচ্ছে ইরা?

(ইরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল)

বালা। আমার ভাইকে মহারাজ।

দেবেন্দ্র। খুব ভাল। কিন্তু তুমি বোধ হয় জান না বালা, দীপচাঁদকে আমি প্রধান সেনাপতির পদ দিয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য একটা অশাসিত

মালভূমে পাঠিয়েছি। সাধারণ সৈনিক দীপচাঁদ আজ মণিপুরের প্রধান সেনাপতি!

বালা। মহারাজ মহানুভব!

দেবেন্দ্র। ইরা, তুমি কি মনে কর বালাকে সত্যই বন্দিনীর মত করে রাখা হয়েছে?

বালা। আমি তার উত্তর দিচ্ছি মহারাজ। ইরা বন্দিনী নয়, কাজেই ইরা বলতে পারবে না যে বন্দিনীর প্রতি মহারাজের সমাদরগুলি কত বিষাক্ত, কত অপমানকর।

দেবেন্দ্র। ইরা, মহারাণী তোমাকে খুঁজ্‌ছিলেন।

[ইরার প্রস্থান

বালা। (ইরা চলিয়া যাইতেই আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া) মহারাজ কি চান আমার কাছে?

দেবেন্দ্র। কি চাইতে পারি তোমার মনে হয়?

বালা। (একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া) সেকথা আপনারই মুখে শুনতে চাই।—মহারাজ যদি মনে করে থাকেন যে দীপচাঁদের প্রাণভিক্ষা দিয়ে, দীপচাঁদকে সেনাপতির পদ দিয়ে,—আপনার প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতার বদলে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে জয় করবেন, তাহ'লে আমার মত একটি সামান্য বালিকার অনুরোধ—আপনি সে চেষ্টা করবেন না।

দেবেন্দ্র। (হঠাৎ হাসিয়া) বন্দিনী, মনে রেখো, তোমার দেহ জয় করতে আমার এক মুহূর্ত্ত লাগ্‌তো না—তার জন্যে দেবেন্দ্রসিংহের এতখানি অনুকম্পা দেখাবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

বালা। তবে আমাকে বন্দী করে রেখেছেন কেন?—কোন্ অপরাধে?

দেবেন্দ্র। অপরাধ তোমার ঐ গর্ব্বোন্নত গ্রীবার, ঐ রোষদীপ্ত কটাক্ষের, তোমার কুণ্ঠাহীন ভঙ্গিমার। বহু-রূপসীর পেলব দেহলতা এই কক্ষেরই শয্যাতলে আমার বক্ষের উত্তাপে ম্লান হয়ে গিয়েছে,—কিন্তু আমি চেয়েছি একটি নারী যে আমার মন জয় করতে পারে।

বালা। একটি গৃহস্থ কন্যার সামনে আপনার পরাক্রমের ঘৃণিত ইতিহাস বলে—(রাগে ও অপমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল)

দেবেন্দ্র। বালা! তোমার ঘরে আসবার আগে আজ মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহকে বাইরে রেখে এসেছি—আজ এসেছি তোমার কাছে সুখ দুঃখ বেদনায় ব্যাকুল একটি মানুষের বেশে।—আমাকে আঘাত কর, আমাকে জাগাও, আমাকে তুচ্ছ কর বালা, আমাকে কাঁদাও।—এই আমার প্রার্থনা।

বালা। এ অভিনয় কেন মহারাজ? আমি বন্দিনী, অসহায়—আমার কাছে আপনার প্রার্থনা? এ উপহাস আর কেন?

দেবেন্দ্র। বিশ্বাস কর বালা, এ আমার অভিনয় নয়—এটাই আমার সত্য। প্রাসাদের পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে দাঁড়িয়ে এ আমার গোপন প্রার্থনা;—বালা, তোমার কাছে, শুধু জীবনের এই একটি কথা বল্‌বো বলে।

বালা। আমার মত একটা তুচ্ছ মেয়ের কাছে বলে আপনার লাভ?

দেবেন্দ্র। তুচ্ছ তুমি নও, তাই তোমাকে বন্দী করেছি, তোমাকে দুঃখ দিয়েছি, আঘাত করেছি তোমাকে সত্য করে জানবার জন্য।

বালা, দেবেন্দ্রসিংহের মুখে-মুখে কথা বলতে পারে এমন একটি মেয়েকেও দেখিনি এ পর্য্যন্ত, তাই তোমার স্পর্দ্ধার আঘাত যত জোরে এসে আমার হৃদয়কে উত্তেজিত করেছে ততই আমার মনে হয়েছে একমাত্র তুমি পার মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহের মনের গোপন কথা শুন্‌তে।

বালা। তার জন্য এই বিরাট আয়োজন, এই যথেচ্ছাচার!

দেবেন্দ্র। নইলে কে শোনে আমার কথা? একদিকে মহারাণীর নিষ্ঠুর অবহেলা, অপরদিকে ত্রাসে কম্পিতা হরিণীর মত নিমেষে আত্মদান, এই ত আমার ভাগ্যে জুটেছে।—মন যে কি চায় কেউ শুন্‌তে চায় নি বালা।

বালা। আমাকেও ত আপনি বন্দিনী করেই শোনাচ্ছেন।

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ বালা—তাই। তা নইলে তুমিও শুন্‌তে না। তুমিও বুঝতে চাইতে না প্রাণের কি জ্বালা! কি ভীষণ জ্বালায় আমি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিয়েছি—রাজ্যের শাসন ছেড়ে দিয়েছি দুরন্ত দুঃশাসনের হাতে। কক্ষে বসে শুনেছি, প্রজার হাহাকার, শিশুর ক্রন্দন, নারীর আর্ত্তনাদ, অভাগার অভিশাপ! চোখে দেখেছি—গবাক্ষের পথ দিয়ে আমারই প্রজার গৃহদাহের রক্তাভ আভা আমার কক্ষতলে নীরব প্রার্থনার মতো লুটিয়ে পড়েছে, কিন্তু জাগিনি আমি, জাগতে পারিনি—গভীর নৈরাশ্যে উন্মাদের মতো নিজেরই ক্ষতমুখে ছুরিকার আঘাত করেছি—রক্ত ছুটেছে! বালা, ছোট্ট একটুখানি আশা আমার—জীবনের একটি অভিন্ন সঙ্গী। কিন্তু মেটেনি তা।'

বালা। (কোমলকণ্ঠে) মহারাজ!

দেবেন্দ্র। ডাকো, ডাকো বালা, ঐ সুধাকণ্ঠে ডাকো। কত লোক

নিত্য ডাকে মহারাজ বলে, কিন্তু কাণে যায় না, প্রাণে যায় না সে ডাক। ডাকো বালা, আমি ঐ ডাকের সুরে ঘুমিয়ে পড়ি তোমার চরণতলে। প্রভাতে অরুণালোর বিস্ময়স্পর্শে জেগে উঠে দেখি তোমারই মুখ, রূপ গন্ধ পবিত্রতায় ভরা শেফালির মতো।

বালা। আমাকে মুক্তি দিন মহারাজ!

দেবেন্দ্র। (বালার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া) তুমি তাহ'লে আমাকে ছেড়ে যাবে না বালা?

বালা। না।

দেবেন্দ্র। প্রহরী।

(প্রহরীর প্রবেশ)

দেবেন্দ্র। আজ থেকে বালা মুক্ত।

[প্রহরীর প্রস্থান

বালা। মহারাজ!

দেবেন্দ্র। কি বালা?

বালা। আমি আপনাকে মিথ্যা বলেছি।

দেবেন্দ্র। কি মিথ্যা বলেছ বালা?

বালা। আমি আমি—পারিনা আপনাকে ভালবাসতে।

দেবেন্দ্র। (অধীরভাবে) পার, পার বালা। তোমার ঐ কঠিন নির্ম্মোঘ আবরণের তলে যে সকাতর স্নেহাকুল হৃদয় লুকিয়ে রাখ তার সংবাদ আমি পেয়েছি।—ভুল কর—একবার ভুল কর বালা—জীবনে একবার ভুল করে একজনকে ভালবাস—আয়ুর বর দাও তাকে—তাকে—একবার সমস্ত জগৎ হারিয়ে তোমারই মধ্যে ডুবতে অধিকার দাও—

অবকাশ দাও। ভুলের স্বপ্ন ভেঙে যাবার আগে আমি মৃত্যুর রথের আরোহী হয়ে চলে যাব—বিস্মৃতির সীমাহীন মুছে-যাওয়া পথে।—তারপর বালা—তারপর না হয় তুমি তোমার জীবন আরম্ভ করো। একটা উপকার, একটা পরোপকার—একটা মানুষের জীবনের আয়ুষ্কাল পূর্ণ করতে এটুকু করুণা তোমার—বিলিয়ে দাও বালা—কিছু ক্ষতি হবে না তোমার—তুমি দরিদ্র হয়ে যাবে না।

বালা। (প্রায় অভিভূত হইয়া) আমি জান্‌তাম না এ রকম দুঃখ কোন মহারাজের থাকে।

দেবেন্দ্র। থাকে। সাধারণ লোক তাদের দুঃখের কথা বলতে পারে —কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কারুকে আমরা বলতেও পারি না। দুঃখের নির্ঝর বয়ে চলেছে নিরন্তর এই আস্ফালনের আড়াল দিয়ে—তাকে লোকে দেখতে পায় না—তোমারই মতো মনে করে এত দুঃখ কোন মহারাজের থাকতে পারে না। কিন্তু আছে, থাকে।—আজ এই মুহূর্ত্তে সর্ব্ববিজয়ী দেবেন্দ্রসিংহ তোমার একটু স্নেহ-শীতল করস্পর্শে সমস্ত ভুলে যেতে পারে। যে রাজ্য সে লক্ষ লোকের দীর্ঘশ্বাসের বাত্যাবিক্ষোভ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে রাজ্য—তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে নিশ্চিন্তে বিলিয়ে দিতে পারে। রাজ্য আমার নয়, ছিল না—সংগ্রহ করেছি, রক্ষা করে যাচ্ছি এই মাত্র। চেয়েছি প্রেম, চেয়েছি সহানুভূতি, চেয়েছি অভিন্ন আত্মার চিরসঙ্গ—পাইনি তা, তাই তোমার মত শিশুকেও পাথরের প্রাচীরে বন্দিনী করেছি। বিশ্বাস হয়? এ আমার আত্মসমর্পণের একটা ছল মাত্র—বিশ্বাস হয় বালা?

বালা। হয়।

দেবেন্দ্র। কাছে এসো বালা। আমার কাণের কাছে মুখ রেখে খুব ধীরে। তোমার ঐ সুধাকণ্ঠে বল—ধীবে ধীরে—বিশ্বাস হয়—বিশ্বাস হয়—

(মহারাজ একখানি আসনে নিজেকে এলাইয়া দিলেন।
বালাকে অত্যন্ত চঞ্চল দেখাইল)

বালা। (চাঞ্চল্য গোপন করিয়া) ঘুমিয়ে পড়ুন মহারাজ, ক্লান্তি আপনাকে অবসন্ন করে ফেলেছে।

দেবেন্দ্র। (মুদ্রিত নয়নে) আলো নিবিয়ে দাও বালা। অন্ধকার—অন্ধকার শীতল ছায়াপথে তোমার করস্পর্শতলে নিদ্রা আমার অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলুক—তুমি থাক চিরকল্যাণময়ী নারীর মত আমার চোখপানে চেয়ে। বালা, রূপের-হাটে সমস্ত মণিপুরের রূপের ঐশ্বর্য্য দেখেছি, কিন্তু হৃদয় ছুটেছিল একটি সোনার হরিণীর পথরেখা ধরে—আজ—

বালা। আপনি ঘুমোন মহারাজ—আমি মহারাণীকে ডেকে নিয়ে আসি।

[বালার পলায়ন

দেবেন্দ্র। (চোখ না খুলিয়াই) মহারাণী আসবেন না এখানে বালা। মহারাণী জানেন, তিনি মহারাণী হলেও তোমার কাছে চিরদাসী—

(মহারাণীর প্রবেশ)

রাণী। মহারাজ এ কি সত্য ?

দেবেন্দ্র। কি সত্য বালা ?—কি সত্য মহারাণী ?

রাণী। আপনি নাকি ভৈরবজিৎকে হত্যা কর্‌বার আদেশ দিয়েছেন ?

দেবেন্দ্র। হত্যা কর্‌বার আদেশ দিয়েছি—ভৈরবজিৎকে—আমি !

রাণী। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) সচিব ! মহারাজকে বলুন।

(ভুবনসিংহের প্রবেশ)

ভুবন। আমি জান্‌তে পারলুম যে নবীনসিংহ ভৈরবজিৎকে প্রাসাদের এক নির্জ্জন কক্ষে নির্ম্মমভাবে বেত্রাঘাত করে মৃতপ্রায় করে ফেলেছে।

দেবেন্দ্র। (উত্তেজিত ভাবে) মৃতপ্রায় ! ভৈরবজিৎকে !

ভুবন। আমি এর কৈফিয়ৎ চেয়ে তার কাছে অশ্বারোহী পাঠিয়ে-ছিলুম, তাতে সে উত্তর দিয়েছে—

দেবেন্দ্র। (ব্যস্তভাবে) কি উত্তর দিলে সে ? সে কি বলেছে মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ তাকে—

ভুবন। বলেছে মহারাজের আদেশ—

দেবেন্দ্র। (উন্মাদের মতো) মহারাজের আদেশ !—তারপর ?

ভুবন। যতক্ষণ না চন্দ্রকীর্ত্তির আবাসস্থানের সন্ধান পাওয়া যায় ততক্ষণ—

দেবেন্দ্র। (প্রায় চীৎকারের সুরে) হত্যা করতে বলিনি তাকে !

ভুবন। বলেছেন মহারাজ !

দেবেন্দ্র। (অসহায় করুণসুরে) বিশ্বাস কর মহারাণী তুমি যে—আমি কখনো ভৈরবজিতের হত্যার আদেশ দিতে পারি ? ভুবন, তারপর—?

ভুবন। ভৈরবজিৎ মৃতপ্রায়। আমি অনধিকারচর্চ্চা করেছি মহারাজ। আমি সৈন্য-শিবিকা দিয়ে তাকে আনতে পাঠিয়েছি।

দেবেন্দ্র। ভুবন, আমরা যেতে পারি না সেখানে ?

রাণী। এসেছে বাহকরা—

(ভৈরবজিৎকে ধরাধরি করিয়া কতিপয় রক্ষীর প্রবেশ)

রাণী। দেখুন মহারাজ।

দেবেন্দ্র। ভৈরবজিৎ ! ভৈরবজিৎ !

ভৈরব। ভুবন আছ আমি চললুম—ঈশ্বরের অভিপ্রায় পূর্ণ হয়েছে—দুঃখ করোনা বন্ধু—হয়ত—মণিপুরের কল্যাণের জন্য—এরও প্রয়োজন—ছিল। প্রজারা রইল—তাদের দেখো। (দেবেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া) দেবেন্দ্রসিংহ—তোমায় আর—কি বলব—তোমার জন্য —আমি দুঃখিত—এ জীবনে—তুমি—শান্তি—পেলে না—

[মৃত্যু

দেবেন্দ্র। ভুবন, নবীনসিংহ কোথায় ?

নবীন। (প্রবেশ করিয়া) আমি এসেছি মহারাজ।

দেবেন্দ্র। এ হত্যার জন্য দায়ী কে ?

নবীন। আমি—

দেবেন্দ্র। শোন ভুবন, শোন মহারাণী—

নবীন। এবং আপনি।

দেবেন্দ্র। নবীনসিংহ! পথের কুকুর—আমি—আমি দায়ী ভৈরবজিতের মৃত্যুর জন্য ! প্রহরী !—রক্ষী !

নবীন। মহারাজ বলেছিলেন—যেমন করে পার কীর্ত্তির আবাস-স্থানের খোঁজ আনতে হবে। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বৃদ্ধ তা বলেনি।

দেবেন্দ্র। তবে? তবে? হত্যার কি প্রয়োজন ছিল? মহারাণী, হত্যার কি প্রয়োজন ছিল?—ভুবন!—নবীন, ভুবন চলে গেছে? খোঁজ করে নিয়ে এস তাকে। সে ছাড়া এ মৃতদেহের সম্মান আর কেউ করতে পারবে না।

ভুবন। বলুন মহারাজ!

দেবেন্দ্র। কে ভুবন? তুমি আবার কেন এসেছ এখানে? চলে যাও—আমি কি বলতে কি বলে ফেলব—পালাও এ-রাজ্য থেকে—হ্যাঁ নবীন! ভুবনসিংহের কথা আমি কিছু বলেছি কি? না—না—বলিনি। কেমন না? মহারাণী, আমি ভুবনকে কাজ থেকে তাড়িয়েছি, তাকে হত্যা করতে বলিনি। মহারাণী! ভৈরবের মৃতদেহ তোমাদের রাধামাধবজীউর মন্দিরে—মহারাণী,—ভৈরবজিৎ—

[মহারাজ টলিতে টলিতে প্রস্থান করিলেন

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দীপচাঁদের শিবির

(শিবিরাভ্যন্তর হইতে পশ্চাৎদিকের জানালা দিয়া বাইরের অনেকখানি দেখা যায়। অদূরে সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করিতেছে।)

(দীপ ও সেতু)

দীপ। ভৈরবজিৎকে হত্যা করাও তাদের দরকার হোল ?—এমনি হয় সেতু।—ঈশ্বরের বিচার সেদিনই আরম্ভ হয় যেদিন মানুষের হাতে অন্যায়ের পাত্র ভরে ওঠে।—এ হত্যার কথা শুনে বুক ভেঙ্গে গেল সত্য কিন্তু আশ্চর্য্য হইনি।

সেতু। (উত্তেজিতভাবে) সেনাপতি দীপচাঁদসিংহ!—মনুষ্যত্ব কি এতই সুলভ যে ক'টা রৌপ্যমুদ্রা আর একটা পদবীর পরিবর্ত্তে তা এমন করে হারিয়ে ফেলা যায় ? আশ্চর্য্য হচ্ছ না দীপচাঁদ ?—নাঃ তোমার বিবেক তুমি হারিয়ে ফেলেছ।

দীপ। (সোৎসাহে) আশীর্ব্বাদ কর বন্ধু তাই যেন হয়, যেন আমার বিবেক, আমার বুদ্ধি, আমার সমস্ত চৈতন্য এই মুহূর্ত্তে হারিয়ে ফেলি।—আমাকে ভুল বুঝছ তুমি।—এমন জায়গায় এসে আজ আমি দাঁড়িয়েছি যে আজ আমার কাছে আশ্চর্য্য বলে পৃথিবীতে কিছুই মনে হয়

না। তুমি আমার বন্ধু, কিন্তু তুমিও যদি আমাকে এই দণ্ডে হত্যা কর, আমি ঈশ্বরের কাছে কোনও অভিযোগ করব না।

সেতু। (অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে) কিন্তু দীপচাঁদ আত্মশোচনার সময় আমাদের নেই। ব্যক্তিগত দুঃখ যাই থাক্ তোমার আমার, সব একপাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে আজ এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে।—দীপচাঁদ, তুমি সেনাপতি ; তোমার নিষ্ঠা, তোমার বীরত্বই আজ সে সম্মান এনে দিয়েছে। সে বীরত্বকে, সে শৌর্য্যকে পদগৌরবের মণিকোঠায় বন্ধ করে রেখো না।—দাঁড়াও দেখি একবার—তোমার ঐ উন্নত দেহ নিয়ে আমাদের সঙ্গে, দেখি দেবেন্দ্রসিংহের অত্যাচারের কুঠার কেমন না তার নিজের মাথার ওপরই এসে পড়ে ?

দীপ। মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহও কি এ হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত আছেন তোমার মনে হয় ?

সেতু। (অস্থিরভাবে) সেনাপতি, এখনও বিচার ? মণিপুরের বুকের আগুন দাউ দাউ করে অকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, তবু তুমি নিশ্চিন্ত আলস্যে এখনও বিচার করবে এ অত্যাচারে কে লিপ্ত কে নয় ? আমি বুঝি রাজ্যে যদি একটা অনাচার হয় তাতে রাজা লিপ্ত না থাকলেও সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর।—দীপচাঁদ, আর দ্বিধা নয়, বিচার নয়, তর্ক নয়, ঠিক করে ফেল—বল তুমি যুদ্ধ করবে কি না।—তোমার সাহায্য ভিক্ষা চাই না, তোমার সাহায্য সমস্ত মণিপুরের নামে দাবী করছি।

দীপ। আর কিছু শুনেছ সেতু ?

সেতু। শুনেছি সব। মহারাজের নূতন অনুগৃহিতাই এ নরহত্যার

একমাত্র কারণ। তারই শয়নকক্ষে ভৈরবজিৎ নিহত হয়েছেন। তারই প্ররোচনায়—

দীপ। থাক্ সেতু—ও সব শুনে আমার কাজ নেই।

সেতু। তবে?—কি জান্তে চেয়েছিলে তুমি?

দীপ। না বল, আর কি জান।

সেতু। ঐ কুলটা নারী তার কলঙ্ক ঢাকবার জন্য নিরপরাধ বৃদ্ধ ভৈরবজিতের কণ্ঠ চিরকালের মত রুদ্ধ করিয়েছে।

দীপ। সেতুসিংহ!

সেতু। মিথ্যা আমি বলছি না দীপচাঁদ। একটা সামান্যা নারীর মিথ্যা নিন্দা করে জিহ্বা অপবিত্র করবার ইচ্ছা সেতুসিংহের নেই। এর পূর্ব্বে সে ত লম্পট নবীনসিংহের আশ্রয়েই ছিল। নবীনসিংহ সে ভোগের নৈবেদ্য মহারাজকে এনে উপহার দিয়েছে—এই মাত্র। তবে লজ্জা কার থাকে না দীপচাঁদ? যে দেহ বিক্রয় করতে প্রকাশ্য রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকে—তারও নিজের মনগড়া একটা লজ্জা থাকে। গরীবের মেয়ে, শুনেছি পিতামাতাও আছে,—আর একজন কাকে নাকি রূপের দাদন দিয়ে আজও জীইয়ে রেখেছে। ওটুকু লজ্জাও থাক্‌বে না?

দীপ। (দারুণ অবসাদে) সেতু, গরীব বলেই আজ তার ক্ষুদ্র অপরাধ হয়ত শতমুখে অগ্নিবৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে। নারী সে, অপরাধ করে থাকে শাস্তি দাও, তার অগোচরে তাকে নিন্দা করো না।

সেতু। তুমি জানতে চেয়েছিলে বলেই তার কথা আমি মুখে এনেছি—নইলে সমস্ত মণিপুর আজ তার নাম উচ্চারণ করতেও লজ্জা

পায়। একটা ক্ষুদ্র মেয়ের জন্যে মণিপুরের শ্রেষ্ঠ পুরুষের হত্যা—সমস্ত প্রজা তার প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই সুসময়।

দীপ। জানি সুসময়, কিন্তু বুঝতে পারছ না সেতু, এ হত্যা ব্যাপারে আমায় কোথায় নামিয়ে নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব মিথ্যা—প্রেম মিথ্যা—বিশ্বাস মিথ্যা—রাজা মিথ্যা—ন্যায় মিথ্যা—কিছুরই প্রয়োজন নেই এই পৃথিবীর!—তাকে আপন ভাবে চল্‌তে দাও। আমরা তার ওপর কোনও কর্ত্তৃত্ব করব না। সেতু, কি হবে বিদ্রোহ করে? আজ এক রাজা অত্যাচারী, আজ এক নারী হয়ত পথভ্রান্তা কিন্তু এর পরও যে রাজা হবে সেও এম্‌নি হতে পারে। পৃথিবীতে নারীও থাক্‌বে, রাজাও থাক্‌বে। রাজারও মাংসপিণ্ডের উপর লোলুপতা থাকবে আর নারীরও হীরক হার পরবার আকাঙ্খা থাকবে। কি হবে তবে বিদ্রোহ করে?

সেতু। থাকুক নারী, থাকুক অত্যাচারী রাজা। সমস্ত অত্যাচারের সাম্‌নে মাথা তুলে দাঁড়াতে ভৈরবজিৎ, :চন্দ্রকীর্ত্তি, দীপচাঁদের সৃষ্টি। মানুষের ওপর মানুষের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে বিধাতা মানুষকেই শক্তি দিয়েছেন—!

দীপ। তুমি ত জান সেতু, আমিই একদিন মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহের দেহরক্ষার ভার নিয়েছিলাম, আর রাজকর্ম্মচারী হিসাবে আমি সে কার্য্যে অবহেলা করিনি। তাই মনে হয় তাঁর সৈন্যবল নিয়ে তাঁরই বিরুদ্ধে দাঁড়ানো—সে আমার পক্ষে অসম্ভব। তা হোক্, যদি আমাকে ঝাঁপ দিতেই হয় কর্ম্মভার ত্যাগ করেই তা' দেব।

সেতু। এক ভাবনা দীপচাঁদ, যার জন্যে তোমার সাহায্য চাই

—মণিপুরের প্রজারা সকলে একত্রিত হয়েছে সত্য কিন্তু তারা রণ-কৌশল জানে না—যুদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

দীপ। ওদের অনভিজ্ঞ বলো না সেতু, ওরাই কর্ম্মঠ; ওরাই তৈরী হবে ভাল। ঘরপোড়া আগুনের আভায় ওদের মুখ রাঙা, চক্ষে বিপুল ধৈর্য্য, নিবদ্ধ ওষ্ঠে অনুচ্চারিত তীব্র জ্বালা!—বেশি সময় লাগবে না।—আচ্ছা সেতু, তুমি সত্যিই শুনেছ ঐ নারীই এ হত্যার মূলে?

সেতু। নিশ্চয়। এমন কি তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে যে ঐ নারী তার পূর্ব্বের প্রণয়ীকে মহারাজের কাছে তার ভাই বলে পরিচয় দিয়েছে, এত অপদার্থ সে!

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (অভিবাদন করিয়া) আহার প্রস্তুত।

দীপ। (বিভ্রান্তের মত) অশ্ব প্রস্তুত করতে বল্।

[প্রহরীর প্রস্থান

সেতু। তা'হলে আমরা গিয়ে প্রস্তুত হই?

দীপ। হাঁ, তাই যাও। চন্দ্রকীর্ত্তিকে বলো যুদ্ধ যদি করেই, মহারাজ গম্ভীরসিংহের পুত্রের মতই যেন সামনে দাঁড়িয়ে করে। নীচ গুপ্তহত্যার আশ্রয় যেন না নেয়।

সেতু। সে ধাতু দিয়ে চন্দ্রকীর্ত্তি তৈরী নয়—তা'হলে তোমাকে আমি তার সঙ্গে যোগ দিতে বলতাম না। সেও তোমার কাছে আস্‌ছে। এলেই বুঝতে পারবে। যাক্ আমি তা হলে অগ্রসর হই?

দীপ। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।

[সেতুসিংহের প্রস্থান।

(দীপচাঁদ পরিক্রমণ করিতেছিল, কতিপয় প্রজা হঠাৎ প্রবেশ করিয়া দীপচাঁদের কাছে আসিয়া পড়িল। দীপচাঁদ অসিতে হাত দিয়াই আবার নিরস্ত হইল।)

১ম প্র। দোহাই হুজুর! আমরা বড় গরীব, আমাদের আর কিছু নাই। এর বেশী জুলুম করলে আমরা মরে যাব।

দীপ। তোমরা কি কর দিতে চাও না?

২য় প্র। কোত্থেকে দেবো হুজুর—নেই যে আর? যা কিছু ছিল সেনাপতি নবীনসিংহ এসে কেড়ে নিয়ে গেছেন। এরই মধ্যে তিন-তিনবার কর আদায় করেছি—আর আমরা কোথায় পাব?

দীপ। তোমরা তা'হলে নীরবে সহ্য কর কেন? বিদ্রোহ কর না কেন?

১ম প্র। বিদ্রোহ! রাজভক্ত প্রজা আমরা হুজুর—জীবন থাকতে আমরা রাজার বিরুদ্ধে হাত তুলতে পারবো না। আমাদের স্ত্রী-পুত্র আছে—কুঁড়ে ঘরে মরে থাকবো তবু রাজার বিরুদ্ধে যাবো না।

দীপ। তবে যাও, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মরগে। তার আগে সব কর দিয়ে যেতে হবে।

প্রজাগণ। দোহাই হুজুর, আপনি মা-বাপ—দয়া করুন—রক্ষা করুন আমাদের—নইলে আমরা অনাহারে মরে যাব।

দীপ। (সক্রোধে) তোমাদের মরাই উচিত।—রক্ষী! তাড়িয়ে নিয়ে যাও এদের।

[রক্ষী সকলকে লইয়া প্রস্থান করিল

দীপ। মণিপুর শ্মশান হয়ে যাক্—দেবেন্দ্রসিংহ, তুমি তাই চেয়েছিলে—আমিই তোমার হয়ে সে ভার নিলাম।—

(হঠাৎ বিপুল রমণীকণ্ঠের আর্ত্তনাদমিশ্রিত কোলাহল শুনিয়া দীপচাঁদ পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া তাকাইল। ছিন্নবসনা, রক্তাক্তদেহে বালা জনতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া প্রায় মৃতকল্প অবস্থায় "চাঁদ" বলিয়া ডাকিয়া শিবিরাভ্যন্তরে দীপচাঁদের পায়ের তলায় আসিয়া পড়িল। চাঁদ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। জনতা দীপচাঁদকে দেখিয়া অদূরে ভীড় করিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।)

বালা। (কাঁপিতে কাঁপিতে) চাঁদ—চাঁদ—প্রাসাদ থেকে মুক্তি পেয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি আমায় ক্ষমা কর চাঁদ—সব অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।—এরা আমায় মেরেছে—অপমান করেছে—তবু ভেবেছি যদি মরি তবে যেন তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পারি।

(চাঁদ নিরাকুল নিস্তব্ধ)

১ম প্র। যে আমাদের ভৈরবজ্বিংকে হত্যা করেছে সেই রাজার নটী এ।

বালা। (কাঁপিতে কাঁপিতে একটু উঠিয়া চাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া) চাঁদ—আমি বালা। দেখতে পাচ্ছ না?—বালা—আমি বালা—এই দেখ, চেয়ে দেখ—আমি—আমি—আমি। মনে নেই—আমি বালা। (শেষে হতাশভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া)—চাঁদ, আমি বলতে এসেছিলাম আমাকে ভুল বুঝে সমস্ত মণিপুরের ওপর একটা অভিশাপ এনে দিও না।

আমি তোমারই আছি—এইত আমি তোমার সাম্‌নে—অপরাধের শাস্তি দিতে চাও নিজ হাতে দাও—মাথায় তুলে নেব সে শাস্তি। কিন্তু আমার জন্যে প্রাণিক্ষয় করোনা—মণিপুরের প্রজার সর্ব্বনাশ করো না—মণিপুরকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিও না।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাঁদের হাত ধরিয়া)—মহারাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তোমার সাজে না চাঁদ।

দীপ। এখানে না কেঁদে তোমার মহারাজের কাছে গিয়ে কাঁদলে কাজ হবে বেশী—এত বড় নির্লজ্জ তুমি যে প্রজাদের সামনে মহারাজের হয়ে যাজ্ঞা করতে তোমার ঠোঁটে বাধল না?—যাও।

বালা। (হঠাৎ কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া) কি চাও তুমি আর আমার কাছে? বল কি হলে তুমি সুখী হবে চাঁদ? একবার স্পষ্ট করে বল কি চাও তুমি—আমি তাই করব।

দীপ। আমি চাই—আমি চাই তোমাকে ভুলতে।

বালা। (চাঁদের বুকের উপর পড়িয়া) না—না—না—পারবে না—পারবে না আমাকে ভুলতে—চেয়ে দেখ আমার চোখের দিকে—

দীপ। সরে যাও নারী—বালা নাই!

বালা। বালা আছে—বালা আছে—

[দীপচাঁদ বালাকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া উন্মত্তের মত দ্রুত প্রস্থান করিল

বালা। তবে?—তবে—?

১ম প্র। কি গো? নাগর যে তোমার চলে গেল? এসেছিলে বার আশায়—

২য় প্র। ইনিও কি একজন নাগর নাকি?

৩য় প্র। কেন মিছে সময় নষ্ট করছিস্?—মার বেটিকে—আমাদের ভৈরজিতের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া যাক্—

(সকলে মার মার করিয়া বালার দিকে ছুটিয়া গেল।
ঠিক এই সময়ে বিপরীত দিক হইতে
চন্দ্রকীর্ত্তির প্রবেশ)

চন্দ্র। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এতগুলি পুরুষ মানুষ মিলে একটা অসহায়া নারীর ওপর অত্যাচার করছ? লজ্জা করে না তোমাদের? তোমাদের নিয়েই মণিপুরে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে? ছিঃ!

(চন্দ্রকীর্ত্তির হঠাৎ আগমনে প্রজারা প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া
গিয়াছিল। তারপর জনতার মধ্য হইতে
একজন বলিল—)

৪র্থ প্র। অপরাধ হয়ে গেছে! মার্জ্জনা করুন প্রভু!

[প্রজারা একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল।

চন্দ্র। (বালার প্রতি) মা, তোমার ঘর কোথায় জানি না। যদি অনুমতি দাও আমি তোমাকে পৌছে দিয়ে আসতে পারি।

বালা। (অশ্রু আপ্লুত নেত্রে শুধু বলিল) চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ কক্ষ

(দেবেন্দ্র একাকী চিন্তাক্লিষ্টভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন)

প্রহরী। (প্রবেশ করিয়া) সচিব নবীনসিংহ।

দেবেন্দ্র। (প্রহরীর দিকে না চাহিয়া) বল গিয়ে সাক্ষাৎ হবে না। (অভিবাদন করিয়া প্রহরী চলিয়া যাইতেছিল) দাঁড়াও— সচিবকে বলে দাও কোন পরামর্শের প্রয়োজন থাকলে মন্ত্রী ভুবনসিংহের কাছে যেতে পারেন।

[প্রহরীর প্রস্থান

রাণী। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ!

দেবেন্দ্র। এসো মহারাণী। তোমার কি খুব কাজ?

রাণী। না মহারাজ, পূজা শেষ করেই আসছি; এখন আর আমার বিশেষ কোন কাজ নেই।

দেবেন্দ্র। তা'হলে একটু থাক।

(মহারাজ আর কিছু বলেন না দেখিয়া মহারাণী বিস্মিতভাবে মহারাজের দিকে চাহিয়া রহিলেন—)

দেবেন্দ্র। মন্দিরে সবাই আসছে?

রাণী। দূর দূর গ্রাম থেকে পুরনারীরা পর্য্যন্ত আসছে—মন্দিরের প্রাঙ্গনতল দিবারাত্র লোকাকীর্ণ থাকে।

দেবেন্দ্র। তোমাদের রাধামাধবজীউর মহোৎসবের জন্য কত অর্থের প্রয়োজন ?

রাণী। রাজভাণ্ডারের অর্থের বোধ হয় প্রয়োজন হবে না। ভুবনসিংহের কাছে তারা জানিয়েছে মহোৎসবের অনুমতিটুকু শুধু তাদের দেওয়া হোক্, পুজার সমস্ত আয়োজন তারাই করবে।

দেবেন্দ্র। তার মানে রাজকোষের অর্থ তারা চায় না !—বেশ তাই করুক।

রাণী। মহারাজ নাকি ক'দিন থেকে খুব অসুস্থ ?

দেবেন্দ্র। (ফিরিয়া) এ আমার ঠিক অসুস্থতা নয়। আমার নিজের মনে হয় এইটাই আমার সুস্থতা।

রাণী। শুনেছি মহারাজের আহার নেই, সারা রাত জেগে কাটান—

দেবেন্দ্র। কাটাই। কিন্তু সে আমার নিজেরই গড়া একটা দুর্ভাগ্যের চিন্তায়।

রাণী। বালাকে নাকি বিদায় দিয়েছেন মহারাজ ?

দেবেন্দ্র। (রাণীর দিকে চাহিয়া) দিয়েছি।—হ্যাঁ মহারাণী, তোমার স্বামী, প্রবল প্রতাপশালী মণিপুরের অধীশ্বর দেবেন্দ্রসিংহ তার কাছে প্রেম যাচ্ঞা করেছে,—সে প্রেম সে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যের মতো আমারই হাতে তুলে দিয়ে চলে গেছে।—আমাকে সে অপমান করেনি, অবহেলা করেনি—মহারাণী, তোমারই মত সে ;—অপার করুণায়, অসীম স্নেহে সব অপরাধ আমার তার সজল দৃষ্টি দিয়ে ক্ষমা করে গেছে।

রাণী। বালা আমি এক মহারাজ। আমারই মত হয়ত সে ব্যথায়

কাতর, কারণ সে আপনাকে কিছু দিতে পারেনি—হয়ত তার সাধ্যে কুলোয়নি। আমিও মহারাজ, শুনেছি আপনি অসুস্থ, আপনি অস্থির,—সমস্ত প্রাণ ছুটে আসতে চেয়েছে আপনারই পাশে—কিন্তু আমি আসিনি, আসিনি—যদি তাতে আপনার কোন ক্ষতি হয়।

দেবেন্দ্র। এলে না কেন? তুমি কি বোঝ না কখন আমি তোমাকে চাই?

রাণী। চান্ মহারাজ?

দেবেন্দ্র। ঠিক জিজ্ঞাসা করেছ মহারাণী। আমি চাই কি না আমি নিজেও বুঝিনি তোমাকেও বোঝ্‌বার অবসর দিই নি। আজও যে তোমাকে আসতে বলেছি তাও কিসের জন্য তা জানি না, কিন্তু তোমাকে আসতে বলতে ইচ্ছা করল—জান্‌তাম না ডাকলে তুমি আসবে না।

রাণী। আসি না সেও আপনার জন্য, আসি যে তাও আপনারই প্রয়োজন হলে। আমার প্রয়োজন আমি রাখিনি কিছু।

দেবেন্দ্র। রাখনি—সব প্রয়োজন, সব মমতা দিয়েছ তোমার রাধামাধবজীউর পায়ে—আমি কেউ না।

রাণী। চান ফিরে—সবই আপনার। কিন্তু চাননি কখনও। আজও চাইছেন না। আজ শূন্য মনের অন্ধকারে হয়ত একবার আমাকে মনে পড়েছে তাই ডেকেছেন। ডেকেছেন বালার বিচ্ছেদে আপনার জীবনের শূন্যতার কথা শোনাতে। যাকে রাখতে চেয়েছিলেন, সে রইল না—এত বড় অপমান আপনি সইতে পারছেন না—মহারাণীকে প্রয়োজন, সে অপমানের বিষ আপনার চিত্ত থেকে দূর করতে—

দেবেন্দ্র। (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) মহারাণী, সে দিনও তুমি

আমাকে বালার কথা বলে আঘাত করতে চেষ্টা করেছিলে, আর আজও সেই বালারই কথা তুলে আমাকে উত্যক্ত করতে চাইছ। কিন্তু জান বোধ হয় বালাকে মুক্তি দিয়েছি সে সেদিনকার তোমার কথায় নয়।

রাণী। মহারাজ দুর্ব্বল, অজ্ঞাতে মহারাজকে উত্যক্ত করে ফেলেছি। কিন্তু আমি তা চাইনি। আপনি বিশ্রাম করুন মহারাজ, আমি চলে যাই।

দেবেন্দ্র। রাণী, কেবল আঘাত, আঘাত—প্রতিহিংসা প্রতিশোধের কশাঘাতে আমাকে উন্মাদ করে তুলতে চাও, কিন্তু বল দেখি কি পেয়েছি আমি তোমার কাছ থেকে?

রাণী। কিছুই না মহারাজ।

দেবেন্দ্র। তা'হলে আর বিচার করতে এসো না।

রাণী। এ আপনার অনর্থক রোষ।

দেবেন্দ্র। (ক্ষিপ্তের মত) আমার রোষ, আমার লোভ, আমার নীচতা, আমার অবহেলা—সব দোষ আমার!—কই, কই, কি দিয়েছ আমায়? একটা দিন, একটা মুহূর্ত্তের শান্তি? বল, তাও দিয়েছ?

[রাগে মহারাজ অন্যদিকে চলিয়া যাইতে বেদনাহত মহারাণী নীরবে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

দেবেন্দ্র। (নিজের মনে) অপরাধ! একা দেবেন্দ্রসিংহের সব অপরাধ! বিধাতার দোষ নেই, দেবতার দোষ নেই, অদৃষ্টের জুয়া খেলা নেই—কেবল দেবেন্দ্রসিংহই তার ভাগ্য গড়ে তুলেছে! বলতে পার মহারাণী—(হঠাৎ মহারাণীকে না দেখিয়া স্তব্ধভাবে)—নেই!

চলে গেছে।—দেবেন্দ্রসিংহ যা হতে চাইছিল তা হতে দিলে না মহারাণী।—(চারিদিক চাহিয়া) বাঃ রিক্ত শূন্য গৃহে মণিপুরের মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ তার বিক্ষত হৃদয়ের শোণিত ধারা নিজ হাতে পান করে বেঁচে থাক্‌বে—তবু কেউ নেই যে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে তার একটা কথা শুনবে। বেশ।—শাস্ত্রী! সচিব ভুবন সিংহ। (আবার কিছুক্ষণ পাদচারণা করিয়া) কে রে!

(সংবাহক আসিয়া মদ্য প্রদান করিল দেবেন্দ্র পাত্রের পর পাত্র সুরা পান করিতে লাগিলেন।)

দেবেন্দ্র। সব আলো নিভিয়ে দে—শুধ্‌ একটা আলো থাকবে। যা—।

[সংবাহকের প্রস্থান

ভুবন। (প্রবেশ করিয়া) মহারাজ!

দেবেন্দ্র। কে, ভুবন এসেছ? আমাকে দেখে কি তোমার ভয় হচ্ছে? মনে হচ্ছে কি আমি উন্মাদ?

ভুবন। না মহারাজ।

দেবেন্দ্র। একটা ভিক্ষা আমার রাখবে ভুবন? বহু দুর্দিনের বন্ধু তুমি—আমার বহু অন্যায়কে সহ্য করেছ। তোমাদের ভালবাসা সহানুভূতিকে শতবার অপমান করেছি—একটু সঙ্কোচ করিনি, একটু দ্বিধা করিনি। কিন্তু ভুবন—(ললাট স্পর্শ করিলেন।)

ভুবন। আপনি এখন অসুস্থ। পরে শুনলে হয় না মহারাজ?

দেবেন্দ্র। না, না ভুবন। আমি একটু অসুস্থ নই, মস্তিষ্ক আমার একটু বিকৃত হয়নি। বন্ধু—ভিক্ষা রাখ—প্রধান মন্ত্রীর পদটা নেবে?—

আর কোনও কাজে বাধা দেব না—এই অন্ধকার কক্ষের বাইরে গিয়ে একটি কথা আর তোমাদের বলব না—শুধু রাজ্য শাসনের গুরুভার থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে আমাকে বাঁচাও ভুবন।

ভুবন। আমি ত ছেড়ে যাইনি মহারাজ।

দেবেন্দ্র। ঐ জন্যই ত আমি তোমাদের সহ্য করতে পারি না। তুমি, মহারাণী—তোমাদের মহত্ব দিয়ে এমন করে আমাকে অগোচরে জয় করে ফেল যে, তারপর আমার ইচ্ছা করে—আর একটা লোক ছিল! মনে পড়ে ভুবন?

ভুবন। একটা কেন, কত মহৎ লোকই ত মণিপুরে ছিল মহারাজ।

দেবেন্দ্র। আঃ, চাতুরী করো না আমার কাছে। ভুবন, এই সেদিন —তার নাম কর্ত্তে পারছি না—কিন্তু তার মত—তার মত সাধু, তার মত মহৎ এ মণিপুরে আরও ছিল? ভুবন, ছিল?

ভুবন। থাক্ মহারাজ, যে গেছে—

দেবেন্দ্র। ধূর্ত্ত, ধূর্ত্ত তোমরা সব। ষড়যন্ত্র করেছ। আমাকে ভুলতে দেবে না কিছুই!—(দ্রুত পাদচারণা করিতে লাগিলেন। আবার ফিরিয়া) চলে যাও ভুবন। আমি চাই না তোমাদের। ভার দিলুম, রাজ্য শাসন করগে। (নিম্নস্বরে) শুধু এইটুকু দয়া করো, রাজ্যের জঞ্জাল নিয়ে আমার কাছে আর এসো না।

ভুবন। আমি যাই তা'হলে মহারাজ!

দেবেন্দ্র। যাও, যাও, যাও—নিষ্ঠুর, তোমরা কি আমায় ছাড়বে না? —যাও।

[ভুবন চলিয়া গেলেন

ভৈরবজিৎ—বালা! বালা—ভৈরবজিৎ! কিছুই গেল না সব ঘিরে রইল আমাকে!

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বালাদের বাড়ী

[কাঠের ঘরের সম্মুখভাগ, ক্ষুদ্র গবাক্ষ, ভিতরের জিনিস কিছু দেখা যায় না। সাম্‌নে একটি দরজা ও সরু ফালি বারন্দা। বালা আনমনে একলা বসিয়া আছে।]

ইরা। (দ্রুতপ্রবেশ করিয়া) বালা! বালা!—ও—এই যে।—তোর কাছে বড় দরকারে এসেছি বালা।

(বালা নিরুদ্বেগভাবে বসিয়া রহিল, শুধু ইরার দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল মাত্র।)

ইরা। বালি, মহারাণী আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস তোকে দিয়ে এসময় তাঁর অনেক উপকার হবে।

বালা। (উদাসভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া) উপকার করবার আর ইচ্ছা নাই ইরা। আমাকে দিয়ে কারুর উপকার হয় এ আমি চাই না।

ইরা। কিন্তু তোকে যে তাঁর বড় দরকার। মহারাজের ভারী অসুখ। নিদ্রা নাই, আহার নাই, মুখে একটা শব্দ নাই—কি এক ধ্যানে যেন সর্ব্বক্ষণ ডুবে আছেন।—মহারাণীর বড় ইচ্ছা যে তুই একবার যাস্। তুই গেলে হয়ত মহারাজের সব অসুখ ভাল হয়ে যাবে।

বালা। ইরা! (বলিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল) তুই এসেছিস্ এ জন্য আমাকে নিয়ে যেতে? যদি অন্য কেউ আস্ত আর একথা বল্ত—না ইরা অপরাধ তোর নয়—আমার অদৃষ্ট আমাকে বারে বারে ধুলোর ওপর আছড়ে ফেল্ছে। একটু আশা করে মুখ তুলে যে দিকে চাই—সে দিক্ থেকেই আসে আঘাত, অপমান আর নিন্দা।—ইরা, আমি যাবো না প্রাসাদে।

ইরা। দীপচাঁদদাদার কথা ভাব্চিস্?—তাঁকে অমি বলে আস্ছি।

বালা। আমি কোথায় যাবো বা থাক্‌বো তার জন্য ত কারুর আদেশ নেওয়ার আমার প্রয়োজন নেই। আমি প্রাসাদে যাব না বলেছি—আমি যাব না।

ইরা। মহারাণীর জন্যও না?

বালা। না, কারুর জন্য না। কেন যাবো? আমার দিকে কে চায় ইরা? আমি কেন অন্যের বোঝা বইতে গিয়ে নিজের অশান্তি ডেকে আন্‌বো? কোনও দরকার নেই আমার।

ইরা! বল্‌তো বালা কি হয়েছে? দীপচাঁদদাদার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে কি?

বালা। দেখা হয়েছে নয়—আমি তাঁর শিবিরে গিয়েছিলাম দেখা করতে।

ইরা। তিনি অবুঝ বালা, তোর প্রতি তাঁর ভালবাসার আবেগ একটু বাধা সইতে পারে না।

বালা। তাঁর সইতে পারে না, আর সইতে পারে সব আমার? আমার সইতে পারে তাঁর জন্য বিপদ সাগরে ঝাঁপ দেওয়া আর ফিরে এসে তাঁরই কাছে—তার জন্য লাঞ্ছনা পাওয়া? ইরা, তুই কি বল্‌তে চাস্‌—আমি গরিবের মেয়ে বলে আমি নিজের সম্মানটুকুও জলাঞ্জলি দেবো? কেন আমি কি করেছি তার? আর কি না করেছি তার জন্য!

ইরা। তিনি বাড়ী ফিরে এসেছেন, পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে—এখান থেকে আমি তাঁর কাছেই যাবো—এবং বল্‌বো তিনি কতবড় অবিচার করেছেন তোর ওপর।

বালা। ইরা! নিজে নারী হয়ে যদি নারীর সম্মানের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে—তুমি কিছু বলবে না আমার কথা। আমার মধ্যে সত্য কিছু থাকে—একদিন তা সমস্ত মিথ্যাকে ছাপিয়ে উঠবে।

ইরা। ভেবে দেখিস্‌ বালা, কাল সকালেই আমি ফিরে যাচ্ছি—মহারাণী আকুল, মহারাজ মৃত্যুর পথে—তোর যাওয়ার ওপর হয়ত মস্ত বড় পরিবর্ত্তন নির্ভর করে—ভেবে দেখিস্‌। আমি যাচ্ছি।

(ইরার প্রস্থান ও বিপরীত দিক হইতে দীপচাঁদের প্রবেশ)

দীপ। বালা আমি এসেছি—এসেছি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে।

(বালা নীরব)

দীপ। কই বসতেও বল্‌লে না একবার!

বালা। তুমি আমার অতিথি নও।

দীপ। হয়ত ছিলাম না, ছিলাম হয়ত একদিন্‌ খুবই আপনার কিন্তু

সত্য কথা বল্‌তে গিয়ে তোমার কাছে আমার সে অধিকার হারিয়েছি। সে যাক্। তোমাকে ধন্যবাদ বালা, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, মহারাজকে বলে আমার পদোন্নতি করিয়ে দিয়েছ, হয়ত যদি সুযোগ পাও আমার আরও উন্নতি তোমার দ্বারা হতে পারে।

বালা। তুমি কি এই বলতে এখানে এসেছ ?

দীপ। না ঠিক এই কথা বলতেই আসিনি। এসেছিলাম জান্‌তে যে, প্রাসাদে তুমি আবার কবে যাচ্ছ ?

বালা। প্রাসাদে আমার প্রয়োজন ?

দীপ। না, না তোমার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার জন্যও ত তোমার যাওয়া উচিত। তা ছাড়া বহুদিন অদর্শনে এত কষ্টের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়। তোমার যাওয়া উচিত বালা। তবে একটা কথা বলে আমি তোমার কর্ত্তব্যের ভার লঘু করে দিতে পারি ; যে মূল্য দিয়ে তুমি আমার সেনাপতিত্ব ক্রয় করেছিলে সে লোভনীয় পদকে আমি ঘৃণা করি। সুতরাং—

বালা। চাঁদ, আমি কি মানুষ না ? কত আঘাত করতে চাও আর ?

দীপ। তুমি মানুষ নও ? রাজানুগৃহিতা, রাজপ্রাসাদপালিতা ষোড়শী সুন্দরী বালা—তুমি মানুষ নও !

বালা। আর কিছু বলতে চাও ?

দীপ। বলতে চাই না, জান্‌তে চাই। ইরার সঙ্গে পথে একটুখানির জন্য দেখা হয়েছিল, তার কাছে শুনলাম তোমাকে সে আবার রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে এসেছে, কারণ তোমাদের মহারাজা অসুস্থ। জানতে এসেছি তুমি সেখানে যাচ্ছ কিনা ?

বালা। ইরাকে বলে দিয়েছি, আমি যাব না।

দীপ। (শ্লেষের সুরে) হঠাৎ অমৃতে অরুচি? যে রাজপ্রাসাদে যাবার জন্য একদিন তুমি আমার নিষেধকেও অকাতরে অমান্য করেছ যেখানে থেকে তুমি অনুগ্রহ অর্জ্জন করেছ—সেখানে তুমি যাবে না? মহারাজ অসুস্থ—তোমাকে ডাকৃতে পাঠিয়েছেন, তবু যাবে না? এ কি আমাকে একটু দেখাবার জন্য?

বালা। (পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ তোমকে দেখাবার জন্য। কারণ আমি এত বড় অপদার্থ যে, প্রজা, অমাত্য, সৈন্য সকলের সামনে আমাকে পথের কুকুরের চাইতেও অপমান আর লাঞ্ছনা করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, তবু আমার তোমাকে দেখাতে হবে যে আমি তোমাকে ভয় করি, তোমার মিথ্যা-সন্দেহকে আমি গ্রাহ্য করি। দীপচাঁদ, আমি যদি তুমি হোতাম যে কোনও নারীর ওপর এত বড় অত্যাচার করে তার কাছে কখনও মুখ দেখাতে সাহস পেতাম না।—তুমি এসেছ আমাকে আবার অপমান করতে কিন্তু তোমার এতটুকু জ্ঞান নেই যে এ অপমান শুধু আমার নয়—এ অপমান তোমারও।

দীপ। তারপর? এ ভাষা তুমি কোথায় পেলে বালা?

বালা। (ঝরণার মত প্রবল উচ্ছ্বাসে) ভাষা আসে অন্তর যখন আঘাতে বিক্ষত হয়ে ওঠে। কিন্তু চাঁদ, বারে বারে তোমার সন্দেহ আর ঈর্ষার নীচতা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠ্ছে। আমি যদি জান্তাম তুমি এই কথা বল্তে এসেছ তা হলে আমি তোমার সঙ্গে কথাও কইতাম না।

দীপ। তুমি বাগ্‌দত্তা, আমার ভাবী স্ত্রী। তোমার পিতা-মাতার ইচ্ছায় সর্ব্বজনসমক্ষে তোমার ওপর আমার অধিকার স্থিরীকৃত হয়েছে, কথা কওয়া না কওয়া তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

বালা। শুধু কি ঐ অধিকারের দাবীই তোমাকে এত অন্ধ করে ফেলেছে? আর কিছু দেখ্‌তে পাও না? দেখ্‌তে পাও না চাঁদ কি নিয়ে আমি বেঁচে আছি? কিসের আশায় আমি ক্রমাগত দুর্ভাগ্যের পর দুর্ভাগ্যের আঘাতে আহত হয়ে ফিরছি? তোমার প্রেম দীপচাঁদ, সে কি মিথ্যা? তোমার জন্য আমার মান, আমার মর্য্যাদার জলাঞ্জলি সে কি মিথ্যা? চাঁদ,—সংশয় নিয়ে থেকো না, নিজের প্রেমের ওপর বিশ্বাস রাখ, আমাকে তোমার সঙ্গিনীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করো না।

দীপ। স্পর্দ্ধা তোমার আজও ভাবতে পার তুমি আমার সঙ্গিনী! উদ্দাম বাসনার স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে, লজ্জাহীনা নারী,—মুখে বাধ্‌লো না বলতে পরিণীতা গৃহস্থবধূর অধিকারের কথা?

বালা। (অস্থিরভাবে) চাঁদ, চাঁদ, ফেরাও কথা।—আমি আর কিছু চাই না তোমার কাছে—একটি অনুগ্রহ—শুধু আমার কাছে তুমি আর এসোনা। আমি সইতে পারি না তোমার মুখের ঐ নীচ ভাষা, তোমার ঐ অপমান।

দীপ। তা পারবে কেন? মহারাজের লালসাদীপ্ত দৃষ্টি সইতে পার, তার তপ্ত দেহের স্পর্শ সইতে পার, তার কলুষ বিষাক্ত প্রণয় সম্ভাষণ সইতে পার, পার না সইতে কেবল আমার সত্য কথা?

বালা। (দীপচাঁদের কথা শুনিতে না পারিয়া উন্মত্তের মত তাহার

কাছে ছুটিয়া গিয়া) চাঁদ—চাঁদ—(বলিয়া চাঁদের মুখে হাত চাপা দিবার চেষ্টা করিল।)

(দীপচাঁদ থামিল না)

দীপ। কেন মিথ্যা এ প্রবঞ্চনা—যাও তোমার রাজপ্রাসাদে—আজও যৌবন তোমার ভাদ্রের গঙ্গার মত—তোমার মোহিনীদৃষ্টি আজও রাজপ্রাসাদের সমস্ত পুরুষের চিত্ত জয় করতে পারে।—ভৈরবজিৎকে হত্যা করিয়েছ নিজের কলঙ্ক ঢাক্‌বার জন্য। নবীনসিংহকে দেহ দিয়েছ নিজের প্রবৃত্তির পথ সুগম করবার জন্য—সইতে পারবে কেন আমার কথা?

বালা। মিথ্যা, মিথ্যা—দীপচাঁদ—সব মিথ্যা। বিশ্বাস কর আমার কথা। ভৈরবজিতের হত্যা!—আমি কিছু জানি না চাঁদ।

দীপ। তোমার কক্ষে তিনি হত হয়েছেন। একজন নিরীহ ধর্ম্মানুরত মহাপুরুষের এই শোচনীয় হত্যা—বুক তোমার কেঁপে উঠ্‌ছে না রাজার প্রেয়সী!

বালা। সাবধান দীপচাঁদ!

দীপ। ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? সাবধান হব তোমার মহারাজের ভয়ে? সে ভয় আমি রাখি না। আজ আমি ইচ্ছা করলে মহারাজের ঐ সিংহাসন রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দিতে পারি। তোমার বাহুর বন্ধনও তাঁকে বাঁচাতে পারবে না।

বালা। তবে তাই করনা কেন? কেন তাহ'লে এতকাল ঐ মহারাজেরই অনুগ্রহের দান মাথায় করে স্পর্দ্ধার ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়াচ্ছ? তুমি এত নীচ আমি জানতাম না দীপচাঁদ। যদি তা' জান্‌তাম, বরং

রাজপ্রাসাদের গণিকা হয়ে থাকৃতাম তবু বারে বারে তোমার কাছে নিজের প্রেম জানাতে যেতাম না! কুলটা বলছ কাকে—আমাকে?

দীপ। তাই যাও, এখনও ত সময় আছে। নিতে এসেছে প্রাসাদ থেকে তোমাকে। তোমারই অনুগ্রহে দীপচাঁদ আজ সেনাপতি—ইচ্ছা করলে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে আর একজনকে তুমি সেনাপতির পদ দিতে পার।—যুবক! সুন্দর!—যার তেজ নাই, বীরত্ব নাই, শুধু যে তোমার মত বিলাসিনীর ভোগ লালসার ইন্ধন যোগাতে পারবে!—আর কতদিন, আর কতদিন? যে উন্নত বক্ষ আজ গর্ব্বে দুলে উঠ্‌ছে—তার সে প্রতাপ আর থাকৃবে না, চোখের এই বিলোল দৃষ্টি আর থাকৃবে না, থাকৃবে যা' তা' নিয়ে মণিপুরের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে নিজেব অতীতের কাহিনী কেঁদে কেঁদে বলে ফিরতে হবে। সে দিন একটা পথের কুকুরও তোমার দিকে ফিরে চাইবে না।

বালা। (এতক্ষণ অসহ্য যাতনায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল) দীপচাঁদ! কে তুমি? চলে যাও এখান থেকে। মনুষ্যত্বের কঙ্কাল, পুরুষের লজ্জা, মণিপুরের উপগ্রহ তুমি। তোমার মত সংশয়ীর শাস্তি নরকের অগ্নিদাহ! যাব আমি,—ভোগের উত্তাল তরঙ্গে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে মুছে ফেল্‌ব আমার স্বপ্ন। "পথের কুকুরও ফিরে চাইবে না"—হ্যাঁ পথের কুকুরও যদি আমার কোনও অনুগ্রহ পায়, তুমি পাবে না দীপচাঁদ। সেদিন তোমাকে লজ্জাবনত মাথায় দাঁড়িয়ে দেখতে হবে তোমারই প্রণয়িণী বালা মহারাজের অঙ্কশায়িনী! দীপচাঁদ, তোমারও সব গেল—আমারও সব গেল। মা!

বালার মাতা। (ছুটিয়া আসিয়া) কি হয়েছে রে বালা?

বালা। (উম্মাদিনীর মত) আমি মহারাজের কাছে যাচ্ছি—

বাবাকে বলো বালা চলে গিয়েছে।—মা আমার বয়স কত হোল? বল তো কতকাল আর আমার যৌবন থাকবে? পারবো না এরই মধ্যে সব ভোগ মিটিয়ে নিতে? নাম থাকবে মণিপুরে—লোকে বলবে বালা বলে একটা মেয়ে ছিল—যেমন রূপসী তেমনি রাক্ষসী!—দীপচাঁদকে বলো যদি আবার তার সঙ্গে দেখা হয়—রক্তের স্রোতে যেন সিংহাসন ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু আমি থাকৃতে মহারাজকে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে পারবে না—চল্‌লাম মা।

[বালার দ্রুত প্রস্থান

বালার মাতা। বালা! বালা! দীপচাঁদ এ কি করেছ আমার মেয়ের? কি করলে তুমি! দাঁড়িয়ে রয়েছ এখনও!—বালা যে চলে গেল—দীপচাঁদ—দীপচাঁদ—(দীপচাঁদের বাহু ধরিয়া) ছোটো দীপচাঁদ—বালাকে ফিরিয়ে আন।

দীপ। আমার কথায় আর সে ফিরবে না।

বালার মাতা। তবে?—তবে? কার কথায় আর ফিরবে সে? সে যে তোমার মুখ চেয়ে আমাদেরদিকে পর্য্যন্ত ফিরে চায়নি!

[দীপচাঁদ কোন উত্তর না দিয়াই প্রস্থান করিল

কোথায় যাচ্ছ দীপচাঁদ! আমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দাও। বালা—বালা—

[চীৎকার করিতে করিতে বাহিরের দিকে দ্রুত ছুটিয়া গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

দেবেন্দ্রসিংহের শয়নকক্ষ

[দেবেন্দ্রসিংহ অসুস্থ অবস্থায় শায়িত। মহারাণী শয্যার উপরে উপবিষ্টা—শান নর্ত্তকী গান ও নৃত্য করিতেছে।]

আকাশ করিল আলো
গোরা মুখের হাসি গো।
কি ছার শারদ শশী
পদ নখে ভাসে গো॥
তরুণী যুবতী মুই
কুলবতী আমি গো।
আকুল করিলে মোরে
পরাণ বঁধুয়া গো।

(গান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময় দেবেন্দ্রসিংহ বলিলেন)

দেবেন্দ্র। ওকে যেতে বল।

রাণী। (নর্ত্তকীকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া) আমার সকল অপরাধ তুমি চিরকাল মার্জ্জনা করেছ—আজ শুধু এই অধিকারটুকু আমাকে দাও—তোমার সেবা, তোমার শ্রান্ত মনকে আনন্দ দেবার সকল ভার যেন আমি পাই।

দেবেন্দ্র। (মাথা তুলিয়া) মহারাণী, তোমার কোন অপরাধ আমি

কখন গ্রহণও করিনি, মার্জ্জনাও করিনি। কেবল অবহেলাই করেছি তোমাকে।

রাণী। সে কথা আমি কোনদিন মনেও ভাবিনি—তুমি আমার স্বামী, আমার উপাস্য দেবতা, এই জেনেই তোমার উপর নির্ভর করে এসেছি।

দেবেন্দ্র। (অল্প উঠিতে চেষ্টা করিলে, মহারাণী ধরিতে চেষ্টা করিতেই) ভয় পেয়োনা মহারাণী—দরকার হলে এখনো দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারি—হ্যাঁ যা' বলছিলে ;—আমি বলি ঐটেই তুমি অন্যায় করেছ। চিরকাল হয়তো উপাস্য দেবতার মত পূজা করেছ—কিন্তু কোনদিন তেম্‌নি করে ভালবাসনি। বলনি মুখ খুলে আমার উপর তোমার অধিকার সব চাইতে বড়। যদি তা' করতে—জীবনের এ পরিণতি হোত না। মহারাণী,—শুধু পূজায় প্রাণ ভরে না—পুরুষের মন লোভী, সে চায় সঙ্গ, সেবা—চায় রমণীর আত্মাহুতি ; আবার দিতে চায় সে তার সর্ব্বস্ব—তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ !—মহারাণী যথেচ্ছাচারের আবর্ত্তে ইচ্ছা করেই কত সময় ঝাঁপিয়ে পড়েছি, শুধু ভয় আর পূজা ছাড়া কিছু পাইনি বলে।

রাণী। তুমি শ্রান্ত—এখন এসব কথা থাক্।

দেবেন্দ্র। বলতে দাও—সমস্ত জীবনটা কেবল চুপ করে থেকেই কেটে গিয়েছে। মহারাজ আমি—শুধু এ কথাই লোকে জানত—আমি যে একটা মানুষ এ কথা যেন সবাই ভুলে গিয়েছিল।—তুমিও তা' ভুলে গিয়েছিলে। বুঝতে পারতাম তুমি আমার সব কলঙ্কের কথাই জান্‌ছ, কিন্তু প্রতীক্ষায় থেকেছি যদি তুমি তাতেও কোনোদিন জ্বলে উঠে একবার নারীর সর্ব্বজয়ী প্রেম নিয়ে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও।—দুর্ভাগ্য আমার

—তুমি চিরকাল শুধু দূরের পূজা দিয়েই নিজেকে নীরব করে রেখেছিলে; আমার তৃষ্ণার্ত্ত চোখের দিকে কখনও তোমার দৃষ্টি ফেলে দেখনি।

রাণী। ওসব কথা থাক্ মহারাজ—শুধু বল আজ তুমি কিসে একটু সুখী হও—কিসে একটু শান্তি পাও।

দেবেন্দ্র। শান্তি? সুখ? আমি ত চাই না তা'। কেন চাইব? আমি কি এত নির্ব্বোধ যে অশান্তির আগুন নিজে জ্বেলে দিয়ে তারই মধ্যে বসে শান্তি চাইব? আমি কি জানি না তোমাকে আমি একটুও আদর করিনি? আমি কি জানি না সমস্ত মণিপুরের ওপর আমি অনাবশ্যক অত্যাচার করিয়েছি? আমি কি এতই মূর্খ যে আমি জানি না নবীনসিংহ কত ঘৃণ্য, কতবড় নৃশংস? আমি কি জানি না তরুণ কিশলয়ের মত বালিকা—বালাকে—না, থাক্ মহারাণী—নিজের কীর্ত্তির কথা বলে এ পবিত্র মুহূর্ত্তকে আর কলঙ্কিত করব না। মহারাণী!—

রাণী। থাক্ মহারাজ।

দেবেন্দ্র। না রাণী—আকাশ সূর্য্যাস্তের রক্তচ্ছটায় লাল হয়ে উঠেছে—নিমেষে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে পারে!—শুনে যাও রাণী—দেবেন্দ্র-সিংহ বলে এক মহারাজা ছিল—

রাণী। মহারাজ—থামুন।

দেবেন্দ্র। থামা যায় না রাণী। জান না কত বড় অভিসম্পাৎ, কত দুঃসহ যন্ত্রণা এতকাল ধরে বয়ে বেড়িয়েছি—সাম্‌নে উড়িয়েছি বিজয়ীর রক্তনিশান—আমার অন্তরে দুল্‌ছে তখন কালো যবনিকা—! মহারাণী,—দেখ্‌তে পাচ্ছি চোখের সাম্‌নে—অদৃষ্ট এবার তার দেনা শোধের খাতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে!—তাকে দিতে হবে—রাণী,—

ঋণ শোধ করতে হবে—। সামান্য প্রজা, দরিদ্র গৃহস্থ, অথবা মহারাণী,—আমার মত মহারাজ—ঋণ শোধ করে যেতেই হবে! মহারাণী—ঋণ শোধ—এ পৃথিবীর কাছে তোমার ঋণ, আমার ঋণ—মহারাণী, ভৈরবজিৎ কেন এসেছে দেখ তো—?

রাণী। (দেবেন্দ্রের হাত চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে) ভৈরবজিৎ নেই মহারাজ।

দেবেন্দ্র। (চিন্তা করিয়া) নেই—না? আমি জানি, লোকটা ভাল। কারুর ভালয় মন্দয় কখনও থাকে না। জান রাণী, ভৈরবজিৎ একদিন কি করেছিল জান? করেছিল কি—অমন করে দেখছ যে? মনে করছ আমি মিথ্যে কথা বল্‌ছি!—বালা মারেনি তাকে—আমি মারিনি।

রাণী। বড় ভয় করছে আমার—

দেবেন্দ্র। ভয়? না রাণী? ভয়—আমারও ভয় করে? কিন্তু ভয় ত মিথ্যা কল্পনা মাত্র।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। প্রধান মন্ত্রী।

রাণী। ভুবনসিংহ?—এখন যেতে বল্।

দেবেন্দ্র। আস্‌তে বল্।

[পরিচারিকার প্রস্থান

দেবেন্দ্র। বল্‌ছিলাম রাণী, আমাকে কথা বলতে দাও, আমি যে আজও মহারাজ—অবসর আমার নাই।

(ভুবনসিংহের প্রবেশ)

বোসো ভুবন। পরে শুনবো তোমার কথা।—(ভুবন কথা বলিতে

চাহিলে) আমি ভালোই আছি ভুবন। রাত্রে ঘুম হয়েছে—ক্ষুধা তৃষ্ণাও বেশ আছে—(সুর বদলাইয়া) আচ্ছা বলতে পার ভুবন, উপাসনা অসম্পন্ন অবস্থাতেই কি নরসিংহ হত হয়েছিল ?

ভুবন। মহারাজের সে কথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

দেবেন্দ্র। (হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া) ভুবন ! আজও আমি মহারাজ দেবেন্দ্রসিংহ, আর তুমি তার বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র। আমি যা' জান্‌তে চাই তার উত্তর দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য।

ভুবন। (একবার মহারাণীর দিকে চাহিয়া) স্তোত্র পাঠ রত, অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে যখন তিনি রাধাকিষণজীউর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করছিলেন তখন আপনার ইঙ্গিতে নবীনসিংহ তীক্ষ্ণ অসিরদ্বারা সেই পূজারত মহাপুরুষের দেহে আঘাত করে—আর আপনি তা' দূরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলেন।

(মহারাণী মাথা নত করিলেন)

দেবেন্দ্র। (ভুবন কাছে দাঁড়াইয়াছিল, প্রায় তার মুখের কাছে চোখ রাখিয়া) আমি তা' দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, না ?

ভুবন। হ্যাঁ মহারাজ। আমি তার মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছি। তখন তিনি ভৈরবজিতের কোলে থেকে—

(দেবেন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন)

—আপনার প্রতি অভিশাপের তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন।

দেবেন্দ্র। যাক্।—তোমার বোধ হয় কিছু বলবার ছিল ?

ভুবন। আমি একটা বিশেষ সংবাদ নিয়ে মহারাজের কাছে এসেছিলাম।

দেবেন্দ্র। বিশেষ সংবাদ ?

ভুবন। গুপ্তচরের মুখে শুনলাম সেনাপতি দীপচাঁদসিংহ চন্দ্রকীর্ত্তির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

দেবেন্দ্র। অভিশাপ! এতগুলো অন্যায় হত্যা, এতদিনের অত্যাচারের প্রতিশোধ তা হ'লে এতদিনে আরম্ভ হোল! মহারাণী, ভুবন,—মজা দেখ, আরম্ভ হোল এমন দিনে যখন আমি পঙ্গু, সমস্ত কর্ম্মচারী বিপক্ষে—আমি যখন একেবারে অসহায়—যখন আমার হয়ে একটি কথা বলে এমন লোক একজনও আমার নেই!

রাণী। (ভুবনকে) এদের চূর্ণ করতে হলে কত সৈন্যের প্রয়োজন ?

ভুবন। শুধু এরা নয় মহারাণী, প্রজারাও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রাণী। প্রজারাও আছে, সব আছে ; ধরে নিন্ সমগ্র মণিপুর আজ বিদ্রোহী—তবু কত সৈন্যের প্রয়োজন ?

ভুবন। পাঁচ সহস্র হলে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু দুর্গে আজ পাঁচ শতও অবশিষ্ট নেই। যা' ছিল দীপচাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

রাণী। যোগাড় করুন—রাজভাণ্ডার উজাড় করে সৈন্যদের দিন্।

ভুবন। রাজকোষ অর্থশূন্য।

দেবেন্দ্র। (উত্তেজিতভাবে) তা' হ'তে পারে না ভুবনসিংহ। আজও রাধাকিষণজীউর সিংহাসনের তলায় মাটীর নীচে গুপ্তকক্ষে বহু অলঙ্কার লুকোনো আছে—মণিপুরের দুর্দ্দিনে তাই আজ বিলিয়ে দাও। দেখি লোলুপ বিদ্রোহীর হাত থেকে মণিপুরের সিংহাসন বাঁচানো যায় কিনা।

রাণী। মহারাজ, আপনি ক্ষান্ত হোন্। এ বিদ্রোহের প্রতিরোধের

ভার আমার উপর দিন্ মহারাজ। অর্থ, সৈন্য—কিছুর কথা আপনাকে ভাবতে হবে না।

ভুবন। আপনি যাবেন না মহারাণী এর মধ্যে।

রাণী। ভয় পাবেন না সচিব। (নিকটস্থ ত্রিপদী হইতে সিন্দুর কৌটা বাহির করিয়া মহারাজের দিকে অগ্রসর হইয়া) দিন্ মহারাজ, আর একবার আমার ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা পরিয়ে—(রাণী মহারাজের অতি নিকটে যাইতেই মহারাজ ফোঁটা পরাইয়া দিলেন)—সচিব,— অক্ষয় কবচ ললাটে—ভয় আর করবেন না। (অস্ত্রাধার হইতে তরবারী তুলিয়া লইলেন।)

দেবেন্দ্র। (আনন্দের আতিশয্যে আত্মবিস্মৃতভাবে) স্বপ্ন সত্য হয় ভুবন ? এ বিদ্রোহ কি এত বড় দান আমাকে দিতে এলো ? ভুবন, আশ্চর্য্য দেখ, যখন আমার বিক্রম, আমার স্বাস্থ্য প্রতাপ সব ছিল তখন মহারাণী ছিলেন অপরিচিতা।—আজ ? আজ যখন আমার সব হারাবার দিন এসেছে—তখন এলেন মহারাণী আমার একেবারে কাছে। আমি জানি, তোমরা বল্‌বে এ আপনার শাস্তি—কিন্তু আমি বল্‌ছি এ আমার জীবনের সর্ব্বোত্তম পুরস্কার। ভুবন, মহারাণী আজ সিংহাসনে বসে সমস্ত রাজ্য পরিচালনা করবেন। দেখ ভুবন, মাঝে-মাঝে এসে আমাকে বলে যেও— রাজ্য থেকে অশান্তি চলে গেছে—বিদ্রোহী নেই—শস্যের ক্ষেত্র শ্যাম সুষমায় ভরে উঠেছে—বলে যেও প্রভাতে সন্ধ্যায় রাধামাধবজীউর মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে—গৃহস্থের ঘর নিরাপদ—তাদের কুলললনারা—

রাণী। আমার মিনতি মহারাজ, আপনি কথা বল্‌বেন না। সমস্ত জঞ্জাল, সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার আমার ওপর ফেলে দিন্।

দেবেন্দ্র। তুমি জান না মহারাণী—এ আনন্দের আবেগ থামিয়ে রাখা যায় না। কি পেলাম আমি বলত? তুমিও বল্‌তে পারবে না মহারাণী। সিংহাসন যায় যাক্‌, তোমাকে ফিরে চাই। এতদিন আমার আশে পাশে এমন রন্ধ্রপথ ছিল না যে তুমি এগিয়ে আস্‌তে পরে—আজ দুর্ভাগ্যের বাতাস সব উড়িয়ে নিয়ে গেছে—আজ সব জুড়ে তোমার অধিষ্ঠান!—কথা থামানো যায় কি এমন সময়!

ভুবন। বিদ্রোহীরা অনেক দূর এগিয়েছে।

দেবেন্দ্র। আসুক এগিয়ে। আমি কিছু জানিনা ভুবন—জানেন মহারাণী।

রাণী। (প্রণতঃ হইয়া) তা হলে বিদায় দিন্‌ মহারাজ!

দেবেন্দ্র। ফিরে এসো রাণী—

রাণী। আস্‌ব নিশ্চয় মহারাজ—আস্‌ব বলেই ত এতদিন ধরে বেঁচে আছি। চলুন সচিব—আমি মহারাজের সেবার বন্দোবস্ত করে পাঠাচ্ছি।

[মহারাণী ও ভুবন প্রস্থান করিলেন।

দেবেন্দ্র। (একা শয্যাপরি) ফিরে এসো—।

বালা। (প্রবেশ করিয়া) আমি এসেছি মহারাজ।

দেবেন্দ্র। (উঠিয়া পড়িয়া) তুমি এসেছ—কেন?

বালা। (আকুলভাবে) এসেছি আজ নিজকে আপনার কাছে সমর্পণ করতে। একদিন আপনি আমার প্রেম যাচ্ঞা করেছিলেন, আমি তা' দিতে পারিনি। আজ নিজে এসেছি। নিবেন আপনি আমাকে?

দেবেন্দ্র। আবার চাতুরি করতে এসেছ? ভেবেছ দেবেন্দ্রসিংহ

আজও তোমার কথায় নাচবে? জান, যার প্রাণভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিলে সেই দীপচাঁদ আজ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দাঁড়িয়েছে? এবার তুমি সত্যই বন্দিনী হবে—তোমার মুক্তি নাই।

বালা। মুক্তি আমি চাই না মহারাজ—বন্দী করুন আমাকে, আমাকে আপনার যেমন ইচ্ছা তেম্‌নি ব্যবহার করুন।

দেবেন্দ্র। (বালার চোখের দিকে ক্ষণিকের জন্য স্পষ্ট চাহিয়া হঠাৎ) —দীপচাঁদ তোমার কে?

বালা। কেউ নয়, যতদিন আমায় চেয়েছিল ততদিন সে আমার সবই ছিল, আজ কেউ নয়।

দেবেন্দ্র। মিথ্যা কথা!

বালা। মিথ্যাই বলেছি মহারাজ! সে আমার ভাই নয়, সে কেউ নয় আজ আর। কিন্তু কিছু যায় আসে না। তার জন্যে আমি কি করেছি, কি বলেছি সব আপনি ভুলে যান মহারাজ। আমিও ভুলে গিয়েছি। ভুলে গিয়ে এসেছি আপনার কাছে চিরকালের সেবিকা হয়ে থাক্‌তে।—বলুন আজও আপনি আমাকে তেম্‌নি করেই চান?

দেবেন্দ্র। তুমি যদি আমাকে কথায় ভুলিয়ে হত্যা করতে এসে থাক তাহ'লে বিফল হবে জেনো।

বালা। (গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া) এই দেখুন মহারাজ—আর সংশয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি না। আজ আমার কোনও লজ্জা, কোনও অস্তিত্ব নেই আর। এই আমার অনাবৃত দেহ আপনার সাম্‌নে—অস্ত্র আছে কিনা দেখুন। অস্ত্র আনিনি ভয়ে—যদি আপনার কাছে পৌঁছুবার আগেই নিজেকে হত্যা করি। আমাকে গ্রহণ করুন মহারাজ।

দেবেন্দ্র। নারী, আশ্চর্য্য তোমরা। যখন মানুষ তোমাদের পায়ে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে রিক্ত হ'তে চায় তখন তোমরা কৃপার কণাটুকু ফেলে দিতেও কার্পণ্য কর—আবার একদিন নিজেরই উন্মাদ আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে এস মানুষকে জয় করতে।—বালা, আজ সে দেবেন্দ্রসিংহ নেই, তার সে আকাশকুসুম চূর্ণ হয়ে গেছে।—রোগে কাতর আমি, শয্যায় অসহায় অবস্থায় শুয়ে আছি—বাইরে বিদ্রোহ। সৈন্য নাই, সেনাপতি নাই, রাজকোষ অর্থশূন্য। আমি একা—

বালা। এই ভাল মহারাজ, আপনিও একা, আমারও কেউ নাই—এরই মধ্যে আমরা দুজনে দুজনকে স্বীকার করে নেবো। যে কল্পনা অন্তরের আড়ালেও এতদিন মুখ দেখাতে পায়নি তাকেই আজ সত্য করে তুলি আসুন।—ভুলে যান, আপনি মহারাজ। আমি আমার এই নিষ্কলঙ্ক যৌবন তরঙ্গে আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাব—অতীতের দিকে আর ফিরে চাইব না।

দেবেন্দ্র। তোমার আবার অতীত কি বালিকা—?

বালা। (আর্দ্রচোখে) ছিল, ছিল মহারাজ, আমার কি যে ছিল তা' আপনি জানেন না। কিন্তু আব নাই ;—বহুজন আকাঙ্ক্ষিত এই রূপের ভার আজ জলাঞ্জলি দিতে এসেছি।—মহারাজ, একটি কামনা আজ—শুধু দীপচাঁদ জানুক আমি দ্বিচারিণী, আমি ব্যভিচারিণী—বহুচারিণী! আমার সমস্ত সম্মান, সব গর্ব্বের পরিবর্ত্তে আমি চাই—দীপচাঁদ জ্বলুক—দীপচাঁদ মরুক, আত্মদ্রোহে তার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হয়ে যাক্! নিমেষে সে যা পেতে পারত, নিমেষে সে তা হারাল!

দেবেন্দ্র। তাকে এখনও তুমি ভালবাস, তার কাছে ফিরে যাও। বালা, আমি বল্‌ছি আজ—ফিরে যাও।

বালা। (প্রায় কান্নায় ফাটিয়া পড়িয়া) বাসি, বাসি মহারাজ, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি কিন্তু—না—না মহারাজ আমাকে আর মনে করিয়ে দেবেন না। তাকে আমি ভুলবো।

দেবেন্দ্র। বালা কাছে এসো আমার। (বালা কাছে আসিলে তাহার মাথায় হাত দিয়া) দেখ দেখি, এ স্পর্শ কি সেই দেবেন্দ্রসিংহের ?

বালা। মহারাজ, ভুলতে চাই, ভুলতে চাই—আমার অতীত—ভুলতে চাই।

দেবেন্দ্র। (বাধা দিয়া) ভুলতে পারে না কেউ। আমি ভুলতে পারিনি, তুমি ভুলতে পারবে না।

বালা। (হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া) আমি নাচ্‌বো মহারাজ ? যা' চান্‌—আমায় ডুবিয়ে রাখুন—অতীত মুছে যাক্‌—বালারও অতীত ছিল না—আপনারও অতীত নাই—হাওয়ায় ভেসে আসা একটা পুষ্পগন্ধের মতো হঠাৎ এসে হঠাৎ শেষ হয়ে যাক্‌ আমাদের জীবন। মহারাজ—চমৎকার রাত আজ—আমি দেখে এসেছি মন্দিরের চূড়ার ওপর চাঁদ ঘা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার বুকের রক্ত সাদা—সমস্ত পৃথিবী তাতে ভেসে যাচ্ছে—উৎসব মহারাজ—উৎসব—সমস্ত জীবনে যা পান্‌নি—এত ঐশ্বর্য্য ক্ষয় করে যা পান্‌নি—একলা আমি তা' দেব—মধুর মত গাঢ়—মদের মত পাগলকরা—নাচ্‌বো মহারাজ ?—চমৎকার ! ঐ আপনার শয্যাপার্শ্বে পিস্তল—আমায় আপনি লক্ষ্য করে গুলি করুন—আমি মরব না—গুলি আমায় স্পর্শ করবে না—নৃত্যের ভঙ্গিতে আপনার গুলি—

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

চলেছে গুলি—চলেছে মৃত্যুর খেলা—দেখুন মহারাজ—

দেবেন্দ্র। (অগ্রসর হইয়া) স্থির হও বালা। বিদ্রোহীরা এসেছে—থামাও নৃত্য তোমার!

[নেপথ্যে অবিরাম কামানের শব্দ—হঠাৎ উন্মুক্ত অসি হস্তে দীপচাঁদসিংহের প্রবেশ—সঙ্গে একটি মাত্র সৈনিক—বালা তখনও মরণনৃত্যে উন্মাদ।)

দীপ। (প্রবেশ করিয়াই) অপরাধ মার্জ্জনা করবেন মহারাজ—আমি আপনার জীবন নিতে এসেছি। বাঃ বাঃ নৃত্য চলেছে—মহোৎসব আজ—তবে নৃত্যের ছন্দে ছন্দে রক্তকমল ফুটুক!—

(বালা নৃত্যরতা)

দেবেন্দ্র। দীপচাঁদসিংহ!

দীপ। হ্যাঁ মহারাজ—দীপচাঁদসিংহ—যার সর্ব্বনাশ করে আজ আপনি এই উৎসব করছেন। অসি ধরতে পারবেন মহারাজ?

(নিজের অসি মহারাজকে দান করিয়া নিমেষে সৈন্যের কোষ হইতে অসি নিজে গ্রহণ করিয়া)

দীপ। (সৈনিকের প্রতি) চলে যাও—

[সৈনিকের প্রস্থান

আপনি অত্যন্ত ঘৃণ্য, কিন্তু মণিপুরের গর্ব্ব রক্ষার জন্য আপনাকে বীরের মত মরতে দিতে চাই—অসি ধরুন মহারাজ—আঘাত করুন আমাকে—

দেবেন্দ্র। সর্ব্বনাশ আমি তোমার করিনি—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছ তুমি—কিন্তু দেবেন্দ্রসিংহ আজও দেবেন্দ্রসিংহ—দীপচাঁদসিংহ প্রস্তুত হও—

(দীপচাঁদকে তরবারির আঘাত করিলেন। দীপচাঁদ নিমেষে সে আঘাত রোধ করিয়া দাঁড়াইল)

বালা। (অসির ঝন্‌ঝনার শব্দে চমকিত হইয়া) কে দীপচাঁদ ?—মারতে এসেছ আমাকে ? (লাস্যভরে নর্ত্তকীর বিলোল কটাক্ষে, শ্রান্ত-ক্লান্তভাবে) মরতে আমি পারি না দীপচাঁদ—আজও অনাঘ্রাত এই যৌবনকুসুম, ফুরোতে দিতে পারি না তাকে—

দীপ। তবে তুমি আগে মর—

(দীপচাঁদ বালাকে আঘাত করিতে যাইতে)

বালা। তোমার হাতে ? সে হয় না দীপচাঁদ। তোমার হাতে মরলে—

(ছুটিয়া পিস্তল লইয়া দীপচাঁদকে গুলি করিল।
আহত দীপচাঁদের ভূতলে পতন।)

দীপ। বালা !

বালা। (হঠাৎ যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইল) কে ? কে ? দীপচাঁদ ? (ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল) কে মারলে আমার

চাঁদকে ? মহারাজ ?—এত নীচ আপনি ? আমার সর্ব্বনাশ কি এম্‌নি করেই কর্‌তে হয় ?—কি করলেন আপনি !—চাঁদ !—আমি ফিরে যেতাম—ফিরে যেতাম তোমার কাছে—চাঁদ—চাঁদ—

(দীপাচাঁদের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল।)

নবীন। (হঠাৎ প্রবেশ করিয়া) প্রাসাদের প্রাচীরের ভেতর এসে পড়েছে ওরা। আসুন মহারাজ আত্মরক্ষা করি।—সুড়ঙ্গপথের চাবী দিন্।

দেবেন্দ্র। নবীনসিংহ, তুমি আমি অনেক জঘন্য কাজ করেছি। আজ শেষ মুহূর্ত্তে একটা ভাল কাজ কর দেখি।—দেখ দেখি কোথাও কেউ আছে কিনা প্রাসাদে। দীপচাঁদকে কোনো রকমে বাঁচানো যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখ দেখি। যদি পার, প্রচুর পুরস্কার পাবে।

নবীন। মহারাজ, বাতাস ফিরে গেছে, পুরস্কার আপনি আর দিতে পারবেন না। চন্দ্রকীর্ত্তি রাজ্য প্রাসাদ সব জয় করে নিয়েছে।

দেবেন্দ্র। (থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) নবীন, স্পর্দ্ধা তোমার এত উচ্চে উঠেছে যে তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারছ —পুরস্কার দেবারও আমার কোন অধিকার নেই ! তাহ'লে এই নাও তোমার উপযুক্ত পুরস্কার—

(বলিয়া দেবেন্দ্র তরবারি উত্তোলন করিতেই নবীনও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে যাইবে এমন সময় চন্দ্রকীর্ত্তি আসিয়া নবীনের দেহ লক্ষ্য করিয়া উন্মুক্ত অসির আঘাত করিল এবং বলিয়া উঠিল—)

চন্দ্র। এবার পেয়েছি তোমাকে নবীনসিংহ !

(প্রাণহীন নবীনের দেহ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল)

দেবেন্দ্র। কে, কীর্ত্তি ? দস্যু !—

চন্দ্র ? (দেবেন্দ্রের পদতলে তরবারি নিক্ষেপ করিয়া) আমি দস্যু নই কাকা, আপনাদেরই সন্তান !

দেবেন্দ্র। (যেন সংজ্ঞা হারাইতে বসিয়াছেন এম্‌নিভাবে) কীর্ত্তি ! ওঃ—দেখতো ওকে বাঁচাতে পার কিনা ? দীপচাঁদ !—আমার প্রধান সেনাপতি ! যুদ্ধে মরেনি—মরেছে—। হ্যাঁ কীর্ত্তি—বাঁচাও ওকে, বাঁচাও—আমি তোমাকে সিংহাসন দিয়ে দেব—এ-রাজত্ব তোমাকে ফিরিয়ে দেব—মুকুট—আমার মুকুট—কীর্ত্তি—দেব—দেব—আমার নিজের হাতে তোমাকে মুকুট পরিয়ে দেব সমস্ত প্রজার সাম্‌নে। কিন্তু দীপচাঁদকে বাঁচাও দেখি।—ও-মেয়েটা—জান কীর্ত্তি—ভয়ানক ভালবাসে দীপচাঁদকে, কিন্তু ভুল করে ওকে আঘাত করেছে—কীর্ত্তি !—

(মহারাজের এই অবস্থা দেখিয়া কীর্ত্তি মহারাজকে ধরিয়া বসাইয়া দিল।)

চন্দ্র। আমি দেখছি কাকা। আপনি এখানে বসুন।

দেবেন্দ্র। কীর্ত্তি—তুমি মণিপুরের বংশধর—ওকে বাঁচাও দেখি। লোকে নাম করবে তোমার। দীপচাঁদকে বাঁচাও। ও মেয়েটা—ঐ বালা—কীর্ত্তি মহারাণী কোথায় জান ?

রাণী। (হঠাৎ প্রবেশ করিয়া) পারলাম না মহারাজ। চলুন—আর কোন আশা নাই।

দেবেন্দ্র। কে ? কে রাণী !—দেখ—বালার মুখের দিকে চেয়ে দেখ—আমি যদি আজ বিদ্রোহীদের হাতে মরে যেতাম, তুমি কি এম্‌নি করেই কাঁদ্‌তে ?

(কীর্ত্তি ছুটিয়া আসিয়া মহারাণীকে প্রণাম করিল।)

চন্দ্র। মা!

রাণী। কীর্ত্তি তুমি রাজ্য নাও—কিন্তু ভিক্ষা দাও—মহারাজকে আমাকে ভিক্ষা দাও।

দেবেন্দ্র। কি বল্‌ছ মহারাণী? রাজ্য আমি দেব না চন্দ্রকীর্ত্তিকে। পারে? ও দীপচাঁদকে বাঁচাতে পারে? তাহ'লে ওকে রাজ্য দেব, সিংহাসন দেব, মুকুট দেব। আমি ওকে সব দেব। আমরা—? বুঝলে মহারাণী—আমারা দু'জনে চলে যাব। অনেক দূরে—! সে—অনেক—দূরে!—

[বলিতে বলিতে মহারাজ ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই মহারাণী মহারাজকে বুকে টানিয়া লইলেন।]

যবনিকা